কাদিয়ানী ধর্মমত
বনাম
ইসলামী দুনিয়ার অবস্থান

মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা

কাদিয়ানী ধর্মমত
বনাম
ইসলামী দুনিয়ার অবস্থান

মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা

www.pathagar.com

কাদিয়ানী ধর্মমত

বনাম

ইসলামী দুনিয়ার অবস্থান

মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা

প্রকাশক ঃ

তাওহীদ প্রকাশনী

মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

প্রথম প্রকাশ ঃ

জমাদিউস সানী, ১৪১৯ হিজরী

সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ ঈসায়ী

আশ্বিন, ১৪০৫ বাংলা

কম্পিউটার অক্ষরায়ণ ঃ

এক্সেল এলফাবেট

খলিল ভবন, ১ নং সুপার মার্কেট

মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

মুদ্রণে ঃ

মদীনা প্রিন্টার্স

৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

(গ্রন্থের স্বত্ত্ব নেই। তবে ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে উদ্ধৃতি/পুনঃমুদ্রণ স্বীকৃতিসহ করা যাবে)।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১।	ভূমিকা ঃ মির্জা সাহেবের বক্তব্যে বৈপিরীত্য----------	৪
২।	মির্জা গোলাম আহমদ ইমাম মাহদী ছিলেন না ----------	১১
৩।	কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত---------	১৫
৩.১।	বিশ্বমুসলিম লীগের সিদ্ধান্ত ----------	২৩
৩.২।	বিশ্বমুসলিম জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত ----------	২৬
৩.৩।	বিশ্বমুসলিম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ----------	৩১
৩.৪।	বিশ্বমুসলিম মসজিদ পরিষদের সিদ্ধান্ত ----------	৩১
৪।	মুসলিম রাষ্ট্রসমুহের সরকারী সিদ্ধান্ত ----------	৩৩
৫।	বিভিন্ন আদালতের চূড়ান্ত রায় ----------	৩৮
৬।	বিশ্বের বিজ্ঞ উলামা-ফকীহর জমাতবদ্ধ ফতোয়া ------	৪১
৭।	সর্বজনমান্য ও উচ্চতর ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের ফতোয়া --	৪৬
৭.১।	কাবা শরীফের মসজিদের ইমামের ফতোয়া ----------	৪৬
৭.২।	মদীনা শরীফের নবীজীর মসজিদের ইমামের ফতোয়া -------	৪৭
৭.৩।	ভারতীয় উপমহাদেশের বিজ্ঞ উলামা-মাশায়েখ, মুফতীর ফতোয়া	৪৭
৮।	অমুসলিমদের মতেও কাদিয়ানীরা মুসলমান নয় ----------	৪৯
৯।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সিদ্ধান্ত-	৫১
১০।	কাদিয়ানীদের মতে গোলাম আহমদ হলেন হযরত মোহাম্মদ (সা)	৫৭
১১।	কাদিয়ানীদের মতে সব মানুষই বেহেশতে যাবে ---------	৬৮
১২।	ডঃ ইকবালের দৃষ্টিতে কাদিয়ানী ধর্মমত -------	৭৩
১৩।	কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী মারাত্মক প্রচারণা ----------	৮০

www.pathagar.com

ভূমিকা

কাদিয়ানী ধর্ম একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বহুদিন ধরে ছলচাতুরী, ধোঁকাবাজী, প্রতারণা ও নানারূপ রূহানীয়ত, মাহদীয়াত, মাসীহিয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটকালে বৈরী শক্তির প্রত্যক্ষ মদদে এ ধর্ম আজ এতোটুকু অগ্রসর হয়েছে। সেই দুঃসময় হতে আজ তক মুসলমানরা এ ধর্মের মোকাবিলায় যে অবস্থান নিয়েছেন, তাই এখানে মূলত বর্ণিত হয়েছে। আজ সমগ্র বিশ্বের বিশেষতঃ মুসলিম বিশ্বের গণমানুষ সরকারী ও বেসরকারীভাবে, পৃথকভাবে ও সমাজবদ্ধভাবে কাদিয়ানী বা আহমদী ধর্মাবলম্বীদেরকে অমুসলিম-কাফের, মুরতাদ বলে ঘোষণা দিয়েছে। এর কারণ কি ? এর কারণ পাওয়া যাবে উক্ত ধর্মের প্রবর্তক মির্যা গোলাম আহমদ (১৮৩৫-১৯০৮) এর স্বীয় রচনার মাঝে। তিনি 'হামামাতুল বুশরা' নামে একটি বই লেখেন যা ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটিতে তিনি বলেন –

১। আমাদের নবীর (সাঃ) ইন্তেকালের পর 'ওহী' বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ তাঁর ওপর নবীদের সীলমোহর করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমাদের নবীর পর আবার কিভাবে নবী আসতে পারে ?

২। শেষ নবীর পর নবী প্রেরণ করা আল্লাহতা'আলার যোগ্য কাজ নয়। পর্যায়ক্রমে নবীর আগমন কর্তন করার পর আবার তা শুরু করাও আল্লাহর যোগ্য কাজ নয়।

৩। যদি আমরা আমাদের নবীর পর কোন নবীর আগমন জায়েয মনে করি তবে আমরা ওহী ও নবুয়তের দরজা খুলে দিলাম। অথচ এটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এটা আল্লাহর আদেশ নহে এবং এ বিষয় কোন মুসলমানেরই অজানা নেই যে, আমাদের রসূলের পর আর কোন নবী আসবেন না। কেননা তাঁর মৃত্যুর পর আল্লাহ ওহী ও নবুয়ত বন্ধ করে দিয়েছেন।

৪। এটা কি আমার পক্ষে উচিত হবে যে, নবুয়তের দাবী করে আমি কাফেরদের সাথে মিশে যাবো এবং এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, মুসলমান হয়ে আমি নবুয়তের দাবী করি।

৫। আল্লার কাছে পানাহ চাচ্ছি যে, এটা কিভাবে সম্ভব হয় যে, আল্লাহ যখন হযরত মোহাম্মদকে(সাঃ) সর্বশেষ নবী –খাতামান নবীঈন বানিয়েছেন তখন আমি নবুয়তের দাবী করবো ?

www.pathagar.com

৬। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পর আমাদের কোন প্রকারের নবীর প্রয়োজন নেই। কেননা তাঁর রহমত সব সময়ের জন্য পরিবেষ্টিত রয়েছে।

৭। শেষ প্রেরিত পুরুষ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পর যে কোন প্রকারের নবুয়তের ও রেসালতের দাবীদারকে আমি (মির্যা গোলাম আহমদ) মিথ্যাবাদী ও কাফের বলে জানি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, রেসালত হযরত আদম সফিউল্লাহ হতে শুরু হয়েছে এবং আল্লার প্রেরিত পুরুষ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর শেষ হয়েছে।

উক্ত বক্তব্যগুলোর পর যদি কেউ নবুয়তের দাবী করে তবে তাকে কাফের আখ্যা দিলে কি অন্যায় হবে ? আর সে কাজটিই করেছেন মির্যা সাহেব নিজে। তার আরো কয়েকটি গ্রন্থে ওহী বন্ধ হওয়া, ওহীর বাহক জিব্রাঈল (আঃ)-এর আগমন বন্ধ হওয়া এবং নবুয়ত-রেসালত শেষ হওয়ার ব্যাপারে তিনি নিজেই স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। যেমন ঃ

১। "তাদের জানা উচিত যে, নবুয়তের দাবীদারকে আমিও অভিশাপ দিচ্ছি। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" বলে স্বীকার করি এবং হযরত মোহাম্মদ কে (সাঃ) সর্বশেষ নবী বলে ঈমান রাখি।" –তাবলীগে রেসালাত, ৬ষ্ঠ খন্ড।

২। "কোরআনে খতমে নবুয়ত কথাটি পূর্ণমাত্রায় স্পষ্টতা সহকারে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং পুরাতন বা নতুন নবী বলে কোনরূপ পার্থক্য বা হেরফের করা দুষ্কর্ম ছাড়া আর কিছু নয়।" –আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ১৪৬, প্রকাশ ঃ ১৮৯৯ সাল।

৩। "যদি নবুয়তের দরজা বন্ধ না হতো তবে প্রত্যেক মোহাদ্দেসই নবী হতেন। কারণ নবী হওয়ার যোগ্যতা তাঁদের মাঝে ছিল। তথাপি কোন মোহাদ্দেস নবী হতে পারেননি। কারণ, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হলেন শেষ নবী।" –আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৮৯৩ সাল।

৪। "আমি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শেষ নবুয়তে বিশ্বাস করি এবং যে তাঁর শেষ নবুয়তে বিশ্বাসী নহে তাকে আমি বেদ্বীন, কাফের ও দায়েরা ইসলাম হতে খারিজ বলে জানি।" –দ্বীনুল হক।

www.pathagar.com

৫। "আল্লাহতা'আলা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর পরিষ্কার ভাষায় নবুয়ত শেষ করেছেন এবং স্পষ্ট কথায় হযরত মোহাম্মদকে(সাঃ) শেষ নবী বলেছেন।" –তোহফায়ে গোলড়বিয়া।

৬। "বর্তমানে কোরআন ছাড়া মানবজাতির জন্য আর কোন ধর্মগ্রন্থ নেই এবং মানব জাতির জন্য হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া অন্য কোন রসুল নেই।" –কিস্‌তীয়ে নূহ।

৭। "আমাদের রাসূল শেষ নবী। তাঁর পর রাসূলগণের আগমন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।" – হকিকাতুল ওহী।

৮। "আল্লাহ জানেন, আমি মুসলমান, আহলে সুন্নত-ওয়াল-জমাতের লোক যে আকিদা পোষণ করে আমিও সে আকায়েদে বিশ্বাসী ... ...। আমি নবুয়তের দাবী করি নাই এবং এ রকম দাবীদারকে আমি (মির্যা গোলাম আহমদ) কাফের বলে জানি।" –আসমানী ফয়সালা, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৮৮৯ সাল।

৯। "হে মানবগণ, হে মুসলমান বলে দাবীকারী! খাতামান নাবীঈনের পরে পর্যায়ক্রমে নবী আসবার নতুন সিঁড়ি বের করে কোরআনের শত্রু হয়ো না। সেই খোদাকে লজ্জা কর, যার সম্মুখে তোমাকে হাজির হতে হবে।" –আসমানী ফয়সালা।

১০। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বার বার বলেছেন –"আমার পরে আর কোন নবী আসবে না" এবং হাদীস–"লা নবীয়া বা'দী" এতোই মশহুর যে, এটা সহীহ না হবার পক্ষে কারো কোন কথাই ছিলনা। "মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং শেষ প্রেরিত পুরুষ (শেষ নবী)"– কোরআনের এ আয়াতের প্রতিটি শব্দ অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে যে, আমাদের নবীর পর নবুয়ত শেষ হয়েছে।" –কিতাবুল বারিয়াহ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৮৯৮ সাল।

১১। "আমার বিশ্বাস রয়েছে যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী এবং কোরআন শরীফ ঐশী গ্রন্থের মধ্যে শেষ গ্রন্থ।" –আরবাঈন।

১২। "এ নবুয়তের (হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের) ওপর সমস্ত নবুয়ত শেষ করা হয়েছে এবং এরূপ হওয়াও উচিত ছিল। কারণ, যে জিনিসের 'শুরু' আছে এর 'শেষ'-ও আছে।" –আল-আয়েত।

www.pathagar.com

১৩। "যে ব্যক্তি মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পর নবী বলে দাবী করবে, সে 'মোসায়লামা কাযযাব'-এর ভাই এবং কাফের ও খবীস।" –আনজামে আথম পৃঃ ২৮।

ওহী নবী ছাড়া অন্যের কাছে আসতে পারে, এমনকি ইতর প্রাণীর কাছেও ওহী আসে। তবে সেগুলো নবুয়তের ওহী নহে। নবুয়তের ওহী একমাত্র হযরত জিব্রাইলের মাধ্যমে প্রেরিত হয়। নবুয়তি ও রেসালতি ওহীর বাহক হলেন তিনি। (দেখুন সূরা নহল ঃ ১০২ এবং সুরা শুরা ঃ ৫২ আয়াত)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (সাঃ) বলেছেন–আমার বন্ধু ও সঙ্গী হলেন জিব্রাঈল। আল্লাহ যখনই কোন নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, এ জিব্রাঈল হয়েছেন তাঁর সঙ্গী ও বন্ধু। –আবু দাউদ শরীফ। এ আকীদা এক সময়ে মির্যা গোলাম আহমদও পোষণ করতেন। তিনি 'ইযালায়ে আওহাম' (১৮৮৯) গ্রন্থে সেকথা স্পষ্টভাবে বলেছেনও। যেমন ঃ

১। "হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর চিরকালের জন্য হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর ওহী নিয়ে আসা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে–এ কথা সত্য ও সঠিক।" –(পৃঃ ৫৭৭)।

২। "কোরআনে খাতামান নাবীঈনের পর কোন রাসূলের আগমন জায়েয নয়, সে নবী নতুন হোক বা পুরাতন হোক। কেননা, রাসূলের ইলমে দ্বীনের মাধ্যম হযরত জিব্রাঈল (আঃ)। তাই এখন রেসালাতের ওহী নিয়ে জিব্রাঈলের নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং এরপর রাসূল আসবেন অথচ রেসালাতের ওহী হবে না–এ এক অসম্ভব ব্যাপার।"–(পৃঃ ৫৬৭)।

৩। "নবীগণ ইলমে দ্বীন পেতেন জিব্রাঈলের মাধ্যমে। এখন এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এখন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত ওহী আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।" –(পৃঃ ১৬৪)।

৪। "খাতামান নাবীঈনের পর ওহী নিয়ে পৃথিবীতে জিব্রাঈলের আগমন অসম্ভব। যার দরুণ কোন অসম্ভবকে মেনে নিতে হয়, তা চিরকালের জন্য অসম্ভব।" –পৃঃ ৫৩৮, দ্বিতীয় খন্ড। ঐ একই গ্রন্থে মির্যা সাহেব বলেছেন–"একই সাথে রাসূল হওয়া ও উম্মত হওয়া পরস্পর বিরোধী।"

এসব বক্তব্য প্রকাশের পর যদি কোন ব্যক্তি নবুয়তের দাবী করে বা হযরত জিব্রাঈল (আঃ)–এর মাধ্যমে ওহী পান বলে দাবী করে, তবে তাকে কি মুসলমান বলা যাবে ? নিশ্চয়ই নয়। তিনি তার নিজের কথা অনুসারেই অভিশপ্ত হবেন, কাফের হবেন, খবীস হবেন ও ইসলাম হতে খারিজ হবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা পুরাপুরি সত্যে পরিণত

www.pathagar.com

হয়েছে মির্যা সাহেবের বেলায়। কারণ পরবর্তী কালে তিনি নবুয়তের দাবী করেছেন, ওহী প্রাপ্তি ও রেসালত লাভের দাবী করেছেন। তাই তিনি নিজের কথা মতেই মুসলমান থাকেননি, বরং তিনি কাফেরদের সাথে মিশে গিয়েছেন।

এটা সত্য কথা যে, মির্যা সাহেব প্রথমে ইসলামের সপক্ষে কলম ধরেছিলেন এবং প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছিলেন। সে সময়ে সবাই তার জ্ঞান-প্রজ্ঞার প্রশংসা করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর উল্টাপাল্টা বক্তব্য ও দাবীর দরুণ আল্লামা ইকবালের মতো ইসলামী চিন্তাবিদও তার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। বস্তুতঃ আমরা যে রাসূলকে মানি তিনি নবুয়তের আগেও এমন কিছু বলেননি, যা পরবর্তীকালে নবী হওয়ার পর তাঁকে এর বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, নবী মাত্রই নিষ্পাপ বা মাসুম। তাঁদের জীবনে কথায় ও কাজে কোন বৈপিরীত্য ছিল না, তাঁদের আকিদায় কোন গলদ বা গোজামিল ছিল না। এটা একমাত্র ভন্ড নবীদের বৈশিষ্ট্য এবং সে হিসেবে তা মির্যা সাহেবের মাঝেও দেখা যাচ্ছে। মহানবী (সাঃ) মাসুম ছিলেন এবং তার শেষ নবীত্ব এমন একটি আকীদা যা এক মুহূর্তের জন্যও অবিশ্বাস করলে কারো ঈমান থাকবে না। অথচ কাদিয়ানী ঈমান ও আকীদা হলো যে, মহানবী (সাঃ) শেষ নবী নন। আর এজন্যই তারা বিশ্ব মুসলিমের সর্বসম্মত রায়ে অমুসলিম বলে ঘোষিত হয়েছে। কাদিয়ানীদের নিকট মির্যা সাহেবের উপরোক্ত কিতাবগুলো আছে বলেই আমরা মনে করি। তারা যেন এগুলো গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখেন, চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেন যে, যে ব্যক্তি এক সময়ে কোরআন-হাদীস মোতাবেক ইসলামী আকীদা পোষণ করে পরবর্তীতে জীবনের অধিকাংশ সময় গত হওয়ার পর ওহী প্রাপ্ত, উম্মতি নবী, রাসূল, নবী, মসীহে মাওউদ, ইমাম মাহদী, বুরুজী নবী, যিল্লী নবী, আহমদ, মোহাম্মদ, শ্রীকৃষ্ণ, জয়সিংবাহাদুর ইত্যাদি হিসেবে নিজকে জাহির করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন, তিনি কি করে মুসলমান থাকেন ? নবী হওয়া তো দূরের কথা। নবুয়তের দরজা খোলা থাকলেও এমন দু'দিল বান্দা নবী হতে পারতেন না। তার প্রথম জীবনের ঈমান আকীদার সাথে পরবর্তী জীবনের ঈমান-আকীদার যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে সেটাই মির্যা সাহেবকে কুফরীতে ঠেলে দিয়েছে। আহমদী সুধিগণ! মির্যা সাহেবের শুধুমাত্র এ অবস্থানটি পরীক্ষা করুন এবং অন্যান্য নবী-রাসুলদের সাথে তার আকীদা-বিশ্বাসের যে আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে, তা অনুধাবন করুন, আল্লাহর সত্য দ্বীনে ফিরে আসুন। মনে রাখবেন, মির্যা সাহেব সত্য নবী হলে জীবনের প্রথম হতে শেষ তক তার ঈমান ও আকীদায় কোনরূপ হেরফের হতো না।

www.pathagar.com

মির্যা সাহেব মিথ্যা নবী সেজে, মিথ্যা মসীহ সেজে ইসলামের মৌলিক বিধানে হাত দিয়েছেন, এমন কি কোরআনের তাহরিফ করেছেন। এজন্য মুসলিম রাষ্ট্র ও মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে কাদিয়ানীদের অমুসলিম বলে ঘোষণা করেছে। ইসলামের কতগুলো মৌলিক বিষয়ে মুসলমানদের সাথে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও পবিত্র কোরআন তাদেরকে যেভাবে অমুসলিম বলে চিহ্নিত করেছে–অনুরূপভাবে মুসলিম উম্মাহ তথা ইসলামী দুনিয়া কাদিয়ানীদেরও অমুসলিম হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে একমত। শিয়া ও সুন্নী–সব মাযহাবের ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। যারা কাদিয়ানীদের মুসলমান বলতে চান তারা ইসলামের মূলনীতি ও কাদিয়ানী মতবাদ তুলনামূলকভাবে অধ্যয়ন করুন। তাহলে তাদের ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পারবেন। তখন দেখতে পাবেন–স্বয়ং কাদিয়ানরাই মুসলমানদের কাফের বলে গণ্য করে।

হযরত ঈসা (আঃ) ইবনে মরিয়াম জীবিত আছেন বলে মির্জা সাহেব বহু দিন বিশ্বাস করেছেন। হযরত ঈসা (আঃ) সংক্রান্ত আহলে-সুন্নত-ওয়াল জমাতের অন্যান্য আকিঁদাও তিনি বহুদিন সযতনে লালন করেছেন। বৃদ্ধ বয়সে এসে কেন তিনি এর উল্টা বিশ্বাস গ্রহণ করলেন? এটা কি তার প্রতারণা নয়? বস্তুতঃ হযরত ঈসা (আঃ) এসে মুসলমানদের মধ্যে মির্জা সাহেবের মতো ফিৎনার সৃষ্টি করবেন না, তিনি মুসলমানদের মসজিদে নামায পড়বেন মুসলমানদেরই ইমামের পিছনে। তিনি আলাদা দ্বীন বা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করবেন না। তিনি নবীর কোন কাজই করবেন না। তিনি কোরআনী শরীয়তের কোন পরিবর্তন করবেন না। তিনি নিজে হুবহু মোহাম্মদী শরীয়ত অনুযায়ী জীবন যাপন করবেন। তখন তাঁর ভূমিকা হবে সালেহীনের, খলিফার–এটাই পবিত্র কোরআন ও হাদীসের মর্মকথা।

নবুয়তের ওহী সংক্রান্ত কোরআন ও হাদীসের সব বক্তব্য এক ও অভিন্ন নবীকেই নির্দেশ করেছে। আর তিনি হলেন সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা (সাঃ) আল-আরাবী আল-মাদানী। কোরআন তাঁরই ওপর নাযিল হয়েছে। তাঁর ... ধর্মই হলো ইসলাম। সেটাই সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও সার্বিক জীবন-বিধান। ...কালের মুক্তির জন্য আর কোন দ্বীনের প্রয়োজন নেই।

... নেই, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়তেও তেমনি ...ীক নেই–তাঁর পরে কোন নবী নেই। এ অর্থেই ...াম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এ কলেমার প্রথম বার হরফে যেমন

www.pathagar.com

কোন শরীক নেই, তেমনি শেষ বার অক্ষরেও কোন শরীক নেই। আল্লাহ যেমন একক, তেমনি তিনিও সর্বশেষ নবী হিসেবে একক, তাঁর পরে কাউকেও নবুয়ত দেয়া হবে না। এ কালেমাতে মির্জা সাহেবকে শরীক করে কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে কুফুরীর অন্ধকার অতল গহবরে নিক্ষেপ করেছে। তারা নিজেরাই কুফুরীকে বরণ করে নিয়েছে। এতে অন্যের কোন দোষ নেই। সুতরাং কাদিয়ানীদের প্রতি অনুরোধ, সমগ্র বিষয়টি বিশ্লেষণ করুন, দেখবেন মির্জা সাহেবের নবুয়ত আর মোসায়লামাতুল কাযযাবের নবুয়তের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। 'পারস্য বংশীয়' অন্য তিন মির্জা যথা–মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, মির্জা আলী মোহাম্মদ ও মির্জা হোসেন আলী (বাহাউল্লাহ)-এর দাবীসমূহের সাথে মির্জা গোলাম আহমদের দাবীর মিলমিসালও তখন চোখে পড়বে। সুতরাং এসব ভন্ডদের সবাইর মাঝেই রয়েছে বৈপিরীত্য, প্রগভলতা, উন্মাদতা, গোজামিল ও জাল-জালিয়াতি। অতএব, জাল নবুয়তের অনুসারী না হয়ে শেষ নবীর (সাঃ) উম্মতে সামিল হতে আপত্তি কোথায় ? এতেই যে রয়েছে পারলৌকিক মুক্তি ও অনন্ত শান্তি।

মির্জা সাহেবের সব বই ('ফতোয়ায়ে আহমদিয়া' ছাড়া) 'রুহানী খাযায়েন' নামে ২২ খন্ডে লন্ডন হতে কাদিয়ানীরা প্রকাশ করেছে। এসব কিতাবে তার কুফরী আকিদা ও ইসলাম হতে খারিজ হওয়ার প্রকাশ্য প্রমাণ রয়েছে। তাই বিশ্বের সব দেশের বিজ্ঞ আলেম-মাশায়েখ, ফকীহ ও ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ, আইনবিদরা তাদের কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই সিদ্ধান্ত ইসলামী আইনে পরিণত হয়েছে। তাই ইসলামী শরীয়তী আইনে কাদিয়ানীরা অমুসলিম কাফের বলে চিহ্নিত হয়েছে।

ইতি

খাদেমুল ইবাদ

মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা

মিরপুর, ঢাকা

২৩শে সেপ্টেবর, ১৯৯৮।

www.pathagar.com

মির্জা গোলাম আহমদ ইমাম মাহদী ছিলেন না

কাদিয়ানীরা প্রচার করে যে, ইমামকে না মানলে আল্লাহ-রাসূলকে মানা হবে না, "জমানার ইমামকে কেউ না মেনে মারা গেলে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের বা কুফরের মৃত্যু" ইত্যাদি যা শিয়া সম্প্রদায়ের আকিদার অনুরূপ। শিয়াদের মাঝে প্রচলিত এ সম্পর্কে একাধিক দুর্বল, জাল ও বানোয়াট হাদীস আহমদী বা কাদিয়ানীদের বই-পুস্তকে দেখা যায়। অথচ সহীহ বোখারী শরীফের 'কিতাবুল ঈমান' অধ্যায়ে ঈমান সম্পর্কে যে ৫৬ টি বিশুদ্ধ সর্বজন গৃহীত, প্রামাণ্য হাদীস রয়েছে সেখানে ইমাম মাহদীর ওপর ঈমান আনা জরুরী বলে ঘোষিত হয়নি। আসলে মাহদী একজন ইমাম মাত্র, নবী নহেন। কোরআন-হাদীসে তার নবী হওয়ার কোনও কথা নেই। সুতরাং তার ওপর ঈমান আনা ফরজ বা নাজাতের শর্ত হতে পারে না।

ইমাম মাহদীর জন্ম, বংশ, নাম ইত্যাদি এবং কাজের ধরন সম্পর্কে যেসব হাদীস বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে আহলে সুন্নত-ওয়াল-জমাতের হাদীসবিশারদগণ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো 'তাওয়াতোর' পর্যায়ে রয়েছে। অর্থাৎ মাহদী সম্পর্কে হাদীসগুলোর রাবী এতো অধিক যে, তাঁদের মিথ্যার ওপর একত্রিত হওয়া অসম্ভব। তাই এগুলোকে 'মোতাওয়াতির' বলা হয়। মোহাদ্দেস প্রবর আল্লামা আবদুল হক দেহলবী (৯৫৮-১০৫২ হিঃ) "আশেয়াতুল লামাআত" গ্রন্থে এবং মোজাদ্দেদে আলফে সানী (মৃঃ ১০৩৪ হিঃ) মকতুবাত শরীফের ২য় খন্ডে উক্ত হাদীসগুলোকে মোতাওয়াতির বলেছেন। আর মোতাওয়াতির হাদীস অকাট্য সত্য হয়ে থাকে। ইমাম আবু নঈম, আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসাঈ প্রমুখ হাদীসবিদগণ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ হতে এ সম্পর্কে অনেক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে ইমাম শাওকানীর (মৃঃ ১২৫৫ হিঃ) সংগৃহীত রাসূল (সাঃ)-এর উক্তি সম্বলিত হাদীসের সংখ্যা পঞ্চাশ এবং সাহাবীদের উক্তি সম্বলিত হাদীসের সংখ্যা আটাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। শায়খ আলী মোত্তাকী (মৃঃ ৯৫৫ হিঃ) 'কানজুল উম্মাল' গ্রন্থে এ সম্পর্কে অনেক উপকরণ একত্রিত করেছেন। হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (মৃঃ ৭২৮ হিঃ) "মিনহাজুস সুন্নাহ" গ্রন্থে বলেন–"যেসব হাদীসকে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয়, সেগুলো সবই সহীহ। এগুলো ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজী–আবু সাঈদ (রাঃ), উম্মে সালামা (রাঃ) ও আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইমাম মাহদীর আগমনের প্রতি বিশ্বাস রাখা জরুরী।

www.pathagar.com

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন–মাহদীর আবির্ভাব তখন হবে, যখন মানুষ নিরাশ হয়ে বলতে শুরু করবে ঃ এখন কোন মাহদীর আগমন আশা করা যায় না ?–(ইবনে আবী শায়বা)। বস্তুতঃ আখেরী জামানায় যখন মুসলিম জাতি চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থার সম্মুখীন হবে তখন আল্লাহ তা'আলা এমন একজন মহান নেতা প্রেরণ করবেন যিনি বিপর্যস্ত মুসলিম জাহানকে পুনর্গঠিত করে পুনরায় দুনিয়ার বুকে ইসলামকে একটি বিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবেন। এ নেতাই ইমাম মাহদী। মাহদী তাঁর উপাধী–অর্থ সৎপথপ্রাপ্ত। এজন্যই প্রসিদ্ধ ও সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে তাঁর এ উপাধী বা নাম উল্লেখ করা হয়নি। সেখানে শেষ জামানার একজন ন্যায়পরায়ণ, দানশীল ও সুশাসক খলিফার যে কথা বলা হয়েছে তিনিই ইমাম মাহদী হবেন। তাঁর কাজের ধরন দেখে মানুষ তাকে ইমাম মাহদী বলে স্বীকার করবে। তিনিই মুসলিম বিশ্বের খলিফা তথা ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক নেতা ও যোদ্ধাধিপতি হবেন। যুগের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর তাঁর গবেষণামূলক দূরদর্শিতা থাকবে। জীবনের যাবতীয় জটিল সমস্যাবলী তিনি উপলব্ধি করবেন। বুদ্ধিবৃত্তিক ও কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তিনি রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সামরিক কলাকৌশলের দিক দিয়ে গোটা দুনিয়ার ওপর অসীম প্রভাব বিস্তার করবেন। তাঁর যুগের সকল অভিনবত্বের শীর্ষে তিনি আরোহণ করবেন। তিনি নিজেকে 'মাহদী বলে ঘোষণাও করবেন না। হয়তো তাঁর নিজেরও জানা থাকবে না যে, তিনি প্রতিশ্রুত মাহদী। নবী বংশীয় সুপুরুষ বলে তাঁর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে মানুষ নেতৃত্বপদে তাঁকে বরণ করে নেবেন। এজন্যই অনেক হাদীসে 'মাহদী' শব্দটি পর্যন্ত আসেনি। অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদীনের মতো নবুয়তের পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেই মানুষ তাঁকে মাহদী বলে মান্য করবে।

যুগের শ্রেষ্ঠতর মেধার অধিকারী ইমাম মাহদীর জন্ম হবে সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বংশে। তাঁর নাম হবে 'মোহাম্মদ', তাঁর পিতার নাম হবে 'আবদুল্লাহ', কোন কোন বর্ণনায় তাঁর মাতার নাম 'আমিনা' বলে উল্লেখ আছে। তাঁর সময়ে দুনিয়া শান্তি-সুখে ভরপুর হবে। কোথাও কোন অভাব থাকবে না। এহেন আকাংখিত মাহদী সম্পর্কে সমগ্র মিল্লাতের ব্যাপক উৎসুক্য লক্ষ্য করেই যুগে যুগে অনেক লোক পার্থিব হীন স্বার্থ উদ্ধারের বদ মতলবে নিজেদেরকে প্রতিশ্রুত মাহদী বলে দাবী করেছে। এখনো মাহদীর দাবীদারের অভাব নেই।

www.pathagar.com

প্রত্যাশিত ও প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হবেন নবী বংশের লোক, কিন্তু মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৩৫–১৯০৮) ছিলেন পারস্য বংশীয় বা মোঘল বংশীয়। মাহদী দুনিয়ার ন্যায়পরায়ণ শাসক হবেন, মির্জা সাহেব তা ছিলেন না। ইমাম মাহদীর নাম হবে মোহাম্মদ, আর পিতার নাম আবদুল্লাহ। মির্জা সাহেবের নাম গোলাম আহমদ আর তার পিতার নাম মির্জা গোলাম মোর্তজা, মাতার নাম চেরাগ বিবি। ইমাম মাহদী মদীনাবাসী হবেন, লোকেরা মক্কা শরীফে তাঁর কাছে বায়আত হবে, মির্জা সাহেব মক্কা-মদীনায় যাননি এবং তিনি মদীনাবাসী নহেন! ইমাম মাহদী প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে বর্তমান তুরস্ক, সিরিয়া, জর্দান, ইরাক ইত্যাদি রাষ্ট্র ইহুদী-খৃষ্টানদের দখলে চলে যাবে। কিন্তু সে অবস্থা এখনো হয়নি। তখন সোনার মদীনা বিরান-প্রায় হয়ে যাবে, খায়বার পর্যন্ত ইহুদী-নাসারাদের দখল কায়েম হবে। কিন্তু এখনো সোনার মদীনার শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত আছে। ইমাম মাহদী কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে মুসলিম রাজ্য পুনঃ দখল করবেন। পক্ষান্তরে মির্জা সাহেব জেহাদকে হারাম (রহিত) করেছেন, কাফেরদের মাথে মিতালী করেছেন। ইমাম মাহদীর রাজত্বকালে দুনিয়া প্রাচুর্যে পূর্ণ হয়ে যাবে। বহু পৌত্তলিক ও ইহুদী-নাসারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে এমনকি দুনিয়া যেন ইসলামে পূর্ণ হয়ে যাবে। দুনিয়া হতে অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, হানাহানি সব নির্মূল হয়ে যাবে। মির্জা সাহেবের সময়ে এসব কিছুই হয়নি। তার সময়ে অধিকাংশ বিধর্মী তো মুসলমান হয়ই নি, বরং বহু মুসলমান ও অন্যান্য জাতি খৃষ্টান হয়ে গিয়েছে। খৃষ্ট ধর্মের জয়-জয়কার এখনো বিশ্বময় জারি রয়েছে। ইমাম মাহদীর সময়ে অর্থের বা খাদ্য দ্রব্যের কোন অভাব হবে না, পক্ষান্তরে মির্জা সাহেবের সময়ে অর্থের এতো অভাব ছিল যে তিনি সর্বদা লোকের নিকট হতে চাঁদা গ্রহণ করতেন। এমনকি অর্থশালী হয়েও যাকাত গ্রহণ করতেন।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা গেল যে, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের সময় এখনো হয়নি। ইমাম মাহদীর একটি চিহ্নও মির্জা সাহেবের মাঝে পাওয়া যায়নি। কাজেই তিনি কখনো ইমাম মাহদী ছিলেন না। তিনি যখন দেখলেন যে, মাহদীর নিদর্শনাবলী তার মাঝে নেই, তখন তিনি নিরাশ হয়ে মাহদী সম্বন্ধীয় হাদীসসমূহকে জঈফ, বাতিল, জাল, অমূলক ও দোষযুক্ত বলে ঘোষণা করলেন। অথচ তার মৃত্যুর পরে নানা প্রকারের 'রূপক' ও রূহানিয়াত'-এর দোহাই দিয়ে মির্জা সাহেবের ইমাম মাহদী হওয়ার দাবীটাই এদেশে বেশী করে প্রচার করা হলো। কাদিয়ানীরা তার মাহদী

www.pathagar.com

হওয়ার দাবীটাই প্রথমে মানুষের কাছে প্রকাশ করে। তার প্রতি ইমান আনতে বলে। তখন তার অন্যান্য দাবীর কথা উল্লেখ করে না। মির্জা সাহেবের মাহদী হওয়ার সমর্থনে তারা অনেক পুস্তিকা রচনা করে প্রচার করছে। সেখানে মাহদীর জন্ম যে নবীবংশে হবে সে কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু মির্জা সাহেবের জন্ম যে নবীবংশে হয় নাই সে সম্পর্কে তারা নীরব। এটা কি তাদের প্রতারণা নহে? সুতরাং সহীহ ও মোতাওয়াতির হাদীসের ভিত্তিতেই প্রমাণিত হলো যে, মির্জা গোলাম আহমদ অন্যান্য কৃত্রিম দাবীদারদের মতোই মিথ্যা ও জাল মাহদী ছিলেন। তিনি নবীবংশের ছিলেন না–এই একটিমাত্র কথায়ই তার মাহদীর দাবী ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল। এতে তার অন্যান্য সমস্ত দাবীও অসার ও বাতিল বলে প্রমাণিত হলো।

যুগ-নেতা ইমাম মাহদী হবেন বিশ্বের একচ্ছত্র ও একক পরাশক্তি। পরম আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও চরম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্থাৎ, প্রবল সামরিক শক্তি, সুদৃঢ় অর্থনৈতিক শক্তি, সুনিপুণ সম্প্রচার শক্তি ও অত্যাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তি শক্তির অধিকারী হবেন বিশ্বনেতা, খলিফা মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাহদী। মির্জা সাহেবের মতো নিষ্ক্রীয়, নির্জীব বা রুহানী সাম্রাজ্য স্থাপনের কাল্পনিক ও উদ্ভট কাহিনীর সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক থাকবে না। ইমাম মাহদী হবেন নীতিবান, সুবিচারক, সাম্য ও মানবাধিকারের প্রবক্তা ও নিশ্চয়তাবিধায়ক, শরীয়তের প্রতিটি বিষয়ে নিষ্ঠাবান অনুসারী, শরীয়তের পরিবর্তনকারী নহেন। তিনি হবেন অত্যন্ত আল্লাহভীরু এবং অন্যায়-অনাচার, জুলুম, কুফরী-কপটতার প্রতি কঠোর-হৃদয়। তিনি কুফরী শক্তির সঙ্গে আঁতাত করে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করবেন না বা কুফরী শক্তিকে মুসলিম বা ইসলামের ক্ষতি করার সুযোগ দিবেন না। তিনি ইসলামী চরিত্রের এক মহান আদর্শ হবেন। অন্যদিকে মির্জা সাহেব কুফরী শক্তির আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেয়েই নিজের স্বার্থ উদ্ধার করেছেন। কুফরী শক্তিকে তিনি "আল্লাহর নূর" ও "উলিল আমর" বলেও উল্লেখ করেছেন। শরীয়তের অনেক বিষয়ে তিনি পরিবর্তন সাধন করে ইসলামের বাইরে আহমদী বা কাদিয়ানী ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং মির্জা গোলাম আহমদ ইমাম মাহদী হতে পারেননি। তিনি মিথ্যা মাহদী ছিলেন। তাই তাঁর সব দাবীই মিথ্যা প্রমাণিত হলো। তার ধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। এটাই বিশ্বমুসলিমের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

www.pathagar.com

কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত

কাদিয়ানী বা আহমদীরা হলো ভারতীয় পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামের অধিবাসী ও বৃটিশের সাহায্যকারী এক জমিদার পুত্র মির্জা গোলাম আহমদের (১৮৩৫-১৯০৮ খৃঃ) অনুসারী। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে লেখালেখি করার পর ৫৭ বছর বয়সে এসে মুজাদ্দিদ, ইমাম মাহদী, ঈসা মসীহ (আঃ), শ্রীকৃষ্ণ, আর্যমেহের, নবী, ইত্যাদি দাবী তুলে মানুষের 'বায়আত' গ্রহণ করেন। তবে এসব দাবী তিনি এক সঙ্গে করেননি। সময় সুযোগ বুঝে তিনি তার দাবী একের পর এক সম্প্রসারণ করতে থাকেন। বর্তমানে তার দল তিন ভাগে বিভক্ত যথা- রাবওয়ায়ী, লাহোরী ও আরোপী দল। মির্জা সাহেব তার জাল নবুওত ও অন্যান্য প্রতারণামূলক দাবী তুলতে গিয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। এ ভারসাম্যহীন প্রগভলতায় তিনি তার বিভিন্ন ভাষ্যে আল্লাহ তা'আলা, শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), নবী ঈসা (আঃ), ইমাম হোসেন (রাঃ), উম্মতের উলামা, সাধারণ মুসলমান এবং মক্কা-মদীনা শরীফাইন ইত্যাদির শানে আপত্তিকর মন্তব্য ও চরম বেয়াদবী প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তার জাল নবুওতের ভিত্তি রচনা করতে গিয়ে পবিত্র কোরআনের ও হাদীসের তাহরীফ করেন, ভুল ও বিকৃত ব্যাখ্যা করেন এবং মুসলমানদের দুশমন ইংরেজ শাসকের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজ জামাতকে 'বৃটিশের লাগানো চারাগাছ' বলে উল্লেখ করেন। তার দেখানো নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃতি প্রতিটি বিষয় ইসলাম ও মুসলমানদের হতে আলাদা। তবুও মির্জা সাহেব ও কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে 'আসল মুসলমান' বলে দাবী করে এবং বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানকে 'কাফের' 'জাহান্নামী' 'হারামজাদা' ইত্যাদি বলে গালি দেয়। স্মর্তব্য যে, কোরআনের মতে (সুরা হুজরাত) গালি দিলে কেউ মুমিন থাকেনা-সে ফাসিক হয়ে যায়। ফাসিক কি কোন দিন নবী, ওলী ইত্যাদি হতে পারে ? মির্জা সাহেবের অনুসারীরা "আঞ্জুমানে আহমদীয়া" নামে প্রতিষ্ঠান গঠন করে প্রায় শ' বছর যাবৎ তাদের বাতিল মতবাদ প্রচার করছে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সচেতন মুসলমান ও মুসলিম দেশ তাদের আসল রূপ চিনতে পেরেছে এবং অধিকাংশ মুসলিম দেশ তাদেরকে মুরতাদ কাফের বলে ঘোষণা দিয়েছে। তাদের এমনিতর ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের জন্য আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সউদী আরব, তুরস্ক, জর্দান, সুদান, আরব আমিরাত, মিসর, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, কাতার, ব্রুনাই, গাম্বিয়া, ক্যামেরুন প্রভৃতি মুসলিম দেশ তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে তাদের ধর্মের প্রচার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ও, আই, সি-এর অধীন বিশ্ব ফিকাহ

www.pathagar.com

একাডেমী, বিশ্ব মুসলিম লীগ ও বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেস তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। উপমহাদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যেমন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, আল্লামা ডঃ মোহাম্মদ ইকবাল, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ কাদিয়ানীদের অমুসলিম ও ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে বিশ্বের ১৪৪ টি প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের ফিকাহবিদরা মক্কা শরীফে বিশ্ব মুসলিম লীগ (রাবিতা) এর উদ্যোগে সর্মসম্মতভাবে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম বলে ঘোষণা দিয়েছে এবং সমস্ত মুসলিম দেশকে অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছে। ফলে, অনেক দেশই তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। সুতরাং বাংলাদেশের দলমত নির্বিশেষে সকল তৌহিদী জনতার দাবী হলো কাদিয়ানীদেরকে আইনগতভাবে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। তারা ইসলামী শরীয়তী আইনে অনেক পূর্বেই অমুসলিম ঘোষিত হয়েছে।

কাদিয়ানীদের প্রতি মুসলিম জনতা কেন বিরূপ হলেন তার প্রকৃত কারণ রয়েছে, মির্জা সাহেব ও তার ধর্মের নেতাদের ভাষ্যে, রচনায় ও আচরণে । তারা মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়তকে বিলুপ্ত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সংস্কারক নবী, অনুসারী নবী, সজীবতার নবী, উম্মতি নবী, অভিধানী নবী, বুরুজী নবী, কলমী নবী, শরীয়তবিহীন নবী, ভবিষ্যদ্বাণীর নবী ইত্যাদির আড়ালে মির্জা সাহেব নবুওতের ক্ষেত্রে এ ধূম্রজাল সৃষ্টি করেন। আর এসবই তিনি করেছেন ইসলামের নামে, মুসলমানের নামে। তজ্জন্য তিনি পূর্বেই বলেছিলেন যে, কোন মুসলিম দেশ তার দল ও ধর্মকে সহ্য করবে না, বরং মুসলমানরা তাদেরকে পিষে মারবে বা হত্যা করবে। তাই তিনি কাদিয়ানীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বৃটিশ সরকারকে 'উলিল আমর' এর মধ্যে গণ্য করে তাদের উন্নতি ও ভারতে তাদের স্থায়িত্বের জন্য দোয়া করতে। সুতরাং মুসলমানরা তাদের প্রতি বিরাগ হবে এতে বিচিত্র কি ? এটা তো তাদের নবীরই কথা। ইসলামের নামে, মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ ব্যবহার করে মির্জা কাদিয়ানী সাহেবের এতোসব কারবার যাতে সাধারণ মুসলমান বুঝতে না পারে তজ্জন্য রয়েছে তাদের বিবিধ চৌর্যপণা, প্রতারণা ও জালিয়াতির ফাঁদ আর প্রচ্ছন্নতা ও 'তাকিয়া' পদ্ধতি।

আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে কাদিয়ানীদের বাতিল আকীদা

কাদিয়ানীদের মতে আল্লাহতাআলা নামায পড়েন, ঘুমান, তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হন ও জেগে থাকেন। তিনি লেখাপড়া করেন। প্রয়োজনীয় দলিলপত্রে দস্তখত করেন। তাঁর সমালোচনা করা যায়, তাকে অন্যের সাথে তুলনা করা চলে ও তার দেহ কল্পনা করা

www.pathagar.com

জায়েয (নাউযুবিল্লাহ)। কয়েকটি জঘন্য উদাহরণ দেখুন ঃ মির্জা সাহেব বলেন, আল্লাহ আমাকে বলেছেন–

ক) "আমি নামায পড়ি, রোযা রাখি, জেগে থাকি এবং নিদ্রা যাই।"

খ) "আমি রসুলদের কথা কবুল করি। আমি ভুলও করি এবং ঠিকও করি। আমি রসুলদের বেষ্টন করে আছি।"

গ) "তুমি আমার পানিতে হয়েছো আর অন্যেরা ভীরুতা থেকে তৈরী হয়েছে।"

ঘ) "শোন হে আমার পুত্র।"

ঙ) "আমি তোমার হেফাজত করবো। খোদা তোমার সাথে নেমে এসেছেন। তুমি আমার ও সৃষ্টি জগতের মধ্যে মাধ্যমস্বরূপ।"

চ) "তুমি আমার নিকট এরূপ যেন আমিই আত্মপ্রকাশ করেছি।"

কাদিয়ানীদের অন্যান্য প্রধান আকীদাগুলো নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হলো –

মির্জা গোলাম আহমদের ওপর অবতীর্ণ ওহী কোরআনের মতই পবিত্র। এগুলোর সমষ্টির নাম "আল কিতাবুল মুবীন।" এ নাম আল্লাহর দেয়া। তার ইলহামের নাম আয়াত। আরবী, ইংরেজী, উর্দু ও পাঞ্জাবী ভাষায় তার ওপর ওহী অবতীর্ণ হয়েছে।

কিতাবুল মুবীন পাঠ করলে কোরআনের মতই পুণ্য লাভ হয়।

কোরআনে মির্জা সাহেবের নাম আছে এবং এর অনেক আয়াত তার শানে অবতীর্ণ।

ইসলাম ধর্ম পূর্ণতা লাভ করেনি। এর জন্য নবীর প্রয়োজন আছে।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী নহেন। তাঁর (সাঃ) নবুওতের হক ১২০০ বছরে আদায় হয়েছে। এর পরে নবী আসতে পারে।

মির্জা সাহেবই এ যুগের মোহাম্মদ (সাঃ)। কারণ, মির্জা সাহেব হলেন তাঁর (সাঃ) দ্বিতীয় প্রকাশ। (নাউযুবিল্লাহ)।

নবী করীম (সাঃ)-এর মোজেজা ছিল তিন হাজার অপরপক্ষে মির্জা সাহেবের মোজেজা হলো ১০ লাখ।

যেসব হাদীস মির্জা সাহেবের দাবীর অনুযায়ী নয় সেগুলো ছেড়া কাগজের মত নিক্ষেপনযোগ্য।

www.pathagar.com

মির্জা সাহেব আল্লাহর সত্য নবী ও রসূল।

হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। ঈসার (আঃ) সদৃশ হলেন মির্জা সাহেব।

মির্জা সাহেব হলেন হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণ।

মির্জা সাহেব হলেন আখেরী জামানার ইমাম মাহদী।

নবুওতের দরজা খোলা আছে। চেষ্টা-সাধনা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নবুওত লাভ করা যায়।

ইমাম মাইদী ও হযরত ঈসা (আঃ) একই ব্যক্তি। ইসরাঈলী নবী ঈসা (আঃ) আর শেষ জামানার ঈসা মসীহ এক ব্যক্তি নন।

মির্জা সাহেব হলেন সকল নবীর প্রতিচ্ছায়া।

মির্জা সাহেব হলেন রহমাতুল্লিল আ'লামিন।

মির্জা সাহেব হলেন একমাত্র শাফায়াতকারী।

মির্জা সাহেবের জন্যই আসমান জমিন ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে।

হযরত মোহাম্মদকে (সাঃ) অনুসরণ করলে মুক্তি পাওয়া যাবেনা–মির্জা কাদিয়ানীকে মান্য করলেই মুক্তি পাওয়া যাবে।

মক্কা-মদীনার রস শুকিয়ে গিয়েছে। এখন কাদিয়ানে আসলেই হজ্ব হবে।

শ্রীকৃষ্ণ, নানক, রামচন্দ্র, বুদ্ধদেব প্রমুখ নবী ছিলেন।

পশ্চিমা উন্নত জাতিগুলো হলো দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মা'জুজ।

মৃত্যুর পরে সকল মানুষই অবশেষে বেহেশতে যাবে।

ধর্মের জন্য জেহাদ করা হারাম ও বজ্জাতি কাজ।

মির্জা সাহেবের কথা হলো হাদীস।

তার খানদান হলো আহলে বাইত ও স্ত্রী, উম্মুল মুমেনীন।

তার সহচররা হলো আসহাবে কেরাম।

কাদিয়ানের মসজিদটি হলো মসজিদুল আকসা।

মির্জা সাহেবের কবরস্থান হলো বেহেশতী গোরস্থান।

তার অনুসারীরাই হলো আসল ও খাঁটি মুসলমান।

তাকে অমান্যকারীরা হলো কট্টর কাফের ও হারামজাদা।

www.pathagar.com

কাদিয়ানীদের উৎসবাদি ও বর্ষপঞ্জি এবং মাসের নামগুলো মুসলমানদের থেকে আলাদা। বৃটিশ সরকার আল্লাহর রহমত স্বরূপ, তাদের 'উলিল আমর' এর মধ্যে গণ্য করা হয়। মির্যা সাহেব বলেন –"ইংরেজ জাতি বিরোধী মুসলমান হতে হাজার গুণে উত্তম। কারণ তারা আমাদেরকে হত্যাযোগ্য মনে করে না বা আমাদেরকে লাঞ্ছিত করতে চায় না।" –তাবলীগে রেসালাত, নবম খন্ড, ১২৩ পৃঃ।

কাদিয়ানীদের কালেমা, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃতি মুসলমানদের হতে ভিন্ন। সুতরাং কাদিয়ানীরা ইসলামের সমান্তরালে একটি পৃথক ভ্রান্ত ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ ও রাসূলে আবারীর (সাঃ) বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে। রাসূলে আরাবীর (সাঃ) নবুওতের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে –একথা যে কোন সচেতন ও জ্ঞানী মানুষই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। সুতরাং যার মধ্যে তিল পরিমাণ ঈমান আছে সেও কাদিয়ানীদের অমুসলিম মনে করবেই।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন–"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। এরা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।" (কোরআন ৫ ঃ ৫১)। সুতরাং আজ কাদিয়ানীরা খৃষ্টান ও ইহুদীদের কোলে পুরাপুরি আশ্রয় নিয়ে তাদেরই মাঝে শামিল হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে তারা কোন ক্রমেই মুসলমান হওয়ার দাবী করতে পারে না। আর দাবী করলেও তা ইসলামী আইনে গৃহীত হয় না।

কাদিয়ানীরা তাদের উপরোক্ত আকীদাগুলো পোষণ করে মুসলিম সমাজ হতে কার্যতঃ বের হয়ে গেলেও তারা নিজেদেরকে প্রকৃত মুসলমান মনে করে। 'আহমদীয়াত'কে তারা খাঁটি ইসলাম বলে মনে করে, প্রচার করে। তারা মুসলমানদের ব্যবহৃত ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। তাদের 'বায়আত' ফরম ও প্রচারপত্রে ইসলামেরই স্বরূপ প্রকাশ করছে। তাদের এতোসব প্রতারণা বিশ্ব মুসলিমের দৃষ্টি এড়ায়নি। মুসলমানরা রাষ্ট্রীয়ভাবে, প্রতিষ্ঠানিকভাবে এবং জমাতবদ্ধ হয়ে কাদিয়ানী ফিৎনাকে মোকাবেলা করতে গিয়ে তাদের প্রতারণাকে জনসমক্ষে তুলে ধরছে। কাদিয়ানীদের ঈমানী আকীদা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মুসলিম রাষ্ট্র ও সংস্থা তাদেরকে ইসলামের বাইরে অবস্থিত একটি কাফের ও মুরতাদ ধর্মাবলম্বী বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। **ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে কাফের হওয়ায় কোন কাদিয়ানী**

www.pathagar.com

মুসলমানের ওয়ারীশ হতে পারে না। এ পর্যায়ে তাদেরকে কাফের ঘোষণাকারী সিদ্ধান্তগুলো পাঁচভাবে বিভক্ত করা যায়। যেমন –

ক) বিশ্ব মুসলিম সংস্থার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বা ফতোয়া।

খ) মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সিদ্ধান্ত।

গ) বিভিন্ন আদালতের সিদ্ধান্ত বা রায়।

ঘ) সংঘবদ্ধ মুসলিম জামাতের ফতোয়া।

ঙ) সর্বজনমান্য ও উচ্চতর ধর্মীয় জ্ঞানে প্রবুদ্ধ ব্যক্তিত্বের ফতোয়া।

(ক) বিশ্ব মুসলিম সংস্থার সর্বসম্মত ফতোয়া

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন, আথলোন প্রভৃতি শহরে মুসলমানদের বেশ কয়েকটি সংস্থা রয়েছে। যেমন মুসলিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল, ইসলামিক পাবলিকেশন্স বুরো, ইসলামিক প্রপাগেশন সেন্টার ইত্যাদি। মুসলিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ১৯৮৫ সালে মক্কাস্থ রাবিতা আল-আলম আল ইসলামী এবং জেদ্দাস্থ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ফিকাহ একাডেমীর নিকট কাদিয়ানীদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত জিজ্ঞাসার জবাব চাহে। এ জিজ্ঞাসার জবাবে রাবিতার "ইসলামী ফিকাহ একাডেমী" এবং ও আই সি-র "বিশ্ব ইসলামী ফিকাহ একাডেমী" স্বতন্ত্র ফতোয়া প্রদান করে।

জুডিশিয়াল কাউন্সিলের জিজ্ঞাসা

কাদিয়ানী সম্প্রদায় যারা নিজেদের আহমদীয়া বলে দাবী করে তারা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে অনুসরণ করে থাকে। মানুষের কাছে তার দাবী হলো যে, সে আল্লাহর প্রেরিত নবী এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বুরুযী (ব্যাখ্যাদাতা নবী)। এই কারণে মোহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী হয়েও গোলাম আহমদের নবুওয়াত বিলুপ্ত হয় না। এ ব্যক্তি শুধু নিজেকে নবী দাবী করেই ক্ষান্ত হয়নি, এমনকি অতীতের সমস্ত নবী-রাসূলদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নবী বলেও দাবী করে থাকে। সে আরো দাবী করে যে, শেষ জামানায় ঈসা (আঃ) আসমান থেকে অবতীর্ণ হওয়ার যে সুসংবাদ মোহাম্মদ (সাঃ) দিয়েছেন, সে-ই নাকি ঐ ঈসা। এছাড়া তার লিখিত বিভিন্ন বই-পুস্তকে নবুওয়াত দাবী করার সাথে সাথে অতীতের আম্বিয়া কেরাম এবং সাহাবাদের সম্পর্কে বহু অবমাননাকর মন্তব্য করেছে।

www.pathagar.com

মির্যা গোলাম আহমদের অনুসারিগণ প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত ঃ এক, কাদিয়ানী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় মির্যা গোলাম আহমদের নবুওয়াতে বিশ্বাসী। সেই সাথে যারা তার নবুওয়াতকে অস্বীকার করে তাদেরকে কাফের মনে করে। তারা মির্যা সাহেবের স্ত্রীকে উম্মুল মুমিনীন, তার হাতে বায়আত গ্রহণকারীদের সাহাবী এবং তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদেরকে খোলাফায়ে রাশেদীন নামে ডাকে।

দুই, লাহোরী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মির্যা গোলাম আহমদকে মসিহ মাউদ (প্রতিশ্রুত ঈসা) এবং চৌদ্দ শতাব্দির মুজাদ্দিদ বলে বিশ্বাস করে। তার লিখিত বই-পুস্তকে যা কিছু উল্লেখিত আছে, সেগুলো সব সত্য এবং অনুসরণযোগ্য বলে মনে করে। তাদের মতে তার ওপর যা নাযিল হয়েছে সেগুলো বিশ্বাস করতে হবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে। আর যারা মির্যা গোলাম আহমদকে অস্বীকার করবে তারা কাফের। এছাড়া লাহোরী সম্প্রদায়ের লোকেরা আরো দাবী করে যে, মির্যা গোলাম আহমদ সত্যিকার অর্থে নবী নয়, বরং সে হলো যিল্লী (ছায়া নবী), বুরুযী (ব্যাখ্যাদাতা নবী)। তার ওপর যে ওহী নাযিল হতো সেটা বিলায়েতের ওহী নয়। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন না করলে কাফের হবে না, তবে তাকে মিথ্যুক বললে কাফের হয়ে যাবে।

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর উল্লেখিত উভয় সম্প্রদায় যেসব ক্ষেত্রে একমত সেগুলো হলো ঃ

১) মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হলো সেই মসিহ-মাউদ।

২) যেহেতু মির্যার ওপর ওহী নাযিল হতো, সেহেতু সকল মানুষের কর্তব্য হলো তার প্রতি ঈমান আনা এবং তার অনুসরণ করা।

৩) মির্যা গোলাম আহমদ হলো নবী (সাঃ)-এর যিল্লী (ছায়া নবী) এবং বুরুযী (ব্যাখ্যাদাতা নবী)।

৪) মির্যা যেসব বিষয় দাবী করেছে, যা বলেছে এবং নিজের বই-পুস্তকে যা লিপিবদ্ধ করেছে সবই সত্য।

৫) যে ব্যক্তি তার নবুওয়াত অস্বীকার করবে বা মিথ্যা সাব্যস্ত করবে সে কাফের।

www.pathagar.com

অতএব পাক-ভারতের সমস্ত ওলামায়ে কিরাম মির্যা গোলাম আহমদকে কাফের ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে একমত। ওলামাগণ দীর্ঘ ৫০ বছর আগে থেকে তার অনুসারী উভয় সম্প্রদায়কে কাফের ফতোয়া দিয়ে আসছেন। তাদের ফতোয়াকে সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্বের ওলামারা এক বাক্যে অনুমোদন ও সমর্থন দিয়েছেন। মক্কা মোকাররমা কেন্দ্রিক রাবিতা আল-আলম আল ইসলামী সহ বিশ্বের ১৪৪ টি ইসলামী সংস্থা কাদিয়ানীদের কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। অতঃপর পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলী কাদিয়ানীদের উভয় সম্প্রদায়কে কাফের এবং অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা দিয়ে একটি আইন পাশ করেন। পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট একই রায় ঘোষণা করেন। মালয়েশিয়াতেও তাদের ব্যাপারে একই উদ্যোগ নেয়া হয়।

এ সমস্ত কাদিয়ানীরা দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন সুপ্রীম কোর্টে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে, সেই সাথে কোর্টের কাছে তাদেরকে মুসলমান বলে ঘোষণা দেয়ারও দাবী জানিয়েছে এবং তাদের ব্যাপারে দেয়া কাফের ফতোয়াও ভুল ঘোষণা করার অনুরোধ জানিয়েছে।

অতএব, রাবিতা আল-আলম আল ইসলামী এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার অধীনস্থ ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর ওলামাগণের নিকট আমাদের নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদানের অনুরোধ করছি।

১। কাদিয়ানী সম্প্রদায় কি মুসলমান না কাফের ?

২। লাহোরী সম্প্রদায় কি মুসলমান না কাফের।

৩। কোন ধর্মনিরপেক্ষ আদালতের পক্ষে কোন ব্যক্তিকে মুসলমান বা মুরতাদ রায় দেয়ার অধিকার আছে কি ? যদি আদালত এ ধরনের রায় দেয় তাহলে সেটা মুসলমানদের ওপর প্রয়োগ করা যাবে কি না ?

৪। নবুওয়াত দাবী করার কারণে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মুসলমান বলা যাবে, না কাফের বলা যাবে ? নিবেদক ঃ

স্বা – নাজিম মোহাম্মদ

মুসলিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল

কেপটাউন/দঃ আফ্রিকা

www.pathagar.com

রাবিতা আল-আলম আল-ইসলামী (বিশ্ব মুসলিম লীগ) বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর একটি অরাজনৈতিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। সব মুসলিম দেশ এবং অমুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমগণ এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রয়েছেন। ১৯৮০ সালের পরে এ সংস্থা 'ইসলামী ফিকাহ একাডেমী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কা'য়েম করেছে। মুসলিম সমাজে উদ্ভূত সমস্যার কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সমাধান বের করা এ একাডেমীর অন্যতম লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই এ একাডেমী মরণোত্তর চক্ষুদান, টেষ্ট টিউব বেবী, কৃত্রিম অংগ সংযোজন ইত্যাদির মত জটিল বিষয়ের ওপর ফতোয়া দান করে সারা বিশ্বের মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

কাদিয়ানীদের সম্পর্কে রাবিতা আল আলম আল ইসলামীর অধীনস্থ ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর ফতোয়া ঃ

উনবিংশ শতাব্দীতে কাদিয়ানী (আহমদীয়া) নামক ভারতে আত্মপ্রকাশকারী সম্প্রদায়ের বিষয় মক্কাভিত্তিক রাবিতা আল-আলম আল ইসলামীর 'ইসলামী ফিকাহ একাডেমী'তে উত্থাপিত হয় এবং একাডেমীর অধিবেশনে ঐ সম্প্রদায়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলো মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (মৃত ১৯০৮ খৃঃ)। তার দাবী হলো যে, সে নবী–তার কাছে ওহী আসে, সে মসীহ মাউদ (প্রতিশ্রুত ঈসা-আঃ), সে আরো দাবী করে যে, ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বিন আবদুল্লাহ পর্যন্ত নবুওয়াত শেষ নয়। তার ধারণা যে, তার কাছে ফেরিশতাদের আগমন ঘটে। তার ওপর দশ হাজারেরও বেশী আয়াত নাযিল হয়েছে। তার দাবী হলো– তার নবী হওয়াকে যে অস্বীকার করবে সে কাফের। মুসলমানদের কর্তব্য, কাদিয়ান নামক স্থানে হজ্ব করতে যাওয়া। কেননা মক্কা এবং মদীনার মত কাদিয়ান একটি পবিত্র স্থান এবং কুরআনে এই স্থানকে মসজিদে আকসা নামকরণ করা হয়েছে।

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর এ সমস্ত কথা তার নিজের লেখা 'বারাহীনে আহমদীয়া' বইতে এবং 'তাবলীগ' নামক তার একটি চিঠিতে উল্লেখ আছে। ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর অধিবেশনে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পুত্র এবং তার ২য় স্থলাভিষিক্ত মির্যা বশিরুদ্দীনের সমস্ত উক্তিও আলোচনা হয় এবং 'আয়নায়ে সাদাকাত' নামক বশিরুদ্দীনের বইয়ের নিম্ন লিখিত উক্তিগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

www.pathagar.com

সে বলেছে ঃ যে কোন মুসলমান চাই সে মসীহ মাউদের কথা শুনে থাকুক বা না থাকুক তার বায়আতে যদি অংশ না নেয়, সে কাফের এবং ইসলামের বহির্ভূত। – আয়নায়ে সাদাকাত, পৃঃ ৩৫।

সে আরো বলে ঃ আল্লাহ, রাসূল, কুরআন, নামায, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের সাথে আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। এ সমস্ত ব্যাপারে তাদের ও আমাদের মধ্যে মৌলিক বিরোধ রয়েছে। –(পত্রিকা আল ফজল ৩০শে জুলাই ১৯৩১ সাল)।

একই পত্রিকায় ৩য় খন্ডে সে উল্লেখ করেছে যে, "মির্যা গোলাম আহমদই হলো প্রকৃত নবী মোহাম্মদ (সাঃ)।" এ প্রসঙ্গে তার দাবী হলো, কুরআনে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যে আয়াতটি উল্লেখ আছে (যার অর্থ, "আমার পরে একজন সুসংবাদ দানকারী রাসূল আসবে, যার নাম হবে আহমদ) প্রকৃতপক্ষে সেটা মির্যার দিকেই ইঙ্গিত করছে" –(ইনযারুল খোলাফাহ, পৃঃ ২১)।

আহমদীয়া কাদিয়ানী সম্প্রদায় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ইসলামী লেখকবৃন্দ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের লিখিত বিষয়গুলোও ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর অধিবেশনে আলোচিত হয়। ঐ সমস্ত রচনাতে তারা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে, কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বহির্ভূত। এই কারণে ১৯৭৩ সালে পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে সর্বসম্মতিক্রমে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা দেয়া হয়। অতঃপর পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলীর সদস্যগণ এই ঘোষণাকে ঐকমত্যে অনুমোদন করেন।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর আকিদা সম্পর্কিত তার লিখিত বই-পুস্তকে এবং তৎকালীন ইংরেজ সরকারের নামে তার লিখিত বিভিন্ন চিঠিতে সে ইংরেজ সরকারের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী জিহাদকে হারাম বলেও ঘোষণা দেয় এবং এ ঘোষণা দ্বারা সে ইসলামী জিহাদকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে। এই ঘোষণার মাধ্যমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মুক্তি আন্দোলনকে প্রতিরোধ করারও ব্যর্থ প্রয়াস পায়। এ প্রসঙ্গে মির্যা গোলাম আহমদ "শাহাদাতুল কোরআন," নামক তার বইয়ের সপ্তম সংস্করণের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখেছে ঃ "আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আমার অনুসারীদের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে জিহাদের প্রতি বিশ্বাসীদের সংখ্যা তত হ্রাস পাবে। কেননা আমার মসীহ মাউদ এবং মাহদী হওয়ার ব্যাপারে ঈমান আনার জন্যে জিহাদকে অস্বীকার করা ফরয।" ইসলামের নির্ভেজাল আকীদা ও তার ভিত ধ্বংস

www.pathagar.com

করার এবং মুসলমান সমাজকে পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে এটা কাদিয়ানীদের এক ভয়াবহ চক্রান্ত।

কাদিয়ানীদের অশুভ উদ্দেশ্য চরিতার্থের প্রচেষ্টা বন্ধ করার লক্ষ্যে তাদের ভ্রান্ত আকিদা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রমাণাদির ভিত্তিতে ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর অধিবেশন সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত ফতোয়া প্রদান করছে।

"কাদিয়ানী সম্প্রদায় বা তথাকথিত আহমদীয়া জমাত ইসলামী আকিদার সম্পূর্ণ বহির্ভূত। যারা এই আকিদায় বিশ্বাসী তারা কাফের ও মুরতাদ। কাদিয়ানীরা নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করছে, এটা নিছক মুসলমানদের বিভ্রান্ত ও প্রতারণা করা বৈ কিছুই নয়।

অতএব ইসলামী ফিকাহ একাডেমী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আহবান জানাচ্ছে যে, সকল সরকার, ওলামায়ে কেরাম, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, মুবাল্লিগ তথা সমস্ত মুসলমান যেন এই গোমরাহ আকীদা ও এর অনুসারীদের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। –ওয়া বিল্লাহিত্তৌফিক।"

একাডেমীর অধিবেশনে উপস্থিত স্বাক্ষরদানকারী ওলামাবৃন্দের নাম ঃ

১। শেখ আবদুল্লাহ বিন হুমাঈদ–চেয়ারম্যান (সৌদী আরব উচ্চ আদালত পরিষদের সভাপতি)।

২। শেখ মোহাম্মদ আলী আল হারাকান – ভাইস চেয়ারম্যান (রাবিতা আল-আলম আল-ইসলামীর প্রাক্তন মহাসচিব)।

৩। শেখ আবদুল আজীজ বিন বায–সদস্য (সৌদী আরবের দাওয়া, ফতোয়া, ইসলামী গবেষণা বিভাগের প্রধান পরিচালক)।

৪। শেখ মোহাম্মদ মাহমুদ সাওয়াক–সদস্য (রাবিতার প্রতিষ্ঠাতা পরিষদের সদস্য)।

৫। শেখ সালেহ বিন ওসাইমীন–সদস্য (সৌদী সুপ্রীম ওলামা পরিষদের সদস্য)।

৬। শেখ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আস সুবাঈল–সদস্য (কাবা শরীফের ইমাম এবং দুই হারামের প্রেসিডেন্সী প্রধান)।

www.pathagar.com

৭। শেখ মোহাম্মদ রশীদ কাব্বানী–সদস্য।

৮। মোস্তফা যারকা –সদস্য (আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিসর)

৯। শেখ রাশেদী–সদস্য।

১০। শেখ আবদুল কুদ্দুস হাশেমী আল-নদভী–সদস্য।

১১। শেখ আবূ বাকার আল-জুমী–সদস্য, আফ্রিকা।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ও আই সি-র) অধীনস্থ বিশ্ব ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর ফতোয়া ঃ

হামদ ও নাতের পর ঃ

১০–১৬ ই রবিউসসানী ১৪০৬ হিঃ মোতাবেক ২২–২৮ শে ডিসেম্বর ১৯৮৫ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) বিশেষ অঙ্গ সংগঠন ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর দ্বিতীয় সম্মেলনে কাদিয়ানী সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর কাছে ফতোয়া চাওয়া হয় যে, কাদিয়ানী সম্প্রদায় ও তার শাখা সংগঠন লাহোরী সম্প্রদায় কি ইসলামের খন্ডাংশ না ইসলাম বহির্ভূত এবং তাদের অমুসলমান ঘোষণা দেয়া যায় কি না ?

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে নবুওয়াত দাবীকারী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারী আহমদীয়া এবং লাহোরী সম্প্রদায় সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্যাদি একাডেমীর কাছে পেশ করা হয়েছে, একাডেমীর সম্মেলনে সে সব বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। এ সমস্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজের পক্ষ থেকে নবুওয়াত দাবী করেছে। তার লিখিত বিভিন্ন পুস্তক থেকে প্রমাণিত হয় যে, তার দাবী অনুযায়ী সে একজন প্রেরিত নবী। তার ওপর ওহী অবতীর্ণ হয়। সে তার নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রতি ঈমান স্থাপনের জন্য মানুষকে আহবান করেছে। সাথে সাথে সে ইসলামের মৌলিক বিষয় জিহাদ ইত্যাদিকে সরাসরি অস্বীকার করেছে।

www.pathagar.com

মক্কাস্থ রাবিতা আল আলম আল ইসলামীর ফিকাহ একাডেমীর দেয়া ফতোয়াও এ সম্মেলনে আলোচনা হয়। এ সকল তথ্যাদির ভিত্তিতে (OIC) ইসলামী সম্মেলন সংস্থার অঙ্গ সংগঠন ইসলামী ফিকাহ একাডেমী নিম্ন লিখিত ফতোয়া প্রদান করছে ঃ

১। যেহেতু মির্যা গোলাম আহমদ নবুওয়ত, রিসালত এবং তার ওপর ওহী নাযিলের দাবী করেছে এবং শরীয়তে ইসলামী দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত শেষ নবীর (সাঃ)-এর শেষ নবুওয়াত ও রিসালাত অস্বীকার করেছে, সেহেতু মির্যা গোলাম আহমদ ও তার সকল অনুসারী কাফের এবং মুরতাদ। একইভাবে লাহোরী সম্প্রদায়ের লোকেরাও কাদিয়ানীদের মত কাফের এবং মুরতাদ, যদিও তারা মির্যা গোলাম আহমদকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যিল্লী (ছায়ানবী), বুরুযী (ব্যাখ্যাদাতা নবী) বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

২। কোন অনৈসলামী আদালত এবং অমুসলমান বিচারপতির পক্ষে মুসলমান বা মুরতাদের ব্যাপারে রায় দেয়ার কোন অধিকার নেই। বিশেষ করে যে বিষয়ের ওপর সমস্ত মুসলিম উম্মাহ এবং তাদের ওলামায়ে কেরাম এবং পন্ডিত ব্যক্তিগণ একমত, এই মতের বিপরীত রায় দেয়ার কোন অধিকার কারো নেই।

অতএব কারো ব্যাপারে মুসলমান বা মুরতাদ হওয়ার জন্য মুসলিম ওলামাদের ফতোয়াই চূড়ান্ত সত্য ও গ্রহণযোগ্য। অন্য কারও ফতোয়া গ্রহণযোগ্য নয়। যদি অন্য কেউ ফতোয়া দেয় তা বাতিল বলে গণ্য হবে। ওয়া আল্লাহু আ'লাম। -(সিদ্ধান্ত নম্বর-৪)।

(ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর ২য় সম্মেলনের ওপর প্রকাশিত পত্রিকা সংখ্যা-২, ১ম খন্ড। ১৪০৭ হিঃ, ১৯৮৬।)

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সংগঠন ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর ফতোয়া বিভাগের তখন সদস্যবৃন্দ ছিলেন নিম্নোক্ত পন্ডিত-গবেষক ও ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ মহাজ্ঞানী ব্যক্তিগণ।

১। শেখ আবদুল আজীজ মোহাম্মদ ঈসা-ইসলামী গবেষণা পরিষদ ও বিশেষ জাতীয় পরিষদ এবং মজলিসে শুরার সদস্য, কায়রো, মিসর।

www.pathagar.com

২। মোহাম্মদ মিকু ঃ বেসামরিক বিষয়ক পরিচালক ও আরব পারসনাল 'ল' ঐক্য প্রকল্পের প্রেসিডেন্ট।

৩। আলহাজ্ব আবদুর রহমান বাহ ঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী এবং কুনাকিরী বাদশাহ ফয়সাল মসজিদের ইমাম, গিনি।

৪। বিচারপতি মোহাম্মদ তকী ওসমানী, বিচারপতি, ইসলামী বিভাগ, পাকিস্তান হাইকোর্ট, করাচী।

৫। শেখ আহমদ বিন হামাদ আল খলীফা ঃ আইন প্রতিমন্ত্রী ও মূফতী, ওমান।

৬। শেখ মোহাম্মদ আবদুর রহমান ঃ আল কামার দ্বীপপুঞ্জের মূফতী ও ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা।

৭। শেখ মোহাম্মদ মোখতার আহমদ সোলামী ঃ মূফতী, তিউনিশিয়া।

৮। শেখ আদম শেখ আবদুল্লাহ ঃ মুগাদিসু সংহতি মসজিদের ইমাম।

৯। শেখ মোহাম্মদ আবুল লতিফ আল-সাদ ঃ সহকারী প্রধান, ইসলামী কোর্ট, মানামা, বাহরাইন।

১০। শেখ মোহাম্মদ ইসমাঈল আল হাজ্জি ঃ ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির প্রেসিডেন্ট, ইয়েমেন।

১১। ডঃ ওমর জাহ ঃ সৌদী আরবে নিযুক্ত গাম্বিয়ার রাষ্ট্রদূত।

১২। শেখ খলিফা মহিউদ্দীন আলমিস ঃ ইসলামী দাওয়া পরিষদের পরিচালক ও মূফতী, বৈরুত।

১৩। শেখ আবদুল্লাহ বাসসাম ঃ রাবিতা আল আলম আল ইসলামীর ফিকাহ একাডেমীর সদস্য।

১৪। শেখ মোস্তফা যারকা ঃ ইসলামী আইন অনুষদ, জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়, আম্মান।

www.pathagar.com

১৫। শেখ সিদ্দিক আদ-দাবীর ঃ আইন ও অধিকার অনুষদ। খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়, সুদান।

১৬। ডঃ আবদুস সাত্তার ঃ ফিকাহ বিশ্বকোষ, কুয়েত।

১৭। ডঃ আবদুল আজিজ খাইয়্যাত ঃ ওয়াকফ ও পবিত্র স্থান বিষয়ক মন্ত্রী, জর্দান।

ও আই সি-র ফিকাহ একাডেমীর সিদ্ধান্ত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ৫৫ টি দেশেরই সরকারী সিদ্ধান্তরূপে গণ্য হয়। কারণ সকল দেশের সরকারই এর সদস্য। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কাদিয়ানীদের ব্যাপারে আইনগত সিদ্ধান্ত নেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। বরং প্রবল জনদাবীর প্রেক্ষিতে অতি শীঘ্র এব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

১৩৯৪ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে (এপ্রিল' ৭৪) রাবিতার সদর দপ্তর মক্কা মুকাররমায় সারা বিশ্বের ১৪৪ টি ইসলামী সংগঠনের এক আন্তর্জাতিক মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছিল মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সমগ্র উম্মাহর প্রতিনিধি সম্মেলন। এ সম্মেলনে কাদিয়ানীদের সম্পর্কে সর্বসম্মতিক্রমে একটা প্রস্তাব পাশ করা হয়। কাদিয়ানীদের অমুসলিম হওয়ার ব্যাপারে এ প্রস্তাবটি উম্মতের সাম্প্রতিক কালের ইজমার (ঐকমত্য) মর্যাদা রাখে। প্রস্তাবটি সৌদী আরবের দৈনিক 'আন-নাদওয়া' পত্রিকায় ১৪ই এপ্রিল ১৯৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ –

'কাদিয়ানিয়াত' একটি বাতিল ধর্ম। নিজেদের কলুষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কাদিয়ানীরা মুসলমানদের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। এরা ইসলামের ভিত্তিসমূহকে ধূলিসাৎ করে দিতে চায়। এদের ইসলাম-দুশমনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

১) মির্যা গোলাম আহমদের নবী হওয়ার দাবী।

২) কুরআনের আয়াতসমূহের তাহরীফ (বিকৃতি) করা।

৩) জিহাদের বিধান বাতিল হওয়ার ফতোয়া প্রদান।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কাদিয়ানী ধর্মের গোড়াপত্তন করে এবং তাদেরই ছত্রছায়ায় এরা কর্মতৎপর হয়। কাদিয়ানীরা সব সময় মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের সাথে গাদ্দারী করে

www.pathagar.com

এসেছে। এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদীবাদের যোগসাজশে ইসলামের শত্রুদের সহায়তা করে আসছে। এ শক্তিগুলোর সহায়তায় এরা সব সময় ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন এবং এর মূলোৎপাটন করার জন্য বিভিন্ন পন্থায় কর্মতৎপর রয়েছে। যেমন –

ক) ইসলামের শত্রু-শক্তির সহায়তায় মসজিদের নামে মুরতাদদের (ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারী) আড্ডাখানা তৈরী করে যাচ্ছে।

খ) মাদারাসা, স্কুল, এতীমখানা এবং সাহায্য শিবিরের নামে অমুসলিম শক্তির সহায়তায় নিজেদের বিকৃত উদ্দেশ্য সাধন করছে।

গ) দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের তাহরীফকৃত সংস্করণগুলোর প্রচার করছে, ইত্যাদি।

তাদের এসব কার্যকলাপকে সামনে রেখে সম্মেলন নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাশ করে ঃ

ক) বিশ্বব্যাপী ইসলামী সংগঠনগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে–তারা যেন কাদিয়ানীদের ইবাদতখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতীমখানা এবং অন্যান্য যেসব এলাকায় তারা রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে–তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এদের ছড়ানো ষড়যন্ত্র-জাল থেকে বাঁচার জন্য ইসলামী দুনিয়ার সামনে পূর্ণাংগভাবে কাদিয়ানীদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে।

খ) এ সম্প্রদায়ের কাফের এবং ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত (মুরতাদ) হওয়ার কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। এ জন্যই তাদেরকে হারামাইন শরীফাইনে (মক্কা-মদীনা) প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না।

গ) মুসলমানগণ আহমদীদের (কাদিয়ানী) সাথে কোনরূপ সম্পর্ক রাখবেনা। অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদেরকে বয়কট করতে হবে। তাদের মরদেহ মুসলমানদের কবরস্তানে দাফন করতে দেয়া যাবে না।

ঘ) এ সম্মেলন সব মুসলিম রাষ্ট্রের কাছে এ দাবী করছে যে, নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারীদের যে কোন প্রকারের তৎপরতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হোক এবং তাদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করা হোক। গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদসমূহে তাদের নিয়োগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক।

www.pathagar.com

(ঙ) কাদিয়ানীরা কুরআন মজীদে যে তাহরীফ (বিকৃতি) করেছে তার চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। তাদের অনূদিত কুরআনের কপিগুলো সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করতে হবে এবং তাদের এসব অনুবাদের প্রচার বন্ধ করে দিতে হবে।

উপরোক্ত প্রস্তাবটি পরবর্তী সময়ে মুসলিম বিশ্বসহ বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। দিল্লীর সাপ্তাহিক 'আল-জমিয়ত' (২৯ শে এপ্রিল ১৯৭৪), কলকাতার উর্দু দৈনিক 'আসরে জাদীদ' (৯ই মার্চ ১৯৭৫), কাদিয়ানের সাপ্তাহিক 'বদর' (৯ই মে, ১৯৭৪) প্রভৃতি ভারতীয় পত্রিকাতেও এ প্রস্তাব প্রকাশিত হয়।

১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮) কর্তৃক ইসলাম ধর্মবিরোধী আইন প্রণয়নের ফলে মুসলিম ঐক্যের প্রতীক 'খেলাফত'-এর অবসান ঘটে। ১৯২৬ সালে প্যালেষ্টাইনের গ্রান্ড মূফতী আল্লামা সাইয়েদ আল-হোসাইনীর (মৃঃ ১৯৭৪) সভাপতিত্বে ইসলামী দুনিয়ার সব দেশের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয় খেলাফতের বিকল্প সংস্থা "মোতামার আল-আলম আল-ইসলামী" (বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেস)। বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম দেশে ও অমুসলিম দেশের বড় বড় শহরে এর প্রতিনিধিত্বকারী অফিস রয়েছে। জাতিসংঘসহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থায় এটা বেসরকারী সদস্য হিসেবে স্বীকৃত। করাচী ভিত্তিক এ মোতামার আল-আলম-আল ইসলামীর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাদিয়ানীরা ইসলাম ধর্মবহির্ভূত একটি কাফের জাতি হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

বিশ্ব মুসলিম মসজিদ পরিষদের ১৩৯৭, ১৩৯৮ এবং ১৩৯৯ হিজরী সনে অনুষ্ঠিত এর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক কাউন্সিল সভায় কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ নিয়ে মক্কায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। কাদিয়ানীদের দ্বারা পবিত্র কোরআন-হাদিসের বিকৃত অর্থকরণ এবং এর অপ-প্রচার ও অপ-প্রয়োগ, বিশ্বব্যাপী ইহুদী-নাসারাদের প্রতি তাদের সহযোগিতা ও সাম্রাজ্যবাদী ইসলাম বিরোধী শক্তির সাহায্য গ্রহণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সভাগুলোতে আলোচনার পর কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম,কাফের বলে ঘোষণা দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ইসলামী বিশ্বের জ্ঞানের পীঠস্থান হলো "জামে আল-আজহার" কায়রো (প্রতিষ্ঠিত ৯৭২ ঈঃ)। এর ফতোয়া বিভাগটি বিশ্বের বরেণ্য মূফতী আলেম দ্বারা পরিচালিত। ইউরোপের হল্যান্ড দেশে কাদিয়ানী 'মসজিদ' নির্মাণের জন্য মিসর সরকারের নিকট অনুদান চাইলে সরকার আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট কাদিয়ানীদের সম্পর্কে ফতোয়া চাহে। আল-আজহারের ফতোয়া বিভাগ কাদিয়ানীদের সবগুলো বাতিল

www.pathagar.com

আকিদা মিসর সরকারের নিকট পেশ করে। কাদিয়ানীদের কাফের হওয়ার কারণসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে আল-আজহারের মুখপত্রে প্রকাশিত হয়। আল-আজহারের ফতোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

"আল আজহারের ফতোয়া বিভাগ আহমদীদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত রয়েছে। মির্যা গোলাম আহমদ তার অনেক বক্তব্যে নিজকে নবী ও রাসূল বলে ঘোষণা দিয়েছে। (দ্রঃ খুতবায়ে এলহামিয়া)। তিনি বলেন- তোমরা কি দেখনা যে, আমি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি। তবে কেন আমাকে প্রত্যাখান করছো ? হে প্রত্যাখ্যানকারী দল! তোমাদের কি হলো ? অতঃপর তিনি বলেন-তোমরা কি দেখছো না, কিভাবে মানুষ খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে এবং আল্লাহর ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হচ্ছে। তারপরও তোমরা বলছো যে, আল্লার তরফ হতে কোন রাসূল আসেননি ? এটা তোমাদের কি ধরণের বিচার, তোমাদের কি হয়েছে ?

"অন্যত্র তিনি নিজ সম্পর্কে বলেন-ঈসার সদৃশ একজনকে পাঠায়ে আল্লাহ এ উম্মতের ওপর অশেষ রহমত করেছেন। এমন অন্ধ কে আছে যে তাকে প্রত্যাখ্যান করে ? অন্য স্থানে তিনি বলেন-'ঈসা ছিলেন বনি ইসরাঈলীদের মধ্যে একটি নিদর্শন-আর আমি হলাম তোমাদের নিকট একটি নিদর্শন। হে সীমালংঘণকারীর দল !

"অন্যান্য রচনাতেও কাদিয়ানীদের অনেক বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। তাদের একটি প্রচারপত্র সাইয়েদ আবদুল মজীদ আরবীতে অনুবাদ করেন, যা মিসরে ছাপা হয়েছে। সেখানে আছে- মানুষের প্রয়োজনে আল্লার ওহী অবতীর্ণ হওয়া কখনো বন্ধ হতে পারে না। মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ ভারতের 'কাদিয়ান' নামক স্থানে আবির্ভূত হয়েছে। তার হাজার হাজার অনুগামী তার ওপর অবতীর্ণ ওহী শ্রবণ করছে।

"আমরা জানি যে, মির্যা গোলাম আহমদ নিজে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন যে, তার নিকট আল্লার ওহী অবতীর্ণ হয়। তার একটি ওহীতে ছিল-আমি তোমাকে মানুষের ইমাম বানিয়েছি। যার নিকট তোমার প্রতি অবতীর্ণ ওহী পৌঁছবে সে-ই তোমাকে সাহায্য করবে।"

উক্তরূপ বক্তব্য পেশ করে আল-আজহারের ফতোয়া বিভাগ আহমদী কাদিয়ানীদের মুসলিম উম্মতের সর্বসম্মত ইজমা অনুসারে অমুসলিম কাফের-ইসলাম হতে বহির্ভূত বলে ঘোষণা দিয়েছে।

www.pathagar.com

সৌদী আরবের মদীনা শরীফে অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বিশ্বের সকল দেশের মুসলিম ছাত্র ও শিক্ষক রয়েছে। এটাও বিশ্ব সংস্থার রূপ নিয়েছে। এর ফতোয়া বিভাগ হতে ১৯৬৬ সালে ভাইস চ্যান্সেলর মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত পন্ডিত ও চিন্তাবিদ আলেম শায়খ আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ একটি নাতিদীর্ঘ ফতোয়া প্রচার করেন। এতে তিনি কোরআন-হাদীসের বিভিন্ন প্রমাণাদির আলোকে দেখিয়েছেন যে, কাদিয়ানী ধর্মের প্রবর্তক হযরত রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনাকারী, সুতরাং কাফের ও ইসলাম হতে খারিজ।

বিশ্ব মুসলিম যুব সংসদ, ইসলামিক গবেষণা, ইফতা ও প্রচার সংস্থা এবং ইসলামিক ছাত্র সংস্থাগুলোর আন্তর্জাতিক ফেডারেশন কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের জঘন্য নিন্দা করেছে। এসব সংস্থা কাদিয়ানীদেরকে ইসলাম ধর্ম বহির্ভূত বলে ঘোষণা দিয়েছে।

(খ) মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সিদ্ধান্ত

রাবিতা আল-আলম আল-ইসলামী এবং ও আই সি-র ইসলামী ফিকাহ একাডেমী ও বিশ্ব মুসলিম মসজিদ পরিষদের ফতোয়া অনুসরণ করে ও আই সি-ভুক্ত অনেকগুলো মুসলিম দেশ কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা দিয়েছে। এখানে কয়েকটি দেশের সিদ্ধান্ত অবগতির জন্য সন্নিবেশিত হলো–

আফগান সরকার কাদিয়ানীদেরকে মুরতাদ ও হত্যাযোগ্য বলে ফরমান জারি করেছে। তারা বহু পূর্বে ১৯১৯ সালেই কাদিয়ানীদের প্রতি এরূপ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। সে দেশে কাদিয়ানী ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ প্রসঙ্গে কাদিয়ানীদের পত্রিকা 'আলফযল' (৩রা মার্চ ১৯২৫) লিখছে, "আফগান সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রচার করেছেন ঃ কাবুলের দুই ব্যক্তি–মোল্লা আবদুল হাকীম চাহার এবং মোল্লা নূর আলী কাদিয়ানী ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছে এবং জনগণের মধ্যে এই মতবাদ প্রচার করে তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করছে। সরকার তাদের কার্যকলাপে ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে এবং তারা দোষী সাব্যস্ত হয়। অতঃপর তাদেরকে জনতার হাতে সোপর্দ করা হয়। তারা তাদের উভয়কে হত্যা করে।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে কাদিয়ানীদের দ্বিতীয় 'খলিফা'র একটি ভাষণ উক্ত পত্রিকার ১লা নভেম্বর ১৯৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বলেন– "কাবুলে আমাদের লোকদেরকে হত্যা করা হচ্ছে– অপরাধ, তারা জিহাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। বাদশাহ হাবিবুল্লাহ খান একই অপরাধে সাহেবজাদা আবদুল লতিফকে হত্যা করান।

সৌদী আরব সরকারের ইসলামী গবেষণা, ইফতা, দাওয়া ও ইরশাদ বিভাগ কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম কাফের বলে সিদ্ধান্ত জারি করেছে। ১৯৫৭ সালে সিরিয়ার সরকার কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করে সেদেশে তাদের প্রচার বন্ধ করে দেয়।। ১৯৫৮ সালে মিসর সরকার কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করে তাদের কার্যাবলী নিষিদ্ধ করেন। পরে মিসরীয় সরকার আল-আজহারের ফতোয়া অনুসারে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ও ইসলাম ধর্ম বহির্ভূত একটি বাতিল ধর্মাবলম্বী বলে ঘোষণা দেয়।

১৯৭৩ সালে আজাদ কাশ্মীর সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা দিয়ে একটি বিল পাশ করে। প্রেসিডেন্ট সরদার আবদুল কাইউম খান সে বিলে সম্মতি দিলে তা আইনে পরিণত হয়।

১৯৭৩ সালে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদ, 'জমিয়তে উলামা-ই-ইসলাম' এর তৎকালীন সংসদীয় নেতা ও প্রধান মন্ত্রী মাওলানা মূফতী মাহমুদ (১৩৩৪-১৪০০ হিঃ) রাহমাতুল্লাহ আলাইহির নেতৃত্বে শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে। কাদিয়ানীদের অমুসলিম কাফের ঘোষণা সম্পর্কে এটাই প্রথম আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপ।

১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ মাসব্যাপী আলাপ আলোচনার পর এবং মির্যায়ীদের কাদিয়ানী ও লাহোরী দলকে তাদের অবস্থা ব্যাখ্যা করার পূর্ণ সুযোগ দিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কাদিয়ানী ও লাহোরীরা কাফের ও ইসলাম ধর্ম-বহির্ভূত । সে অনুসারে পাকিস্তানের সংবিধান সংশোধন করা হয়। এতে তাদেরকে খৃষ্টান ও হিন্দুদের মত অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা দেয়া হয়। কাদিয়ানীরা সর্বোচ্চ আদালতে এর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। অবশেষে ১৯৮৪ সালে প্রেসিডেন্টের আদেশ নম্বর ২০ জারি করা হয়। তখন পাকিস্তান দন্ডবিধি আইনটি ২৯৮ বি ও ২৯৮ সি ধারা সংযোজন করে সংশোধন করা হয়। এরূপে শতাব্দীর অন্যতম

www.pathagar.com

ব্যাধি কাদিয়ানী ফেতনার মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়। উক্ত সংযোজন দু'টি নিম্নরূপ ঃ

"২৯৮ বি ঃ (১) যে কোন ব্যক্তি নিজেকে আহমদী বলে পরিচয় দেবে (সে কাদিয়ানী বা লাহোরী যে দলেরই হোক) সে যদি মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে অথবা তার কার্যকলাপের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে আমীরুল মুমেনীন, খলিফাতুল মুসলেমীন অথবা সাহাবী বলে অথবা রাজি আল্লাহু আনহু বলে-অথচ সে খোলাফায়ে রাশেদা বা সাহাবীগণের অন্তর্ভূক্ত নয়; অথবা সে যদি এমন কোন মহিলাকে উম্মুল মুমেনীন বলে যে আযওয়াযে মুতাহহারার (নবী পত্নীর) অন্তর্ভূক্ত নয় অথবা সে যদি এমন ব্যক্তিকে আহলে বাইত (নবী পরিবারের সদস্য) বলে, যে তার অন্তর্ভূক্ত নয়, অথবা সে যদি নিজের প্রার্থনা স্থানকে মসজিদ বলে অভিহিত করে তবে তার এ কাজ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এ শাস্তি তিন বছরের কারাদন্ড হতে পারে বা কারাদন্ড ও জরিমানা উভয়ই হতে পারে।

"(২) যে ব্যক্তি নিজকে আহমদী বলে পরিচয় দেবে-সে কাদিয়ানী বা লাহোরী দলের হোক - সে যদি প্রার্থনার পূর্বে মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে মুসলমানদের আজানের ন্যায় আজান দেয়-তবে সে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এ শাস্তি তিন বছরের কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে।

"২৯৮ সি ঃ (১) যে কোন ব্যক্তি নিজেকে আহমদী বলে পরিচয় দেবে (সে কাদিয়ানী বা লাহোরী যে কোন দলেরই হোক) সে যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয় অথবা ইসলাম ধর্ম তার ধর্মবিশ্বাস বলে বর্ণনা করে, বা এ ধরনের বিশ্বাসের প্রচার করে, অথবা অন্য লোককে মৌখিক বা লিখিতভাবে এ বিশ্বাসের দিকে আহবান জানায়, অথবা মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আহত করে - তবে সে শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর এ শাস্তির পরিমাণ হবে তিন বছরের কারাদন্ড। কেউ এসব অপরাধ করলে তা স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে কৃত বলে বিবেচিত হবে এবং সে জামিনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।"

দন্ডবিধি আইনের এ নতুন ধারা প্রাদেশিক সরকারকেও যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করেছে। যদি কোন ছাপাখানা এ অধ্যাদেশ বিরোধী কোন বই, প্রচারপত্র বা পত্রিকা ছাপায় অথবা প্রকাশের কাজে লিপ্ত হয়; তবে প্রাদেশিক সরকার উক্ত ছাপাখানা বন্ধ করতে পারবেন এবং উক্ত পত্রিকার ডিকলারেশন বাতিল করতে পারবেন।

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ার "ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইসলামিক এফেয়ার্স" (সরকারী সংস্থা) কাদিয়ানীদের সম্পর্কে Qadiani Teachings নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই পুস্তিকার ৩য় পৃষ্ঠার অনুবাদ এখানে দেয়া হল।

ঘোষণা ঃ

শাসক পরিষদের (Council of Rulers) ১০ম সভায় (১৮ জুন ১৯৭৫) গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই পুস্তিকা প্রকাশ করা হলো। উল্লেখিত সভায় শাসক পরিষদ কাদিয়ানী/আহমদী সম্প্রদায় সম্পর্কে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইসলামিক এফেয়ার্স-এর ফতোয়া কমিটির সাথে নিম্নলিখিত বিষয়ে একমত পোষণ করেন ঃ

ক) কাদিয়ানী/আহমদী সম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম বহির্ভূত একটি সম্প্রদায়। অতএব তারা মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারবে না এবং তাদের লাশ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে পারবে না।

খ) শাসক পরিষদ এ ব্যাপারেও একমত হয় যে, কাদিয়ানীদের ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া সম্পর্কে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইসলামিক এফেয়ার্স একটি পুস্তিকা প্রকাশ করবে।

গ) শাসক পরিষদ একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইসলামিক এফেয়ার্স এ সিদ্ধান্তগুলো রাজ্য সরকারের কাছে পৌছে দেবে এবং রাজ্য সরকারগুলো প্রয়োজনীয় ঘোষণাপত্র ইস্যু করবে।

বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর দেশ ইন্দোনেশিয়া কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম বলে বিবেচনা করেছে। সেখানে ধর্মের প্রচার নিয়ন্ত্রিত করে একটি আদেশ জারি করা হয়েছে। সে আদেশের অধীনে কাদিয়ানী ও খৃষ্টানরা মুসলিমদের নিকট তাদের ধর্ম প্রচার করতে পারে না।

বাংলাদেশ ঃ এদেশের সর্বশ্রেণীর আলেম-উলামা, হাক্কানী পীর-মাশায়েখ এবং ইসলামী চিন্তাবিদ, ফিকাহবিদ ও শিক্ষাবিদদের নজরে কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী বাতিল ধর্ম প্রচার যথাসময়ে ধরা পরে। তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে এবং জমাতবদ্ধভাবে এর বিরোধিতা করেন এবং কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম কাফের বলে ঘোষণা দেন। বাংলাদেশ মজলিসে তাহাফ্ফুজে খতমে-নবুওয়াত, আন্তর্জাতিক তাহাফ্ফুজে খতমে-

www.pathagar.com

নবুওয়াত (বাংলাদেশ শাখা), বাংলাদেশ খতমে-নবুওয়াত কমিটি, খতমে-নবুওয়াত আন্দোলন পরিষদ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ ইমাম সমিতি, বাংলাদেশ মসজিদ পরিষদ, বাংলাদেশ সীরাত পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পতাকাতলে সমবেত হয়ে বাংলাদেশের তৌহিদী মানুষ কাদিয়ানীদেরকে অমুসলমান কাফের ঘোষণা দিয়েছে। দেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। এদেশে কাদিয়ানীদেরকে অন্যান্য দেশের মত আইনগত ও শাসনতান্ত্রিকভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য তারা সরকারের কাছে আবেদন করেছেন এবং তজ্জন্য আন্দোলন করছেন।

কাদিয়ানীরা 'ইসলামেই নবুয়ত' শীর্ষক একটি আজগুবি পুস্তক লেখে কোরআন-হাদীসের তাহরীফ বা বিকৃতি ও মনগড়া অর্থ করে শেষনবী (সাঃ) এর পর নতুন নবী আনয়নের পথ সৃষ্টি করে। পুস্তকটি মুসলিম আকীদা বিশ্বাসের মূলে চরম আঘাত হানে। তজ্জন্য বাংলাদেশ সরকার আগষ্ট (১৯৮৫) মাসে পুস্তকটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কাদিয়ানীরা সরকারের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে। হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারপতি জনাব সুলতান আহমদ খান ও বিচারপতি জনাব এ, এম, মাহমুদুর রহমান সমবায়ে গঠিত বেঞ্চ যথোপযুক্ত শুনানীর পর কাদিয়ানীদের আবেদন না-মঞ্জুর করেন। মাননীয় বিচারপতিগণ রায়ে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পরে নবী আবির্ভূত হওয়ার আকিদাকে কুফরী বিশ্বাস বলে ঘোষণা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন আদালতের রায়ে কাদিয়ানীরা যে অমুসলিম ঘোষিত হয়েছে, এ শুনানীর মাধ্যমে বাংলাদেম সুপ্রিম কোর্ট (হাইকোর্ট ডিভিশন) সে কথাই পুনঃব্যক্ত করেছেন। সংবাদটি বাংলাদেশের একটি জাতীয় দৈনিকে ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে অন্য একটি মামলায় হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল জলিল ও বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিমের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ আইনের দৃষ্টিতে কাদিয়ানীরা অমুসলিম বলে রায় প্রদান করেন। সুতরাং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মতেও কাদিয়ানীরা অমুসলিম বলে কার্যতঃ ঘোষিত হয়েছে। তাছাড়া বাগদাদ উলামা সম্মেলনের ঘোষণাতে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীও সম্মতি দিয়েছেন। সরকার কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটিও কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার সুপারিশ করেছেন। ও-আই সি-র সক্রিয় সদস্য হিসেবে এর সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ মান্য করতে বাধ্য রয়েছে। তাই কার্যতঃ বাংলাদেশ সরকার কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম বলেই মনে করছে। এখন শাসনতান্ত্রিকভাবে আইনগত ঘোষণা দিলেই সব লেঠা চুকে যায়।

www.pathagar.com

নাইজেরিয়া ঃ ও আই সি-র অন্যতম সদস্য নাইজেরিয়া আফ্রিকার বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ। সে দেশ হতে সৌদী আরবের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় ভ্রমণকারীকে অবশ্যই 'অ-আহমদী সনদ' সংগ্রহ করে সাথে বহন করতে হয়। দেশী-বিদেশী সমস্ত পর্যটকই এ নিয়মের অধীনে সরকারের নিকট হতে এ সনদ সংগ্রহ করে থাকে। আহমদী তথা কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম বিবেচনা করেই সরকার তাদেরকে সৌদী আরব বিশেষতঃ মক্কা-মদীনা শরীফাইনে যেতে দেয় না।

তুরস্ক ঃ এ মুসলিম দেশটিতে কাদিয়ানী ধর্ম প্রচারিত হওয়াতে মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মুসলিম ও কাদিয়ানীদের মধ্যে যে কোন প্রকারের সহিংসতা ও ভুল বোঝাবুঝি অবসানকল্পে সরকার কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে।

সংযুক্ত আরব আমীরাত ঃ এদেশ বহুদিন যাবৎ বৃটিশ কলোনী থাকার সুবাদে কাদিয়ানীরা এখানে তাদের ধর্ম প্রচারের সুযোগ পায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়তের চরম বিরোধী, এ দলটি বাতিল ধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত থাকায় সরকার এদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। ঘোষণাতে বলা হয়– এরা এতো সূক্ষ্মভাবে ও গোপনে তাদের মতবাদ পোষণ করে যে, অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এদেরকে মুসলিম হিসেবে ভুল হয়। কারণ এদের নাম, লেবাস, বিবাহশাদী, খাদ্যবস্তু সবকিছুই মুসলমানদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই এদেরকে অমুসলিম হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়োজনে এ সরকারী ঘোষণা জারি করা হলো।

গাম্বিয়া ঃ রাজধানী বানজুল থেকে সম্প্রতি গাম্বিয়ান সরকার কর্তৃক কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। সরকারী নির্দেশে বলা হয় যে, সে দেশে কাদিয়ানীরা ইসলাম বিরোধী অনৈতিক কার্যকলাপ এতটা বাড়িয়ে দিয়েছে যে মুসলিম সমাজে প্রচন্ড ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কাদিয়ানীরা মুসলিম সমাজকে ইসলামের নীতি পরিপন্থী বিপথে আহবান করছিল। কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ ও অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার তাদের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে। –(সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান/ ৭ঃ২৮/ ২২-২৮ অক্টোবর/৯৭)।

(গ) বিভিন্ন আদালতের রায়

বিশ্বে বিভিন্ন দেশের আদালত কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করে রায় দিয়েছেন। সকল রায় এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। মাত্র কয়েকটি রায় নিয়ে এখানে সামান্য আলোচনা করা হলো।

www.pathagar.com

কাদিয়ানী ও মুসলমানদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে উপমহাদেশে অনেক মামলার রায়ে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৩৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী বাহাওয়ালপুরের জেলা জজ এরূপ সিদ্ধান্ত দিয়ে কাদিয়ানী ও মুসলমানের মধ্যেকার বিবাহ অবৈধ ঘোষণা করেন। অনুরূপ একটি মামলায় জামসেদাবাদ পারিবারিক কোর্টের জজ শেখ মোহাম্মদ রফিক স্বামী নাজির আহমদ বার্ক কাদিয়ানী হওয়াতে মুসলিম মহিলা আমাতুল হাদীর সাথে তার বিবাহ অবৈধ ঘোষণা করেন। রায়গুলোতে কাদিয়ানীরা যে মুসলমান নয়, এর শরয়ী প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভ করার পরও পাকিস্তানের অসংখ্য মামলায় কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা দিয়ে আদালত রায় দিয়েছেন। রাওয়ালপিন্ডি আদালতের কাদিয়ানী আমাতুল করিম বনাম লেঃ নাজিরুদ্দীন (মুসলমান) নামে একটি মামলায় জেলা জজ যে রায় দেন এর সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

ক) কাদিয়ানীদের আকীদা-বিশ্বাস মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস হতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। ১৪০০ বছর যাবৎ মুসলমানগণ যেভাবে কোরআন বুঝেছেন তারা সেভাবে কোরআন এর অর্থ করে না।

খ) হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না।

গ) যে ব্যক্তি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে সর্বশেষ নবী বলে স্বীকার করে না সে মুসলিম উম্মত হতে খারিজ হয়ে যাবে এবং এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মতে ইজমা প্রতিষ্ঠিত আছে।

ঘ) মুসলমানদের ঐকমত্য অনুসারে কাদিয়ানীরা অমুসলিম।

ঙ) মির্যা গোলাম আহমদ দাবী করেছে যে, তার ওপর অবতীর্ণ ওহী অন্যান্য নবীদের ওপর অবতীর্ণ ওহীর সমান মর্যাদা সম্পন্ন।

চ) মির্যা গোলাম আহমদ জীবনের প্রথম দিকের রচনায় যে মানদন্ড নির্ধারণ করেছে, সেটাই তাকে নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার প্রমাণ করে।

ছ) তিনি একজন পূর্ণাংগ নবী হওয়ার দাবী করেছেন–'যিল্লী' ও 'বুরুজী' শব্দগুলোর ব্যবহার প্রতারণা মাত্র।

www.pathagar.com

জ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে কারো ওপর নবুয়তের ওহী অবতীর্ণ হতে পারে না। যে তা দাবী করবে সে ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত হয়ে যায়।

ঝ) কাদিয়ানী মহিলা আমাতুল করিমের সঙ্গে মুসলমান নাজিরুদ্দীনের বিবাহ বাতিল হয়েছে, যেহেতু আদালতের সামনে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, কাদিয়ানীরা মুসলমান নহে।

এ মামলায় উচ্চতর আদালত নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখেন।

১৯৭৪ সালের অক্টোবরে পাকিস্তান গণপরিষদ জাতীয় সংসদ আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাদিয়ানীদেরকে মুসলিম মিল্লাত হতে খারিজ একটি অমুসলিম ধর্মাবলম্বী বলে ঘোষণা দেবার পর অনেকগুলো মুসলিম দেশ তাদেরকে অমুসলিম, কাফের বলে ঘোষণা দিয়েছে। আর এটা মূলতঃ কোন হিংসা বা বিদ্বেষের কারণে করা হয়নি বরং তাদের স্বতন্ত্র আকিদা ও বিশ্বাসের কারণে করা হয়েছে। পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের ২৬০ ধারার সঙ্গে একটি উপধারা সংযোজন করে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছিল। ধারাটি নিম্নরূপ ঃ

(৩) "নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে ব্যক্তি সন্দেহাতীত ও শর্তহীনভাবে শেষ নবী বলে বিশ্বাস করবে না অথবা কোনরূপ শব্দ বা বর্ণনার ভাব দ্বারা এ নবীর পরে সে নিজেই একজন নবী হওয়ার দাবী করবে অথবা কোন নবী দাবীকারীকে নবী হিসেবে বা ইসলামের সংশোধনকারী হিসেবে সমর্থন দেবে সে ব্যক্তি আইন ও শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে একজন মুসলমান বলে গণ্য হবে না।"

জাতীয় সংসদ পাকিস্তানের দন্ড বিধিতেও পরিবর্ধন করেছে। দন্ডবিধির ২৯৫ (ক) ধারার সঙ্গে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা সংযুক্ত হয়েছে ঃ

"ব্যাখ্যা ঃ শাসনতন্ত্রের ২৬০ অনুচ্ছেদের (৩) ধারায় দেখানো মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষনবী হওয়ার ধারণাটির বিরুদ্ধে যে সমর্থন লাভের চেষ্টা করবে, সে এ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য হবে।"

সংসদ সর্বসম্মত প্রস্তাবে নিম্নোক্ত সুপারিশও করেন-

"প্রশাসনিক আইনগুলোতে বিধান সম্বন্ধীয় আনুসংগিক সংশোধন করা যাবে"

www.pathagar.com

গণপরিষদ কর্তৃক উক্ত ২৬০ ধারায় (৩) উপধারা যোগ করার পর কাদিয়ানীরা পাকিস্তান ফেডারেল শরীয়া কোর্টে একটি মামলা রুজু করে। উভয় পক্ষের অসংখ্য প্রমাণাদি ও দলিল দস্তাবেজ স্ব-স্ব পক্ষের সত্যতা প্রমাণ করতে আদালতে হাজির করা হয়। এক নাগাড়ে দু'সপ্তাহ শুনানীর পর কোর্ট কয়েকশ' পৃষ্ঠার রায় ঘোষণা করে দেখিয়েছেন যে, মির্যা গোলাম আহমদ ও তার অনুসারীরা মুসলমান নহে। মহামান্য কোর্টের প্রধান মন্তব্য নিম্নে দেয়া হলো ঃ

"কাদিয়ানীরা মুসলিম উম্মতের অংশ নহে। এটা তাদের আচরণ ও বিশ্বাস দ্বারাই প্রমাণিত। তাদের মতে সকল মুসলমানই কাফের। সুতরাং তারা একটি পৃথক উম্মতের অন্তর্ভূক্ত। তারা মুসলিম উম্মতের একটি বিকল্প সৃষ্টি করে মুসলমানদের সেটা হতে বের করে দিয়েছে। মুসলমানরা তাদের মুসলিম উম্মতের অন্তর্ভূক্ত মনে করে না। আশ্চর্যের বিষয় যে, তারা মুসলিম উম্মতকে ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত মনে করে। এতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, দু'টি একই উম্মতভুক্ত হতে পারে না।"

অতএব, ফেডারেল শরীয়া কোর্ট আদেশ বলে কাদিয়ানীদেরকে মুসলিম উম্মত বহির্ভূত একটি অমুসলিম জাতি হিসেবে ঘোষণা দেয়। এরপর কাদিয়ানীরা অমুসলিম দেশের সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে তাদেরকে মুসলমান ঘোষণার দাবী জানায় এবং তাদের ব্যাপারে দেয়া কাফের ফতোয়া ভুল ঘোষণা করার দাবী করে। কি হাস্যকর ব্যাপার!

(ঘ) ইসলাম ধর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ উলামা ফকীহর জমাতবদ্ধ ফতোয়া।

১৩২৬ হিজরী সনে (১৯০৮ খৃঃ) উপমহাদেশের বিভিন্ন মতের আলেমগণের কাছে কাদিয়ানীদের বিষয়ে একটি ফতোয়া চাওয়া হয়। এটা "ফতোয়ায়ে তাকফীরে কাদিয়ান" নামে প্রচারিত হয়। এ ফতোয়ার মাধ্যমে অবিভক্ত ভারতের দেওবন্দ, সাহারানপুর, থানাবন, রায়পুর, দিল্লী, কলকাতা, বেনারাস, লখনৌ, আগ্রা, মুরাদাবাদ, লাহোর, অমৃতসর, লুধিয়ানা, পেশোয়ার, রাওয়ালপিন্ডি, মুলতান, হুশিয়ারপুর, গুরুদাসপুর, ঝিলাম, শিয়ালকোট, গুজরাট, গুজারানওয়ালা, হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ভুপাল এবং রামপুরের সমস্ত চিন্তাবিদ আলেম-ফকীহ সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানীদেরকে কাফের ও ইসলাম হতে খারিজ বলে ঘোষণা দেন।

www.pathagar.com

১৯২৩ সালে দিল্লীতে সর্বভারতীয় উলামা সংগঠন 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ'এর অধিবেশনে ভারতের সমস্ত প্রদেশের আলেম-উলামার উপস্থিতিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কাদিয়ানী সম্প্রদায় লাহোরী ও আহমদী জামাত উভয়ের আকীদা ইসলাম বহির্ভূত। সুতরাং উভয় জামাতের অনুসারীরা কাফের।

১৯২৫ সালে আহলে হাদীসের অমৃতসর কেন্দ্র হতে একটি ফতোয়া 'ফস্‌খে নিকাহে মির্যাইয়া' নামে প্রচারিত হয়। এতে অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন মতাদর্শের আলেমগণের স্বাক্ষর রয়েছে। সকলে এক বাক্যে মির্যায়ীদেরকে অমুসলিম, কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

১৩৩০ হিজরীতে (১৯১২ ঈঃ) মুদ্রিত ও প্রকাশিত "আল-কাওলুছ ছহীহ্ ফী আকায়িদিল মসীহ্" নামের পুস্তকটিতে তদানিন্তন ভারতের প্রতিটি প্রদেশ ও জেলার শত শত আলেমের দস্তখত রয়েছে। এতে সকল আলেমই সর্বসম্মতভাবে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ও কাফের বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

১৩৩১ হিজরীতে সফর মাসে দারুল উলুম দেওবন্দের আকাবির শিক্ষকগণ সম্মলিত ফতোয়া দেন যে, কাদিয়ানীরা মুরতাদ, ঝিন্দীক, মুলহিদ ও কাফের।

মির্জা কাদিয়ানীর জীবন কালেই দারুল উলুম দেওবন্দের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক কুতুবে আলম মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (১৮২৮-১৯০৫)-এর নেতৃত্বে ভারতের অনেক আলেম বুযুর্গ মির্যা গোলাম আহমদকে কাফের বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সেসব বুযুর্গদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন মাওলানা শিবলী নোমানী (১৮৫৭-১৯১৫), মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভী (১৮৮৪-১৯৫৩), মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (১৮৬৩-১৯৪৩), মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (মৃঃ ১৯৬২), মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (১২৮৯-১৩৬০ হিঃ), মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী (১৮৭৯-১৯৫৭), মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৭০-১৯৫৮), মাওলানা আবদুল গনী, মাওলানা শেখ মুহাম্মদ থানুভী, মাওলানা খলিল আহমদ সাহরানপুরী (১২৬৯-১৩৪৬ হিঃ), মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরী (মৃঃ ১৩৩৭ হিঃ), মাওলানা সিদ্দিক আহমদ, মাওলানা রওশন খান, মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দিক মুহাজেরে মদনী, মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক, মাওলানা মোহাম্মদ ছালেহ, মাওলানা কুদরাত উল্লাহ, মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন হাটহাজারী (১৮৭৮-১৯৪০), মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (১৮৬৩-১৯৪৩) প্রমুখ।

www.pathagar.com

মিসরের আলেমদের প্রতিনিধি মুফতী-এ-আজম শায়খ মোহাম্মদ হাসনাইন মাখলুফের নেতৃত্বে মিসরীয় উলামা সমাজ কাদিয়ানীদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত ফতোয়া জারী করেছেন–

"যে ব্যক্তি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পরে নবুয়তের দাবী করে সে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত অস্বীকারকারী, জঘন্য মিথ্যাবাদী এবং অপবাদ প্রদানকারী। এ কারণে আমরা মিসরীয় আলেমগণ মির্যা গোলাম আহমদের আকীদা অনুযায়ী সকল কাদিয়ানী দলের কাফের হওয়া সম্পর্কে ফতোয়া দিয়েছি।"

সিরিয়ার উলেমাদের প্রতিনিধি মুফতী-এ-আজম ফতোয়া দেন যে, কাদিয়ানীরা শর্তহীনভাবে হযরত মুহাম্মদকে (সাঃ) শেষ নবী মানে না, তাই তারা কোরআন অস্বীকারকারী ও ইসলামী আকিদা অস্বীকারকারী। সুতরাং তারা অমুসলিম কাফের।

১৯৩৫ ঈসায়ী সালে বাহাওয়ালপুরের বিখ্যাত "মাদাম আইলা বনাম আবদুর রাজ্জাক" মামলায় যে ফতোয়া পেশ করা হয় তাতে উপমহাদেশের আলেমগণের ফতোয়া ছাড়াও আরব দেশগুলোর সকল মাজহাবের আলেমগণের ফতোয়া ছিল। এ ফতোয়াতে স্পষ্টভাবে মির্যা গোলাম আহমদকে কাফের বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

১৯৩৫ সালে তুর্কী ওলামায়ে কেরাম একযোগে কাদিয়ানীদের অমুসলিম মুরতাদ ঘোষণা দেন। তখন সে দেশে একজন কাদিয়ানীকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

কাদিয়ানীদের সম্পর্কে একটি ফতোয়া মক্কা শরীফের "মুয়াস্সাতু মক্কা লিত তাবাআতি ওয়াল ইলাম" নামক সংস্থা প্রকাশ করে। "আল কাদিয়ানীয়া ফী নাযরি উলামায়ে উম্মাতিল ইসলামিয়া" নামের এ ফতোয়া পুস্তিকাতে পবিত্র নগরী মক্কা-মদীনাসহ হেজাজের অন্যান্য শহরের এবং সিরিয়ার বিভিন্ন মতের চিন্তাশীল আলেম-মূফতীগণের সিদ্ধান্ত সংযোজিত হয়েছে। সকলে এক বাক্যে কাদিয়ানী রাবওয়াপন্থী ও লাহোরী দলকে কাফের বলে আখ্যা দিয়েছেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৩ সালে দেশের সমস্ত অংশের নেতৃস্থানীয় আলেমগণ মূলনীতি কমিটি রিপোর্ট সম্পর্কে যে সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেছিলেন তাতেও কাদিয়ানীদের জঘণ্য কার্যকলাপের উল্লেখ ছিল। সেখানে কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু অমুসলিম হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি দেবার সুপারিশ ছিল। উক্ত প্রস্তাবে স্বাক্ষর

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন মাওলানা মূফতী মোহাম্মদ হাসান, আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নদভী, মাওলানা হাসানাত, মাওলানা দাউদ গজনভী, মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (১৮৯১-১৯৭৪), মাওলানা আহমদ আলী (মৃঃ ১৯৬২), মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদুদী (১৯০৩-৭৯), মাওলানা এহতেশামুল হক থানবী (১৯১৫-৮০), মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৫-১৯৬৮), মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্দালভী, মাওলানা আতহার আলী, মাওলানা আবদুল হামিদ কাদেরী; মূফতী মুহাম্মদ শফী, মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ বরিশালী (১৯১৫-৯০) প্রমুখ বিখ্যাত আলেম ও ফিকাহবিদগণ।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বলেছেন–

ক) উম্মতের মধ্যে শুধুমাত্র তাকে নবী আখ্যা দেয়া হয়েছে।–(হকিকাতুল ওহী, পৃঃ ৩৯১)।

খ) তিনি ওহী পেয়েছেন এবং আল্লার রাসূল মনোনীত হয়েছেন।–ঐ

গ) তিনি বিশ্বের রহমত স্বরূপ তথা রহমাতাল্লিল আলামীন রূপে প্রেরিত হয়েছেন।– (হকিকাতুল ওহী, পৃঃ ৮৫)।

ঘ) অন্য যে কোন মানুষ হতে তাকে আল্লাহ বেশী সম্মানিত করেছেন। –(হকিকাতুল ওহী, পৃঃ ১০২)।

ঙ) আল্লাহ তাকে 'কাওছার' দান করেছেন।–যামিমা আনজামে আথহাম পৃঃ ৩৫)।

চ) তিনি নিজকে সত্য খোদারূপে আল্লার সমান মর্যাদা দাবী করেন এবং খোদা হিসেবে তিনি আসমান জমিন পয়দা করেছেন।–(আয়নায়ে কামালাত-ই-ইসলাম, পৃঃ ৫৬৪)।

ছ) তজ্জন্য যে তাকে অবিশ্বাস করবে সে কাফের হবে।–(হকিকাতুল ওহী, পৃঃ ১৬৩)।

জ) আল্লাহ তাকে বলেছেন যে, তাকে (মির্যা গোলাম আহমদকে) সৃষ্টি না করলে এ জগত সৃষ্টি করতেন না।–(হকিকাতুল ওহী, পৃঃ ৯৯)।

www.pathagar.com

মির্যা গোলাম আহমদের উপরোক্ত মন্তব্যগুলোর ওপর অবিভক্ত ভারতের সকল মতের আলেম-উলামার নিকট হতে ১৩৩৬ হিজরী সনে একটি সর্বসম্মত ফতোয়া নেয়া হয়। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত উক্ত ফতোয়াটিতে সুস্পষ্টভাবে মির্যা গোলাম আহমদ ও তার উম্মতকে কাফের বলে সাব্যস্ত করা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলো ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা বহুদিন নিজেদের অধীনে রাখে। এ সুযোগে সেখানে কাদিয়ানীরা তাদের কেন্দ্র স্থাপন করে আহমদী ধর্ম প্রচার করে। তাদের প্রচারের মোকাবিলা করতে কেপটাউনের আথলোনে মুসলমানরা "মুসলিম বিচারক কাউন্সিল" নামে একটি সংস্থা গঠন করে। বিজ্ঞ আলেম এবং ইসলামী পন্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা এর পরিচালক পরিষদে সংযুক্ত আছেন। এ সংস্থা ১৯৬৭ সালে শায়খ এম, এস, জামাল দীনের অধীনে পরিচালিত হয়ে এবং শায়খ আহমদ নাযিরের সভাপতিত্বে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাদিয়ানী-আহমদীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে। তাদের এ সিদ্ধান্ত আফ্রিকার অনেক দেশে গৃহীত ও অনুসৃত হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার আলেম-উলামাদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান হলো "নাদওয়াতুল উলামা ইন্দোনেশিয়া"। এ নাদওয়াতুল উলামা ১৯৮৪ সালে সর্বসম্মত প্রস্তাবে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। নাদওয়ার পক্ষ হতে সরকারকে সাংবিধানিকভাবে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবী করে দেশে তাদের ধর্ম প্রচার বন্ধের জন্য অনুরোধ করেন।

সিংগাপুরে মুসলমানদের দু'টি সংগঠন রয়েছে। 'মুসলিম মিশনারী সোসাইটি (জামিয়া) এবং মুসলিম ধর্মীয় কাউন্সিল (মজলিস)। এই উভয় সংগঠন সর্বসম্মতভাবে কাদিয়ানী তথা আহমদীদের অমুসলিম কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছে। কাদিয়ানীরা সেখানে মসজিদ নির্মাণ করতে পারে না। সরকারের "মুসলিম বিষয়াদি প্রশাসন আইন" এর ৭৫ (১) ধারা মতে এই মজলিসের অনুমতি ব্যতীত কেউ সিংগাপুরে মসজিদ নির্মাণ করতে পারে না। ১৯৮৫ সালে মজলিস সরকারকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছে।

বিশ্ব উলামা সম্মেলনের প্রতিটি সভায়ই কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৮৯ সালে বাগদাদে অনুষ্ঠিত বিশ্ব উলামা সম্মেলনে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম কাফের ঘোষণা করে সকল দেশের আলেম-উলামা ও ধর্মীয় প্রতিনিধিরা একটি ফতোয়া-দলিলে স্বাক্ষর করেন। এতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সরকারের তৎকালীন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জনাব নাজিমউদ্দীন আল আজাদ স্বাক্ষর দান করেন।

www.pathagar.com

৬) সর্বজনমান্য ও উচ্চতর ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের ফতোয়া

মক্কা মোকাররমার পবিত্র মসজিদুল হারাম

এর

পেশ ইমাম ও খতীবের ফতোয়া

যে ব্যক্তি বা দল দাবী করবে যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর হাকীকী, যিল্লি, কিংবা বুরুযী যে কোন প্রকার নবীর আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে সে ব্যক্তি বা দল নিঃসন্দেহে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে এবং এ ভ্রান্ত আকিদার কারণে নিঃসন্দেহে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে, যার সংগে ইসলামের কোন সম্পর্ক থাকবে না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রসুল এবং শেষ নবী"। হুজুর (সাঃ) বলেছেন, 'আমি শেষ নবী, আমার পর আর কোন নবী নেই।' হে মুসলমানগণ! সতর্ক হউন, সতর্ক হউন ! যাদের কাফের ও মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে ইসলামের সমস্ত আলেম একমত পোষণ করেছেন, তারা নিঃসন্দেহে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহির্ভূত। সুতরাং আল্লাহ্‌র পবিত্র কিতাব ও তাঁর রসুলের সুন্নাতের আলোকে নিজেদের আকিদা হিফাজত করুন এবং আল্লাহর নির্দেশিত বিধানগুলো আদায় করে এবং তার নিষিদ্ধ কাজগুলোকে বর্জন করে তাঁর সংগে সুসম্পর্ক স্থাপন করুন। আল্লাহর পবিত্র শরীয়তকে কঠোরভাবে আকড়ে ধরার প্রতি ব্রতী হউন এবং নিজ দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট হউন, যাতে তাঁর সন্তুষ্টি আপনাদের নসীব হয় এবং আপনাদের প্রতি আসমানি বরকতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এই বিষয়ে আল্লাহ পাক যে কোন প্রকার শিথিলতা প্রদর্শনের প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, "যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করবে না তারা কাফের"। সাথে সাথে এখলাস ও নিয়ত পরিশুদ্ধ করে, হে আল্লাহর বান্দাগণ, নিজেদের যাবতীয় আমলকে শুদ্ধ করে নিন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে পরিপূর্ণভাবে আকড়ায়ে ধরুন।

ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আলা খাতমি আম্বিয়ায়িহি ওয়া রসূলিহি মুহাম্মদ ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমায়িন।

মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আস সুবাঈল
ইমাম ও খতীব
পবিত্র মসজিদুল হারাম।
১৮-৭-১৪১৭ হিজরী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অমুসলিমদের মতেও কাদিয়ানীরা মুসলমান নয়

বিশ্বের অনেকগুলো অমুসলিম সংস্থা ও দেশ কাদিয়ানীদেরকে মুসলমান মনে করে না। ইসলামের শাশ্বত আকীদা-বিশ্বাস আর কাদিয়ানীদের জাল ও বিকৃত আকীদা অধ্যয়ন করে তারা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ পর্যায়ে মরিশাস প্রজাতন্ত্র, দক্ষিণ আফ্রিকার সুপ্রিম কোর্টগুলো (সর্বোচ্চ আদালত) কাদিয়ানী বা আহমদীদেরকে মুসলিম সমাজ বহির্ভূত একটি অমুসলিম ধর্মাবলম্বী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ১৯১৯ সাল হতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মামলার রায়ে আদালত এ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন। ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ফেডারেল কোর্টে কাদিয়ানীদের দায়েরকৃত মামলাতে বিচারপতি মিঃ উইলিয়ামস তাদের অমুসলিম বলে স্পষ্ট রায় দিয়েছেন।

কাদিয়ানী ধর্মের প্রবর্তক মির্যা সাহেবের জন্মস্থানের মালিক স্বাধীন ভারতও এখন আর কাদিয়ানীদেরকে মুসলিম বলে স্বীকার করে না। এটাও সেখানকার অনেকগুলো আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে নেয়া হয়েছে। স্বাধীন ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের অতিরিক্ত বিচারপতি মাননীয় শ্রী নামভাট যোশী ১৯৬৯ সালের ২৮৮ নম্বর মামলার রায়ে বলেন–"যে ব্যক্তি মির্যা গোলাম আহমদকে মান্য করে তাকে কখনো মুসলমান বরা যায় না।–(উক্ত মামলার মুদ্রিত রায়ের ৯ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) কলকাতার 'প্রতাপ' পত্রিকার (২১শে জুলাই ১৯৭৪ সংখ্যা) সম্পাদক শ্রী কে, নরেন্দ্রজী আহমদীদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে মন্তব্য করেন যে, আহমদীদের বিশ্বাস যদি এরূপ হয় যে, যখনই জনগণ ভুল পথে চলবে, তখনই তাদের মুক্তির জন্য এবং তাদেরকে সৎপথে আনার জন্য কোন নবী আসবে, তবে এ ঘোষণা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'ভগবৎ গীতা'য় যা বলেছেন এর অনুরূপ হবে। তাহলে আহমদীদেরকে স্বীকার করতেই হবে যে, তারা মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের অধিক নিকটবর্তী। কলকাতার 'আবশার' পত্রিকার ৩রা আগষ্ট ১৯৭৪ সংখ্যাতেও একই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। বস্তুতঃ অবতারবাদ সম্বন্ধীয় কাদিয়ানীদের বিশ্বাস হিন্দুদের মত হুবহু এক ও অভিন্ন।

আই এ টি এ হলো বিশ্বব্যাপী বিমানের টিকেট বিক্রেতা ট্রাভেল এজেন্সীগুলোর সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান কার্যালয় সিংগাপুরে অবস্থিত। কাদিয়ানীরা অমুসলিম বলে তাদের সৌদী আরব তথা হারামাইন শরীফাইনে যাওয়া নিষিদ্ধ। তাই উক্ত সংস্থার সর্বোচ্চ কাউন্সিল সৌদী আরবে ভ্রমণের জন্য কাদিয়ানীদের নিকট বিমানের টিকেট বিক্রি নিষেধ করেছে। বিমানের টিকেটের মূল্য ও বিমান পথের নির্দেশ সম্বলিত ABC-Air Travel Guide নামক সুবৃহৎ মাসিক পুস্তকটিতে এ

www.pathagar.com

নিষেধাজ্ঞা বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে উল্লেখিত হয়েছে। অমুসলিম নিয়ন্ত্রিত সংস্থা হয়েও এ প্রতিষ্ঠানটি কাদিয়ানীদের মুসলমান মনে করে না।

ঃ তথ্য সূত্র ঃ

১। Falsehood of Qadianism – Published by Muslim Missionary Society (JAMIAH),Singapur,

২। Qadianis – THREAT TO ISLAMIC SOLIDARTY –Govt. of Pakistan Publications.

৩। MIRZAIS ARE NON–MUSLIM and Fatua of the Al-Azhar– Published by Islamic Publication Bureau, Athlone, Cape town, S.A.

৪। Resolutions and Recommendations of the Second Session of the Council of the Islamic Fiqh Acamedy, Jeddah, KSA.

৫। A B C – Air Travel Guide, 1977, Reed Group of publication, Bedfordshlre, England.

৬। ফতোয়ায়ে তাকফীরে কাদিয়ান –কুতুবখানা এযাজিয়া, দেওবন্দ, ভারত।

৭। মাসিক পৃথিবী (ঢাকা) ৫ম বর্ষ ১ম খন্ড, অক্টোবর ১৯৮৫।

৮। মাসিক মদীনা (ঢাকা) জানুয়ারী ১৯৮৭ সংখ্যা।

৯। "কাদিয়ানী কাহিনী–গোলাম আহমদের জবানী" মাওলানা হাফেজ শায়খ আইনুল বারী কর্তৃক সংকলিত ও কলকাতার হাওলাদারপাড়া জামে মসজিদ হতে ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত।

১০। সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ঢাকা, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৯২।

যায়েদ বিন হারিসাকে (রাঃ) যখন তার গোত্রের লোকেরা ফেরত নিতে আসে তখন রাসূল (সাঃ) তাদের বলেন–"আমি তোমাদের নিকট একটি জিনিস চাই সেটা হলো–তোমরা সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি নবী ও রাসূলদের সমাপ্তকারী।"– হাকিম (মুসতাদরাক)। (এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, হযরত মোহাম্মদকে (সাঃ) নিশর্তভাবে শেষ নবী হিসেবে মান্য না করলে কেউ মুসলমান হতে পারবে না।)

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দেশ বরেণ্য উলামা ও মাশায়েখ সমন্বয়ে গঠিত কমিটির অভিমত ও সুপারিশ

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার একমাত্র দীন। আল্লাহ্‌র কাছে ইসলাম ছাড়া আর কিছুই দীন হিসেবে গ্রহনীয় নয়। আখেরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তা পরিপূর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন ঃ

"আজ আমি পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর সম্পূর্ণ করে দিলাম তোমাদের উপর আমার নেয়ামত এবং তোমাদের জন্য দীন হিসাবে ইসলামের উপর আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম" (সুরা মায়িদাহ্ ঃ ৩)।

পৃথিবীর বুকে আজ পর্যন্ত যতগুলো ধর্মমত প্রচলিত হয়ে এসেছে সকল ধর্মেরই কিছু কিছু মৌলিক আকীদা (বিশ্বাস) রয়েছে। কাউকে কোন ধর্মাবলম্বী বলে কেবল তখনই মেনে নেয়া হয়, যখন সে ঐ ধর্মের মৌলিক আকীদাসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যদি কেউ ঐ ধর্মমতের কোন একটি বিশেষ মৌলিক আকীদাকে অস্বীকার করে, তবে তাকে সেই ধর্মাবলম্বী হিসেবে মেনে নেয়া হয় না।

ইসলামের ক্ষেত্রে একথাটি আরোও কঠোরভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ, একত্ববাদে বিশ্বাস, প্রিয় নবীজীসহ তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবীর প্রতি ঈমান, পরিত্র কোরআনসহ সমূদয় আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস, ফিরিশ্‌তাগণের অস্তিত্ব স্বীকার, পরকালীন জীবনের প্রতি ঈমান, হাশরের মাঠে বিচারের সম্মুখীন হওয়ার আকীদায় বিশ্বাস, বেহেশ্‌ত ও দোযখের অস্তিত্বে বিশ্বাস, তাক্‌দীরের প্রতি এবং হযরত মোহাম্মদকে (সাঃ) সর্বশেষ নবী হিসেবে অর্থাৎ তাঁর পর আর কোন প্রকারের (যথা শরীয়তের অধিকারী নবী, শরীয়তবিহীন নবী, উম্মতী নবী, সহায়ক নবী, যিল্লী বা ছায়া নবী, এক কথায় আর কোন প্রকার) নতুন নবীর আগমন হবে না- এ সবের প্রতি ঈমান রাখা ইসলামের আবশ্যকীয় মৌলিক আকীদাসমূহের অন্যতম প্রধান আকীদা। যদি কেউ উক্ত আকীদাসমূহের কোন একটিকেও অস্বীকার করে, তবে সে যতই কালিমা পাঠ এবং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি আদায়কারী হউক না কেন, কিছুতেই সে মুসলিম বলে গণ্য হবে না বরং সে অমুসলিম কাফের বলে বিবেচিত হবে। এই ব্যাপারে মুসলিম উম্মার মধ্যে কোন কালেও মতানৈক্য হয়নি বরং সর্বকালেই এই বিষয়ে ঐকমত্য ঘোষিত হয়ে এসেছে।

www.pathagar.com

কিয়ামত পর্যন্ত এই দীন কায়েম থাকবে। নয়া কোন শরীয়ত ও দীন আসার কোন সম্ভাবনা নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পর আর কোন নয়া নবী ও রাসূল আসবে না- এই আকীদা বা বিশ্বাস সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীনভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছে যে, "মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী" (সূরা আহযাব ঃ ৪০)।

বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, "আমিই সর্বশেষ নবী, আমার পর কোন নবী নেই"। কুরআন, হাদীস, ইজমা, এক কথায় শরীয়তের সর্বপ্রকার দলীল দ্বারা এই বিশ্বাস অকাট্যভাবে প্রমাণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিয়ে সাহাবা-ই-কেরাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন, ফুকাহা, উলামা, মুজাদ্দিদীন ও সর্বযুগের মুসলিম উম্মাহ্র এই হলো সর্বসম্মত বিশ্বাস। ইমাম আযম আবু হানীফা, হযরত আবদুল কাদির জিলানী, ইমাম গাযযালী, কাযী বায়যাবী, ইবনে কাসীর (রঃ) প্রমুখ ইমাম, মুজতাহিদ, মুফাস্সির ও ফকীহ্ সুস্পষ্টভাবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, যদি কেউ খত্মে নবুওয়াতে বিশ্বাস না করে, সে মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে না। সে হবে কাফের। আলমগীরীসহ বিভিন্ন ফতওয়া গ্রন্থেও উক্তরূপ ফতওয়ার উল্লেখ রয়েছে। এমনিভাবে এও সর্ববাদীসম্মত ফতওয়া যে, নবুওয়াতের দাবীদার কোন ব্যক্তিকে যদি কেউ মুসলিম বলে বিশ্বাস করে তবে সে-ও ইসলামের অন্তর্ভূক্ত নয়।

এই কারণেই হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা কেরামের যুগ থেকে নিয়ে সর্বযুগে যে কেউ নবুওয়াতের দাবী করেছে তাকে অমুসলিম ও কাফের বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে জেহাদ করা হয়েছে।

আহমাদীয়া সম্প্রদায় তথা কাদিয়ানীরা ইসলামের এই শাশ্বত, স্বতঃসিদ্ধ মৌলিক বিশ্বাসের পরিপন্থী মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে আমাদের দেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে আসছে। উল্লেখ্য যে, অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে জন্মগ্রহণকারী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (জন্ম ১৮৩৫ মৃত্যু ১৯০৮) নামক জনৈক ব্যক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৮২ সাল থেকে নবুওয়াতের দাবী করে। তার অনুসারীদের নিয়ে কাদিয়ানী তথা

www.pathagar.com

আহমদীয়া নামে একটা নতুন ধর্মীয় দল প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী হিসেবে স্বীকার করে এবং মুসলমানদের কাফের বলে মনে করে। মুসলমানদের সাথে বিবাহ ও সামাজিক সম্পর্ক রাখা, এমন কি মুসলমানদের মসজিদে নামায পড়া, তাদের নিজস্ব কবরস্থানে মুসলমানদের কবর দেয়া জায়েয বলে মনে করে না।

এই মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী স্পষ্ট ভাষায় নিজেকে নবী বলে দাবী করেছে। তার প্রণীত 'হকীকাতুল ওহী'র ১৫০ পৃষ্ঠায় আছে, "স্পষ্টভাবে আমাকে নবীরূপে ভূষিত করা হয়েছে।" 'দাফিউল-বালা' ১০০ পৃষ্ঠায় সে নিজে লিখেছে, "সত্য খোদা তিনি যিনি কাদিয়ানে স্বীয় রাসূল পাঠিয়েছেন।" উক্ত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কর্তৃক নবুওয়াত দাবীর আরো বহু উদ্ধৃতি রয়েছে।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ইসলাম বিরোধী এই দাবীর কারণে বিশ্বের বরেণ্য ও সর্বজনস্বীকৃত উলামা ও মুফতীগণ তাকে এবং তার অনুসারী আহমদী তথা কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম কাফের বলে সর্বসম্মত ঘোষণা দেন। তাদের মধ্যে উপমহাদেশের উল্লেখযোগ্য হলেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী, শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী, আল্লামা আতাউল্লা শাহ্ বুখারী, মাওলানা ইউসুফ বিন্নোরী, মুফ্তী মুহাম্মদ শফী, মুফ্তী মাহমুদ প্রমুখ এবং বাংলাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিম মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী (পীর সাহেব, ফুরফুরা), মাওলানা রুহুল আমীন বশিরহাটি, মাওলানা শাহ নেছারুদ্দীন (পীর সাহেব, শর্ষিনা), আল্লামা তাজুল ইসলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুফ্তী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল এহছান মোজাদ্দেদী বরকতী, মুফ্তী দীন মুহাম্মদ খান, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, মুফ্তী ফয়জুল্লাহ হাটহাজারী, মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী, মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ (হাফিজ্জী হুজুর), মাওলানা আতহার আলী (রাহঃ) প্রমুখ মণীষীবৃন্দ।

এপ্রিল ১৯৭৪ সালে রাবিতা আল-আলম আল-ইসলামীর উদ্যোগে সারা বিশ্বের ১৪৪টি ইসলামী সংগঠনের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, ফকীহ ও আলিমগণের সমন্বয়ে এক সভা মক্কা মুকাররমায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে সর্বসম্মতভাবে কাদিয়ানী তথা আহমদী সম্প্রদায়কে অমুসলিম বলে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

মুসলিম উম্মার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এবং বরেণ্য মুফ্তী ও উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত ফতওয়ার প্রেক্ষিতে সউদী আরব, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও মালয়েশিয়াসহ

www.pathagar.com

বহু মুসলিম দেশে আহমদী সম্প্রদায় তথা কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম বলে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

বর্তমানে এই কাদিয়ানীরা 'আহমদী মুসলিম জামাত' নামে বাংলাদেশে তাদের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলমান পরিচয় এবং ইসলামী পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করে ও কুরআন করীমের তথাকথিত তাফসীরের নামে সাধারণ মুসলমানদেরকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করে চলেছে। সাধারণ মানুষ প্রকৃত অবস্থা না জানার কারণে তাদেরকে মুসলমান মনে করে অতি সহজেই প্রতারণার শিকার হচ্ছে।

সম্প্রতি তারা 'কুরআন মজীদ' নামে বাংলা ব্যাখ্যাসহ একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এতে তারা স্বকপোলকল্পিত, মনগড়া, ইসলামের আকীদার পরিপন্থী ব্যাখ্যা দিয়ে কুরআন মজীদের বিকৃতি সাধনের অপপ্রয়াস চালিয়েছে। যেমন সূরা-আহযাবের ৪১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছে, "খাতামুন নাবিঈনের অর্থ যদি করা হয় শেষ নবী যাহার পর কখনো নবী আসিবেন না তাহা হইলে প্রসংগের সহিত কোন সংগতি থাকে না। এবং খাপ ছাড়া হইয়া পড়ে--------(পৃষ্ঠা ৮৭৬)।" হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে লেখা হয়েছে, "অনেক বৎসর পর অতি বৃদ্ধ বয়সে তিনি কাশ্মীরে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন (পৃষ্ঠা ১৩৫)"। সূরা আস সাফফ্ - এর ৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় (পৃষ্ঠা ১১৬৭) বলা হয়েছে, "এই যুক্তি ধারার অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহের (তথা কাদিয়ানী) উপরও এই ভবিষ্যত বাণী সমভাবে প্রযোজ্য। কেননা তাহাকেও আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে 'আহমদ' নামে অভিহিত করিয়াছেন (বারাহীনে আহমদীয়া)"। এমনিভাবে আরো বহু বিকৃত ও অপব্যখ্যার নমুনা এতে রয়েছে।

উপরোক্ত প্রামাণ্য তথ্যসমূহের প্রেক্ষিতে এই কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, কাদিয়ানীরা অমুসলিম ও কাফের। ইসলামের পরিভাষাসমূহ যথা ঃ ঈমান, নামায, রোযা, মসজিদ, আযান ইত্যাদির ব্যবহার করার তাদের কোন অধিকার নেই। তাদের উপাসনালয়কে 'মসজিদ' বলা যাবে না। তাদের প্রকাশিত তথাকথিত তাফসীর গ্রন্থটি ইসলামের মৌলিক আকীদার পরিপন্থী। এটিতে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার হীন উদ্দেশ্যে কুরআনের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং এটি কুরআনের তাফসীর নয়।

www.pathagar.com

মুসলিম জনসাধারণের ঈমান আকীদার হেফাযত কল্পে এবং দেশ ও জাতিকে অশান্তি, বিশৃংখলা এবং এদের প্রতারণা থেকে রক্ষার নিমিত্তে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট কমিটির দ্ব্যর্থহীন সুপারিশ হলো ঃ

১। অবিলম্বে আহ্‌মদীয়া জামাত তথা কাদিয়ানীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম বলে ঘোষণা দেয়া হোক।

২। ইসলামের বিশেষ পরিভাষাসমূহ যথা ঃ নামায, রোযা, যাকাত, আযান, মসজিদ, সাহাবী প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার তাদের জন্য নিষিদ্ধ করাসহ 'মসজিদ' নামে তাদের উপাসনালয় নির্মাণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হোক।

৩। "আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ" কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদের বিকৃত ও অপব্যাখ্যা সম্বলিত তথাকথিত গ্রন্থটিসহ মুসলিম পরিচয় সম্বলিত তাদের যাবতীয় প্রচারণামূলক বই-পুস্তক, লিফলেট, বুলেটিন বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক।

বিশেষজ্ঞ কমিটির সিদ্ধান্তে স্বাক্ষরদানকারী সদস্যবৃন্দের নাম ও ঠিকানা ঃ

১ মাওলানা ওবায়দুল হক (কমিটির সভাপতি), খতীব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, ঢাকা। (১০-৫-৯৩)

২। মুফ্‌তী মাওলানা আবদুস সাত্তার (সদস্য), মাননীয় সংসদ সদস্য, জাতীয় সংসদ।

৩। মাওলানা আতাউর রহমান খান (সদস্য), মাননীয় সংসদ সদস্য, জাতীয় সংসদ।

৪। মাওলানা মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম (সদস্য), খতীব, লালবাগ শাহী সমজিদ, ঢাকা।

৫। (শায়খুল হাদীস) মাওলানা আযীযুল হক (সদস্য), মুহতামিম, জামেয়া রাহমানিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

www.pathagar.com

৬। মাওলানা ফজলূল হক আমিনী (সদস্য), মুহতামিম, জামেয়া কুরআনিয়া, লালবাগ, ঢাকা।

৭। মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস সিকদার (সদস্য), অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-ই আলিয়া, ঢাকা।

৮। মাওলানা আহমদ শফী (সদস্য), মুহতামিম, জামেয়া মঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৯। মাওলানা মোহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী (সদস্য), মুহতামিম জামিয়া ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

১০। মাওলানা মোহাম্মদ সালেহ (সদস্য), অধ্যক্ষ, আলিয়া মাদ্রাসা, খুলনা।

১১। আ. ন. ম. ইমামুদ্দীন (সদস্য), অধ্যক্ষ, মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়া।

১২। মাওলানা আবদুল করীম শেখে কৌড়িয়া (সদস্য), চৌকিদিঘি, সিলেট।

১৩। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার (সদস্য), পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম।

১৪। মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ (সদস্য), মুহতামিম, দড়াটানা মাদ্রাসা, যশোর।

১৫। মাওলানা শাহ মুহিবুল্লাহ (সদস্য), অধ্যক্ষ, শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাসা, বরিশাল।

১৬। হাফেয মাওলানা আবদুল জলীল (সদস্য), অধ্যক্ষ, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

১৭। ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান (সদস্য), প্রফেসর, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১৮। মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সদস্য-সচিব), পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

www.pathagar.com

কাদিয়ানীদের মতে মির্জা গোলাম আহমদ-ই হলেন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)

বিগত কয়েক দশক যাবত কাদিয়ানীরা তাদের ইসলাম ধর্মবিরোধী ও নবী বিদ্বেষী বক্তব্যগুলো সাধারণে প্রকাশ না করে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রচনাগুলো প্রকাশ করছে এবং সেগুলোকেই তাদের আকীদা-বিশ্বাস বলে প্রচার করছে। তাদের প্রতিটি প্রচার পুস্তিকা বা স্টিকারে কাদিয়ানীদের এরূপ ধর্মবিশ্বাস স্থান পাচ্ছে। এতে অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে, কাদিয়ানীদের আসল চেহারা দেখতে পারছে না। তাই তারা এদেরকে ইসলামের অন্তর্গত একটা ফের্কা বলে মনে করছে। আসলে এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা। কাদিয়ানীদের পুস্তকাদি এবং তফসীর-হাদীসভিত্তিক ইসলামী সাহিত্য সঠিকভাবে অধ্যয়ন করলে কাদিয়ানী ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে সহায়ক হবে। তখন দেখা যাবে যে, কাদিয়ানী ধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। সেটি একটি সম্পূর্ণ পৃথক বাতিল ধর্ম।

এখানে আমি উপরোক্ত শিরোনামে কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত আকীদার স্বরূপ প্রকাশ করছি, এতেই সুধী পাঠক বুঝতে পারবেন যে, সে ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো আরবী নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়তের মূলোৎপাটন ও তদস্থলে মির্যা কাদিয়ানী সাহেবের 'নবুয়ত' সংস্থাপন করা। এ পর্যায়ে কাদিয়ানীরা তাদের নবী মির্যা গোলাম আহমদকে (১৮৩৫-১৯০৮ ঈঃ) নবী আল-উম্মী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। তারা এও বিশ্বাস করে যে, নবী আল-আরাবী (সাঃ)-এর নবুয়তের হক ১২০০ বছরে আদায় হয়ে গিয়েছে এবং এখন মির্যা সাহেবের নবুয়ত জারী রয়েছে। তাদের মতে মির্যা সাহেব কেবল 'মোহাম্মদ' ও 'আহমদ'-ই নহেন বরং তিনি শেষ নবী (সাঃ)-এর অন্যান্য সিফাত ও অনন্য গুণাবলীরও অধিকারী। মির্যা গোলাম আহমদ-ই হলেন মানুষের একমাত্র মুক্তিদাতা, পরিত্রাণকর্তা, শাফায়াতকারী ও রহমাতাল্লিল আলামীন। সমস্ত সৃষ্ট জগত তার জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে বলেও কাদিয়ানীরা বিশ্বাস করে। অথচ এসব গুণাবলী সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্তার সাথে জড়িত। এরপরও কি কোন মুমিন-মুসলমান মির্যা সাহেব বা তাঁর অনুসারীদের মুসলিম বলে মেনে নিতে পারে? নিশ্চয়ই পারে না। মুসলমান সে-ই যে আল্লাহকে একমাত্র রব হিসেবে, হযরত মোহাম্মদকে (সাঃ) সর্বশেষ নবীরূপে এবং ইসলামকে একমাত্র দ্বীনধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং কাদিয়ানী ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের অসারতা সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

১৪'শ বছর আগে অবতীর্ণ পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত 'মোহাম্মদ', 'আহমদ', 'রাসূল' বা রাসুলুল্লাহ' শব্দ দ্বারা মির্যা গোলাম আহমদকে বুঝিয়েছে বলে তিনি দাবী করেছেন। কোরআনে বর্ণিত শেষ নবীর সমস্ত গুণাবলী তার জন্য উল্লেখিত হয়েছে বলেও তিনি দাবী করেছেন। তাই কাদিয়ানীরা কোরআন-হাদীসে মির্যা সাহেবের নাম ও প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করে। কারণ তাদের কাছে মির্যা সাহেব আর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) একই ব্যক্তি একই সত্তা। মির্যা সাহেব কিভাবে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হলেন সে বিবরণ তার নিজের রচনায় রয়েছে। এর কিছু নমুনা দেখুন ঃ

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বলেন–

১। আমি আদম (আঃ), শীস, নূহ, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়াকুব, ইউসূফ, মূসা, দাউদ, ঈসা এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) নামের পূর্ণ ও উত্তম প্রকাশস্থল–প্রতিচ্ছায়ারূপে আমিই মোহাম্মদ ও আহমদ।–(হাকীকাতুল ওহী, হাশিয়া পৃঃ ৭২)।

২। "মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়াল্লাজিনা মায়াহু আশীদ্দাউ আলাল কুফ্ফারে রোহামাউ বাইনাহুম"।–এ আয়াতের ইলহামের মধ্যে মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর অর্থ আমি এবং আল্লাহ আমাকে মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলেছেন।–(এক গলতিকা ইযালা)।

৩। আমি যখন "ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম" (সূরা জুমআ) আয়াতের ভিত্তিতে আমিই বুরুজীভাবে খাতিমূল আম্বিয়া এবং আজ হতে বিশ বছর পূর্বে খোদা 'বারাহীনে আহমদিয়া' গ্রন্থে আমার নাম মোহাম্মদ ও আহমদ রেখেছেন এবং এবং আমাকে হযরত মোহাম্মদের (সাঃ)-এর সত্তা বলে ঘোষণা করেছেন।–(এক গলতিকা ইযালা)।

৪। সূরা ছাফ-এ অবতীর্ণ আয়াত (যার অর্থ) "একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, তাঁর নাম হবে আহমদ।" এটা আমার জন্য বলা হয়েছে।–(যামিমা তোহফায়ে গোলড়বিয়া, ২১ পৃঃ)। (কাদিয়ানীরা মির্যা সাহেবের আসল নাম 'আহমদ' বলে এ আয়াতের বরাতে উল্লেখ করে। অথচ কে না জানে যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এরই অন্যতম নাম হলো 'আহমদ'। এ আয়াতের 'আহমদ' হবেন রাসূল বা 'কিতাবধারী নবী'। তিনি মির্যা সাহেবের দাবীমত উম্মতি নবী হবেন না, শরীয়তবিহীন নবী বা 'মোহাম্মদী মসীহ,' ইমাম মাহদী হবেন না। আর সেই রাসূলই হয়েছেন সর্বশেষ নবী সাঃ। এখানে অন্য কারো রাসূল হওয়ার অবকাশ নেই।)

www.pathagar.com

৫। "ওয়ামা আরছালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লীল আলামীন" (তোমাকে বিশ্বের রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি)।-এটা আমার প্রতি অবতীর্ণ ইলহাম।-(আনজামে আথহাম)। মির্যা সাহেবের অন্য গ্রন্থ 'তাষকেরা'তেও অনুরূপ বর্ণনার উল্লেখ আছে।

৬। আমাকে বলা হয়েছে যে, আমার নাম কোরআন ও হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে এবং আমিই এ আয়াতের মূল লক্ষ্য ঃ হুয়াল্লাজী আরছালা রাসূলাহু বিলহুদা ওয়া দ্বীনেল হাক্ক ---। (অর্থ) তিনি ঐ সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন সব ধর্মের ওপর বিজয় দান করে।-সূরা তওবা।-(এজাজে আহমদী পৃঃ ৭) এ আয়াতে ও অন্যান্য আয়াতে 'রাসূল' শব্দ দ্বারা এ অধীনের কথাই বলা হয়েছে।-তাবলীগে রিসালাত, দশম খন্ড পৃঃ ১০৪)।

৭। খোদা আমার ওহী, আমার বায়আত ও আমার শিক্ষাকে নূহের নৌকা আখ্যা দিয়েছেন এবং সকল মানুষের মুক্তি এর ওপর নির্ভরশীল রেখেছেন। (আরবাঈন ঃ ৪ হাশিয়া পৃঃ ৬)।

৮। আমাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ জগত সৃষ্টি করতেন না।-(হকিকাতুল ওহী পৃঃ ৯৯)। (পবিত্র হাদিস 'লাও লাকা'-এর বরাতে কে না জানে যে, শেষ নবী (সাঃ)-কে সৃষ্টি না করা হলে কিছুই সৃষ্ট হতো না।)

৯। আজ তোমাদের জন্য এ মসীহ (মির্জা সাহেব) ব্যতীত কোনই শাফায়াতকারী নেই।-(দাফেউল বালা পৃঃ ২৫)।

১০। হযরত (সাঃ)-এর আবির্ভাব দু'বার কিংবা শব্দ রদবদল করে এভাবেও বলতে পার যে, একটি রূপক আকারে হযরত (সাঃ)-এর দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যা মসীহ মাওউদ ও মাহদী মাওউদ (অর্থে মির্জা কাদিয়ানীর)-এর আবির্ভাব দ্বারা পূরণ করা হয়েছে।-(তোহফায়ে গোলড়বিয়া পৃঃ ৯৪)

১১। বিভিন্ন কামালাত যা অন্য সব নবীর মধ্যে পাওয়া যেতো তার সবই হযরত রাসূলে করীমের মধ্যে তাদের থেকে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, আর ঐ সব কামালাত হযরত রাসূলে করীম থেকে রূপকভাবে আমাকে প্রদান করা হয়েছে। এ কারণেই আমার নাম আদম, ইব্রাহীম, মূসা, নূহ, দাউদ, ইউসূফ, সুলায়মান, ইয়াহহিয়া, ঈসা ইত্যাদি। প্রথম যুগের সমস্ত নবী, নবী করীমের বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর প্রতিবিম্ব

www.pathagar.com

ছিলেন আর এখন আমি হচ্ছি সকল গুণাবলীতে নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতিবিম্ব।-(মালফুযাতে আহমদীয়া, তৃতীয় খন্ড পৃঃ ২৭০, রাবওয়া মুদ্রণ)।

১২। যখন আমি রূপকভাবে হযরত (সাঃ) এবং যখন রূপকভাবে নবুয়তে মোহাম্মদিয়া সহ সমস্ত কামালাতে মোহাম্মদী আমার রূপক আরশীতে প্রতিবিম্বিত তখন আমি কিভাবে সেই পৃথক মানুষ হলাম যে পৃথকভাবে নবুয়তের দাবী করেছে ?- (এক গলতিকা ইযালা)।

১৩। আমি ছায়াগতভাবে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম। এক্ষেত্রে খাতামান নবীঈনের মোহর ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কারণ মোহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়ত 'মোহাম্মদ' পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলো। অন্য কথায় মোহাম্মদ (সাঃ) নবী থাকলেন-অন্য কেউ নহে। অর্থাৎ উপস্থিতভাবে আমিই যে মোহাম্মদ এবং মোহাম্মদী নবুয়তের সমস্ত পূর্ণতা আমার ছায়ার আয়নাতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তখন কে আর স্বতন্ত্রভাবে পৃথক সত্তায় নবুয়তের দাবী করলো।-(এক গলতিকা ইযালা।)

যুগের নবী রাসূল মোহাম্মদ (সাঃ) হওয়ার জন্য নবুয়তের কি জঘণ্য তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ! কতবড় মারাত্মক ও দুঃসাহসিক কথা ! মির্যা গোলাম আহমদ এখন স্বয়ং মোহাম্মদ (সাঃ)! হযরত (সাঃ)-এর সমস্ত মর্যাদা ও যোগ্যতা এখন তাকে দান করা হয়েছে। অর্থাৎ এ যুগে তিনিই সর্বগুণে মোহাম্মদ (সাঃ)। কত নাপাক তার চিন্তাধারা! মানবজাতির মধ্যে যে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দ্বিতীয় কোন জুড়ি নেই, যিনি আল্লাহাতা'আলার প্রিয়তম হাবিব ও বান্দা, "বাদ আয খোদা বুজুর্গ তুই-ই" (আল্লার পরে তুমিই সবচেয়ে মহান)- যার শান এবং আল্লাহ্ শেষ ঐশী গ্রন্থ পাক কোরআনে যার কথা বিভিন্ন ভাবে অতি সুন্দর ভাষায় উল্লেখ করেছেন, মির্যা কাদিয়ানীর মত নিকৃষ্ট ও অভিশপ্ত ব্যক্তি তাঁর (সাঃ) সমকক্ষতা দাবী করলো। কি মহাপাপের কথা!

মির্যা গোলাম আহমদ 'খুতবায়ে এলহামিয়া' নামে একটি কিতাব লিখেন। এ বইটি ১৩১৯ হিজরী সনে প্রথম 'কাদিয়ান' হতে প্রকাশিত হয়। এর ১৭০ হতে ২০০ পৃষ্ঠায় শেষ নবী সম্পর্কে মির্জা সাহেব অনেক বক্তব্য রেখেছেন। সেখানে শেষ নবী (সাঃ) সম্পর্কে অনেক অপ্রিয় বক্তব্যও রয়েছে। বইটির ১৮০ পৃষ্ঠায় মির্যা কাদিয়ানীর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হওয়ার কারণ হিসেবে, কাদিয়ানী আকীদা অনুসারে বলা হয়েছে যে, ভাগ্যলিপি এটাই ছিল যে, হযরত খাতামান নবীঈন মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। প্রথমবার তিনি মোহাম্মদ (সাঃ) রূপে

www.pathagar.com

মক্কায় আবির্ভূত হয়েছেন এবং দ্বিতীয়বার কাদিয়ানে আবির্ভূত হয়েছেন রূপক আকারে মির্যা গোলাম আহমদ রূপে। অর্থাৎ মির্যা কাদিয়ানীর রূপক আকারে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর রুহানিয়াত, পরিপূর্ণতাসহ দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হয়েছেন।

একই পুস্তকের ১৭১ পৃষ্ঠায় দেখানো হয়েছে যে, মির্জা কাদিয়ানীর সত্তা আর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্তা হুবহু এক ও অভিন্ন। এখানে মির্যা সাহেব বলেন–"এখন খোদা আমার ওপর এ রাসূলে করীমের 'ফায়য' (কলাণ-পরশ) নাযিল করেছেন, সেটাকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং ঐ নবী করীমের ঔদার্য ও বদান্যতাকে আমার দিকে টেনে এনেছেন। এমনকি আমার সত্তা তাঁর সত্তা হয়ে গেছে।"

শুধু মির্জা কাদিয়ানীই নহেন। তাঁর ছেলেরা ও ভক্ত-পারিষদবর্গ বিভিন্ন ভাবে তাদের রচিত গ্রন্থে ও পত্রিকায় বক্তব্য প্রকাশ করে দেখিয়েছেন যে, এ যুগে মির্যা সাহেবই হলেন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। এসব বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কাদিয়ানীরা আযান, দোয়া-দরুদ, কালেমা-নামায, তেলাওয়াত প্রভৃতিতে 'মোহাম্মদ বা রাসুলুল্লাহ' শব্দ দ্বারা মির্যা গোলাম আহমদকে বোঝে। এটাই তাদের আকীদা।

মির্জা গোলাম আহমদের ছেলে মির্জা বশীর আহমদ এম, এ, 'কলেমাতুল ফজল' নামে একটি পুস্তক লিখেছেন। এতে কাদিয়ানীদের বিশ্বাস মতে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এর মধ্যে মির্যা সাহেব শামিল রয়েছেন বলে উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থের ১৫৮ পৃষ্ঠায় তিনি রিভিউ অব রিলিজিয়নস, মার্চ-এপ্রিল ১৯১৫ ইং সংখ্যার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন– "মসীহে মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ নিজেই মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ যিনি ইসলাম প্রচারের জন্য দ্বিতীয়বার তশরীফ এনেছেন। সুতরাং আমাদের মির্যায়ীদের জন্য নতুন কলেমার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, যদি মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর স্থলে অন্য কেউ হতেন তবে নতুন কলেমার প্রয়োজন পড়তো। (নাউযুবিল্লাহ)। অবশ্য মির্যায়ীদের একটি দল "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আহমাদুর রাসূলুল্লাহ" নামে কলেমা প্রবর্তন করেছে।

কাদিয়ানীদের জানা উচিত যে, কেউ যদি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর মধ্যে অন্যকে শামিল করে তবে সে যেমন অমুসলিম কাফের হয়ে যায়, তেমনি "মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এর মধ্যে অন্য কাউকে শামিল করলেও কাফের হতে হবে–ইসলাম ধর্ম তার দ্বীন থাকবে না। সে হবে তখন অন্য জাতির মধ্যে শামিল। এ কলেমাতে শরীক সাব্যস্ত করাতে স্বভাবতই কাদিয়ানীরা অমুসলিম জাতিতে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

উক্ত গ্রন্থে ১০৪ ও ১০৫ পৃষ্ঠায় মির্যা বশীর বলেন–"এবং যেহেতু পুরোপুরি সামঞ্জস্য থাকার কারণে প্রতিশ্রুত মসীহ (মির্যা কাদিয়ানী) এবং নবী করীমের মধ্যে কোন দ্বিতীয়ত্ব বাকি থাকেনি, এমনকি তাদের উভয়ের সত্তাও এক সত্তারই হুকুমের অধীন যেমন প্রতিশ্রুত মসীহ বলেছেন,–এমনকি আমার সত্তা তাঁরই (মোহাম্মদের) সত্তা হয়ে গেছে।–খুতবায়ে এলহামিয়া পৃঃ ১৭১।"

"এবং হাদিসেও এসেছে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন,–প্রতিশ্রুত মসীহকে আমারই কবরে দাফন করা হবে–যার অর্থ এটাই যে তিনি আমিই অর্থাৎ মসীহ (আঃ), নবী করীম (সাঃ) থেকে পৃথক কোন জিনিস নন, বরং তিনি তারই, যা রূপক আকারে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আবির্ভূত হবে।--- একথার মধ্যে কি কোন সন্দেহ থাকে যে, কাদিয়ানে আল্লাহতা'য়ালা পুনরায় মোহাম্মদ (সাঃ)-কে প্রেরণ করেছেন।"

একই পুস্তকের ১১৩ পৃষ্ঠায় মির্জা বশীর আহমদ বলেন–"প্রত্যেক নবীকে আপন যোগ্যতা ও কর্ম অনুযায়ী 'কামালাত' (প্রকৃষ্টতা বা পরিপূর্ণতা) দান করা হতো–কাউকে বেশী আবার কাউকে কম; কিন্তু প্রতিশ্রুত মসীহ (মির্যা কাদিয়ানী) তখনি নবুয়ত পান যখন তিনি নবুয়তে মোহাম্মাদিয়ার যাবতীয় 'কামালাত' এর অধিকারী হন এবং একজন ছায়ানবী হিসেবে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। এ যিল্লী নবুয়ত প্রতিশ্রুত মসীহ (মির্যা কাদিয়ানী)-কে পিছনে ঠেলে দেয়নি বরং আগে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এ পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে যে, তাকে নবী করীম (সাঃ)-এর পাশাপাশি দাঁড় করিয়েছে।

কাদিয়ানীদের "আল-ফজল" পত্রিকা কাদিয়ান হতে ১৯২২ সালের ১৬ অক্টোবর সংখ্যায় এক কাদিয়ানীর বাণী এভাবে প্রচার করে ঃ

"হে আমার প্রিয়, হে আমার প্রাণ, হে আমার রাসূলে কাদনী–প্রথম আবির্ভাবকালে তুমি ছিলে মোহাম্মদ, এখন হয়েছো আহমদ, পুনরায় তোমার ওপর কোরআন নাযিল হয়েছে।" ঐ একই পত্রিকা ১৯২৮ সালের ২৮ শে মে সংখ্যায় ছন্দোবদ্ধভাবে লেখে ঃ

"চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনাপর্ব ধন্য হোক,
যে পর্বে তিনি (সাঃ) আঁধার রাত্রের পূর্ণচন্দ্র হয়ে এসেছেন।
মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পর উম্মতের নিরাময়ের জন্য

www.pathagar.com

এবার আহমদ মোজতবা হয়ে এসেছেন।
তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাবের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে,
যখন মোস্তফা (সাঃ) মির্যা হয়ে এসেছেন।"

ঐ পত্রিকাটি ১৯১৭ সালের ২৬শে সেপ্টেবর সংখ্যায় লেখে–"হে মুসলমান নামধারিগণ, যদি তোমরা প্রকৃতই ইসলামের উন্নতি চাও এবং বাকী দুনিয়াকে নিজেদের দিকে আহবান করতে চাও, তাহলে সর্বপ্রথমে নিজেরাই সত্যিকার ইসলামের দিকে আস যা মসীহ মাওউদ (মির্যা কাদিয়ানী) এর মধ্যে এসে মিলিত হয়েছে। তারই গুণে আজ জলস্থলের রাস্তাসমূহ উদঘাটিত হয়। তারই আনুগত্যের মাধ্যমে মানুষ সাফল্য ও মুক্তির লক্ষ্যবিন্দুতে পৌঁছতে পারে। তিনি হচ্ছেন সেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের গর্ব, যিনি আজ থেকে তেরশ' বছর পূর্বে রাহমাতুললিল আলামীন হিসেবে এসেছিলেন।" একই কথা পত্রিকাটির ১৯১৫ সালের এক সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছিল অন্যভাবে–"মির্যা গোলাম আহমদ হলেন সে-ই খাতামুল মুরসালীন, সে-ই ফখরুল আউয়ালীন ও আখেরীন যিনি আজ থেকে ১৩শ' বছর আগে রহমাতুললিল আলামীনরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।" ('কাদিয়ানী মাযহাব' ২৬৪ পাতায় উধৃত)। পত্রিকাটি এর ১৬ সেপ্টেবর ১৯১৫ সংখ্যায় লেখে–"মির্যা গোলাম আহমদ এর মর্যাদা এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা একই।"

সকল ধর্মের ঘোষণা অনুসারে সর্বশেষ নবীর আবির্ভাব হয়েছে। তাই দেখা যায় যে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নাম ও গুণবাচক পদবীর উল্লেখ রয়েছে। হিন্দুধর্মের 'মহাজন' ও 'কল্কি অবতার', পার্সী ধর্মের 'আমেদ', বৌদ্ধধর্মের 'মৈত্তেয়', তাওরাত ও ইঞ্জিলের 'সহায়' ও 'প্যারাক্লিত' যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এতে কোন সন্দেহ নেই। সর্বধর্মের শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতরা তা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। অথচ কাদিয়ানীরা বলছে যে, এসব পদবী ও নামে মির্যা গোলাম আহমদকে বুঝানো হয়েছে তিনিই সকল ধর্মশাস্ত্রের, সকল জাতির 'প্রতিশ্রুত পুরুষ"। সত্যের কি অপলাপ!

এমনিভাবে কাদিয়ানীরা আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল ও সর্বশেষ নবীর (সাঃ) অস্তিত্ব বা সত্তাকে অস্বীকার করেছে। সে মহান সত্তাকে তারা মির্যা গোলাম আহমদের নাপাক সত্তার মাঝে বিলীন করে, একীভূত করে বিলুপ্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এর পরও কি কেউ তাদেরকে মুসলমান বলে মনে করতে পারে ?

www.pathagar.com

কাদিয়ানীদের 'বদর' পত্রিকা কাদিয়ান হতে ২৫ শে অক্টোবর ১৯০৬ সালে আকমল গৌলিকীর একটি ছন্দোবদ্ধ ভাষ্য প্রকাশ করে যার বাংলারূপ নিম্নে দেয়া হলো–

"মোহাম্মদ মোদের মাঝে এসেছে আবার
অধিকারী হয়ে এবার অধিক মর্যাদার।
পরিপূর্ণ মোহাম্মদকে দেখতে যদি চাও,
কাদিয়ানে গোলাম আহমদকে দেখে যাও।"

উদ্ধৃতি আর বাড়িয়ে লাভ নেই। উপরোক্ত কবিতাটিতেও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শানে বেআদবি প্রকাশিত হয়েছে। এ অবমাননাকর কবিতাটি মির্যা কাদিয়ানীর সামনে পঠিত হয় এবং সুন্দর হস্তাক্ষরে অভিনন্দন পত্র হিসেবে পেশ করা হয়। মির্যা সাহেব তা সানন্দে গ্রহণ করেন। তখন মির্যা কাদিয়ানী বা অন্য কেউ এর প্রতিবাদ করেনি। অথচ মিঃ মোহাম্মদ আলী (মৃঃ ১৯৫২ খৃঃ) সহ অন্যান্য আহমদী নেতারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শুধু কি এই। মির্যা কাদিয়ানী ও তার অসংখ্য ভক্তের রচনায় সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অপমান করা হয়েছে। একালের সালমান রুশদীর চেয়েও জঘণ্য ছিল তাদের বক্তব্যগুলো। বস্তুতঃ আল্লাহতা'য়ালা, ইসলাম ধর্ম, কোরআন-হাদীস, নবী-রাসূল, প্রাণ প্রিয় সর্বশেষ নবী (সা) ও তার সাহাবা, আহলে বায়েত ও উম্মতের মাশায়েখ ও মুসলমানদের প্রতি মির্যা সাহেব যে ধরণের বিরূপ ও জঘণ্য মন্তব্য রেখেছেন এতে তাকে সহজেই রুশদীর অগ্রজ আখ্যা দেয়া যায়। অথচ এখন কাদিয়ানীরা প্রচার করে যে, মির্যা সাহেব নাকি রাসূল প্রেমে ফানা ছিলেন। এমনকি রাসূল প্রেমে বিলীন হয়েই তিনি 'নবী' হয়েছেন। তারা প্রচার পত্রে মির্যা কাদিয়ানীর কথিত নিম্নোক্ত কবিতা প্রকাশ করে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে–

"খোদার পরে মোহাম্মদের প্রেম যদি হয় কুফুর সম
খোদার কসম সেই প্রেমেতে কাফের আমি প্রধানতম।"

–স্বরণিকা, বাংলাদেশ লাজনা ইমাউল্লাহ' ১৯৮৯।

কি জঘণ্য প্রতারণা! মির্জায়ীদের নবী বিরোধী আরো কিছু বক্তব্য সুধী পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য এখানে তোলে দেয়া হলো ঃ

www.pathagar.com

মির্জা কাদিয়ানী তার রচিত 'খুতবায়ে এলহামিয়া' (১৯০২ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থে বলেন–'ইসলামের সূচনা হয়েছে অর্ধচন্দ্ররূপে আর ভাগ্যচক্রে এটাই ছিল যে, পরিণামে শেষ যুগে আল্লাহর হুকুমে তা পূর্ণচন্দ্ররূপে প্রকাশ লাভ করবে। অতএব আল্লাহর হিকমত এটাই চাইল যে, সে-ই যুগে ইসলাম পূর্ণচন্দ্রের রূপ ধারণ করুক।" (পৃঃ ১৮৪) এখানে মির্যা সাহেব বলছেন যে, রাসূলে মক্কী (সাঃ)-এর ইসলাম অর্ধচন্দ্রের মতো প্রভাহীন ছিল আর তার ইসলাম পূর্ণচন্দ্রের মতো উজ্জ্বল। কি অশালীন কথা!

"আর এটাতো প্রকাশ্য ব্যাপার যে, আমাদের নবী করীম (সাঃ)-এর যুগেই 'ফাতহে মুবীন' (নিশ্চিত বিজয়) -এর যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। বাকী রয়েছে দ্বিতীয় বিজয় যা প্রথম বিজয় হতে বৃহৎ ও অধিকতর প্রকাশ্য। আর ভাগ্যলিপিতে এরূপই ছিল যে, সেই যুগ হবে 'প্রতিশ্রুত মসীহ' (মির্যা কাদিয়ানী)-এর যুগ।"–(পৃঃ ১৯৩)। এখানে মির্যা সাহেবের যুগকে 'বৃহৎ ফাতহে মুবীন' বা সর্ববৃহত্তম নিশ্চিত বিজয় আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর শেষ নবী (সাঃ)-এর যুগকে শুধুমাত্র ফাতহে মুবীন বা ছোট নিশ্চিত বিজয় বলে অভিহিত করা হয়েছে।

"আমাদের নবী করীম (সাঃ)–এর রুহানিয়াত মক্কায় আবির্ভাবকালে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ লাভ করেছিল আর সে যুগ রুহানিয়াতের উন্নতির শেষকাল ছিল না বরং চরম উৎকর্ষতার প্রথম পদক্ষেপ ছিল মাত্র। অতঃপর এ রুহানিয়াত এ যুগে ষোলকলায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।"–(পৃঃ ১৭৭)। এখানে বলা হয়েছে যে, মোহাম্মদ (সাঃ) আবির্ভাবকাল রুহানিয়াত বা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রথম পদক্ষেপ আর মির্জা কাদিয়ানীর আবির্ভাবকাল হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতির চূড়ান্ত পদক্ষেপ তথা মি'রাজকাল। গ্রন্থটির ১৮১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, মির্জা কাদিয়ানীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর থেকেও শক্তিশালী, পরিপূর্ণ ও সঠিক ছিল।–নাউযুবিল্লাহ।

মির্জা সাহেব তার অন্যান্য গ্রন্থেও শেষ নবী (সাঃ) সম্পর্কে আপত্তিকর বক্তব্য রেখেছেন। এর কিছু উদাহরণ দেখুন ঃ

"তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনে নাও যে, এখন মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নামের তাজাল্লী উদ্ভাসিত হওয়ার সময় নয়। অর্থাৎ এখন জালালী রংয়ের কোন খিদমত বাকী নেই। কেননা প্রয়োজনানুসারে ঐ জালাল (মহিমা, বিক্রম) ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়ে গেছে। সূর্যের কিরণ এখন সহনীয় নয়, এখন চন্দ্রের মিষ্টি শীতল আলোর প্রয়োজন। আর তা হচ্ছি আহমদের রংয়ে আমি-ই।"–(আবরাঈনঃ ৪ পৃঃ ১৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ)।

www.pathagar.com

"কয়েকটি ইলহাম মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বোধগম্য হয়নি। তাঁর (মোহাম্মদ সাঃ) থেকে কয়েকটি ভুল-ত্রুটি হয়েছে। কয়েকটি ইলহাম তিনি বুঝতে পারেননি।"-(এযালাতুল আওহাম, লাহোর সংস্করণ)।

"মোহাম্মদ (সাঃ) পরিপূর্ণভাবে ধর্মপ্রচার করতে পারেননি। আমি সে কাজ পূর্ণ করে দিয়েছি।"-(তোহফায়ে গোলড়বিয়া, হাশিয়া, পৃঃ ১৬৫) এ পুস্তকের (রাবওয়া মুদ্রণ) ৬৭ পাতায় মির্জা সাহেব বলেন ঃ "মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মুজিযার সংখ্যা তিন হাজার"। আর বারাহীনে আহমদীয়া (৫) গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন "আমার মুজিযার সংখ্যা হলো দশ হাজার।" মির্যা কাদিয়ানীর এসব পুস্তকে নিজের মুজিযার সংখ্যা তিন লাখের বেশী বা দশ লাখও উল্লেখ রয়েছে। তিনি 'কিসতীয়ে নূহ' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ "ধন্য সে, যে আমাকে চিনেছে। আমি আল্লাহতা'আলার পথসমূহের শেষ পথ এবং তার যাবতীয় নূরের মধ্যকার শেষ নূর। হতভাগা সে, যে আমাকে পরিত্যাগ করলো। কেননা আমি ছাড়া সবই অন্ধকার।"-(পৃঃ ৫৬ কাদিয়ান মুদ্রণ ১৯০২)। 'ইজাযে আহমদী' নামক গ্রন্থে মির্যা সাহেব বলেন-"তার (মোহাম্মদ-সাঃ) জন্য চন্দ্র গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল আর আমার জন্য প্রকাশিত হয়েছে চন্দ্র গ্রহণ, সূর্য গ্রহণ উভয়ই -(পৃঃ ৭১)। 'নযুলুল মসীহ' গ্রন্থের ৯৬ পাতায় তিনি বলেন-"মোহাম্মদ (সাঃ) ও আমার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কেননা, আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা প্রতিনিয়ত আমার সাথে রয়েছে।"

কাদিয়ানীদের পরিচালিত ও প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলো এ ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। তাদের পত্রিকা 'রিভিও অব রিলিজিয়ন্স' (১৯২৯ সালের মে সংখ্যা) বলে-"হযরত মসীহ মাওউদ (মির্যা সাহেব)-এর বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতা ছিল মোহাম্মদ (সাঃ)-এর চেয়েও উন্নততর। ----- আর এটা হচ্ছে অংশতঃ প্রকৃষ্টতা, যে ক্ষেত্রে হযরত মসীহ মাওউদ ছিলেন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অগ্রে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বুদ্ধিবৃত্তিক পারদর্শিতাসমূহ তৎকালীন সভ্যতা-সংস্কৃতির অপূর্ণতার কারণেই প্রস্ফুটিত হয়নি।"

কাদিয়ানীদের 'আল ফজল' পত্রিকাতে এরূপ অনেক বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এর কয়েকটি নমুনা এখানে দেখুন-

"মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা --- খৃষ্টানদের হাতে তৈরী পনীর খেয়ে নিতেন, অথচ এ কথাটি বহুল প্রচারিত ছিল যে, তাতে শুকরের চর্বি মিশ্রিত ছিল।"-(২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪, কাদিয়ান)।

www.pathagar.com

"এটা একেবারে খাঁটি কথা যে, ব্যক্তি মাত্রই উন্নতি করতে পারে এবং মহৎ হতে মহত্তর মর্যাদা লাভ করতে পারে, এমনকি মোহাম্মদ রাসুলূল্লাহ (সাঃ) থেকেও আগে বেড়ে যেতে পারে।"–(১৭ই জুলাই' ১৯২২ সাল)।

এসব কারণেই কাদিয়ানীরা "বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার" এর নামে 'আহমদিয়াত' প্রচার করে থাকে। এটাই মসীহ মাওউদের ইসলাম। মির্জা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (১৮৮৯-১৯৬৫) বলেন–"তোমরা সেই ইসলাম প্রচার কর যা মসীহ মাওউদ (মির্জা সাহেব) নিয়ে এসেছেন"–(মনসবে খিলাফত পৃঃ ২০)। এ ধর্ম গ্রহণ করলে মানুষ মুসলমান হয় না, হয় আহমদী। মির্জা বশীর উদ্দীন মাহমুদ বলেন–"যেদিন থেকে তুমি আহমদী হয়েছো। সেদিন থেকে তোমার জাতি 'আহমদিয়াত' হয়ে গেছে।"–(মালাইকাতুল্লাহ পৃঃ ৪৬)।

উপরোক্ত আলোচনা হতে সুধী পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, মির্যা সাহেব নিজেকে সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হতে শ্রেষ্ঠ, মর্যাদাবান ও গুণবান বলে দাবী করেছেন। আবার তিনি তাঁর (সাঃ) যিল্লি বা ছায়ারূপে নবী হওয়ার দাবীও করেছেন। স্মর্তব্য যে, শেষ নবীর (সাঃ) কোন ছায়া ছিল না। তিনি শেষ নবীর আধ্যাত্মিক ও আত্মিক পুনরাগমনকারী বলেও দাবী করেছেন। অথচ এরূপ পুনরাগমনের ধারণা বা বিশ্বাস ইসলামী আকীদার পরিপন্থী। এটা হলো মানিকীয়, হিন্দু ও বৌদ্ধ মতবাদের পুনঃজন্মবাদের ধারণাপ্রসূত ব্যাপার। বাংলায় কাদিয়ানীদের অনূদিত 'কুরআন মজিদ' (১৯৮৯)-এর অনেকগুলো আয়াতের ব্যাখ্যায় দেখানো হয়েছে যে, "প্রতিশ্রুত মসীহর সত্তার মধ্যেই মহানবী (সাঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন সম্পন্ন হইবে।"–(পৃষ্ঠাঃ ১১৭০-৭১, টীকাঃ ৩০৪৬)। অর্থাৎ পৌত্তলিক হিন্দুদের পুনঃজন্মবাদের অধীনে মহানবী (সাঃ) মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন।–নাউযুবিল্লাহ।

এমনিভাবে কাদিয়ানীরা কোরআন ব্যাখ্যার ছদ্মাবরণে পুনঃজন্মবাদের বিশ্বাসকে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর একই সাথে তারা মির্জা সাহেবকেই সর্বশেষ নবী আল-আরবী (সাঃ)-এর স্থলে যুগের 'নবী' বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখছে। এসব কারণেই তারা মুসলিম উম্মত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি বাতিল ধর্মের অনুসারী হয়েছে। তাই বিশ্বের সকল মুসলিম তাদেরকে অমুসলিম কাফের বলে ঘোষণা করেছে। আর বিশ্বমানবতা রক্ষার স্বার্থে, মুসলিম স্বার্থে ও কাদিয়ানীদের স্বার্থে এরূপ ঘোষণার প্রয়োজন ছিল।

www.pathagar.com

কাদিয়ানীদের মতে সব মানুষই বেহেশতী হবে

ইসলাম ধর্মের চিরন্তন বিধানের অধীনে লালিত আকিদা-বিশ্বাস মতে দোযখ বা জাহান্নাম চিরস্থায়ী এবং কাফের-মুশরিকরা চিরকাল সেখানে থেকে স্থায়ী আযাব বা শাস্তি ভোগ করবে। এর বিপরীতে কাদিয়ানীরা বিশ্বাস করে যে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষই একদিন বেহেশত লাভ করবে এবং দোযখ অস্থায়ী, একদিন এর অস্তিত্ব লোপ পাবে। এমনিভাবে ইসলামের অনেক মৌলিক আকিদাই কাদিয়ানী ধর্মে গৃহীত হয়নি। সে ধর্মের সবকিছুই ইসলাম হতে আলাদা। তাই বিশ্ব মুসলিম কাদিয়ানীদেরকে ইসলাম ধর্ম বহির্ভূত একটি বাতিল ধর্মের অনুসারী বলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সব মানুষই যদি অবশেষে বেহেশত লাভ করে, তবে মানুষ সৎকর্ম, সততা, ধর্মবোধ, ধর্ম পালন ইত্যাদি কর্মে নিষ্ঠাবান হতে পারে না। এরূপ আকিদা পোষণ করে বলেই দেখা যায় যে, অনেক কাদিয়ানী বাস্তবে সততার ধার ধারে না বরং শয়তানের অনুসরণে মনের ইচ্ছামত কাজ করে। এখন কথা হলো, কাদিয়ানীদের এ ধর্মবিশ্বাস কি মানুষের জন্য কোন মঙ্গল বয়ে এনেছে ? ইহ-পরকালে মানুষের জন্য কোন মঙ্গলই কাদিযানীরা দিতে পারেনি। আসল কথা হলো সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়তের বিরোধিতা মানুষকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, সে তখন যে কোন কাজ করতে দ্বিধা করে না। কাদিয়ানীদের অবস্থাও এমনি হয়েছে।

জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে বেহেশতী বানাতে গিয়ে কাদিয়ানীরা পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতের বিকৃত ও ভুল অর্থ করেছে এবং অগ্রহণযোগ্য হাদীসকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছে। অথচ সে হাদীসেও শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, একদিন দোযখের অস্তিত্ব থাকবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতেই কোন কোন শাস্ত্রবিদ জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন যে, কোটি কোটি বছর কঠোর আযাব ও শাস্তি ভোগ করার পর কাফের মুশরিকরা জীব-জানোয়রের মত মাটির সাথে মিশে অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে, তবুও বেহেশত লাভ করবে না। কাদিয়ানীরা এ পর্যায়ে কোরআনের বিকৃত ব্যাখ্যা ও অর্থ করতে গিয়ে বহু কষ্ট কল্পনা ও কূটতর্কের আশ্রয় নিয়েছে, যা কোন ধর্মের বিষয় হতে পারে না। তারা "ফিহা খালিদুন" শব্দের অর্থ দোযখের বেলায় 'দীর্ঘকাল অবস্থান', আর বেহেশতের বেলায় 'চিরকাল অবস্থান' লিখেছে। দেখুন কাদিয়ানীদের কোরআন মজীদ (১৯৮৯) নামের তফসীর গ্রন্থের সূরা আল বাকারার ৮২ ও ৮৩ আয়াত। ঐ গ্রন্থে তারা দোযখের আযাবের বেলায় 'আবকা' শব্দের অর্থ করেছে 'দীর্ঘকাল' (সূরা ত্বাহাঃ ১২৮)

www.pathagar.com

আর পরকালের জীবন বুঝাতে 'আবকা' এর অর্থ করেছে 'স্থায়ী' (সূরা আ'লাঃ ১৮)। আবার সূরা আল-বাকারার ৪০ আয়াতের অর্থ লিখেছে–"ইহারাই আগুনের অধিবাসী, তথায় তাহারা বসবাস করিতে থাকিবে।" এর মূলে আরবী হলো–"উলাইকা আসহাবুন নার হুম ফিহা খালিদুন।" এখানে 'ফিহা খালিদুন' অর্থে চিরকাল বা দীর্ঘকাল–কোনটাই লিখা হয়নি। এমনিভাবে পবিত্র আয়াতের শব্দার্থ তাদের ধর্মের আকিদা রক্ষার সুবিধার্থে যেখানে যেভাবে প্রয়োজন সেখানে সেভাবে করা হয়েছে। সূরা আল বাকারার ৪০ আয়াতের টীকায় (৭৪) তারা লিখেছে–

"ইসলাম দোযখের চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাস করে না। বরং শাস্তি দ্বারা সংশোধিত করার স্থান মনে করে; যেখানে পাপীরা পাপের পরিমাণ ও গভীরতা অনুযায়ী এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আধ্যাত্মিক পরিচর্যা বা চিকিৎসার অধীনে থাকিয়া পাপ মুক্ত হয়।" গ্রন্থটিতে এরূপ কথা অনেক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা হুদের ১০৯ আয়াতের টীকায় (১৩৫১) আছে–

"হিন্দু ধর্মমতে স্বর্গ এবং নরক (পুরস্কার এবং শাস্তি) উভয়ই সীমাবদ্ধ কালের জন্য। মানুষকে তাহার কর্মফল স্বরূপ শাস্তি বা পুরস্কার ভোগ করার পর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। সেমেটিক ধর্মগুলির মধ্যে ইহুদী ধর্মমতে অ-ইহুদীগণ বেহেশতে যাইবে না এবং ইহুদীগণকে দোযখের আযাব অল্প কিছুদিন ব্যতিরেকে ভোগ করিতে হইবে না। খৃষ্টধর্মের মতে বেহেশত ও দোযখ উভয়ই চিরস্থায়ী, ...। ইসলাম এই সকল ধর্ম মতের বিরুদ্ধে মৌলিকভাবে দ্বিমত পোষণ করে। ইসলাম ধর্মের মতে জান্নাত বা বেহেশত চিরস্থায়ী এবং জাহান্নাম বা দোযখ ক্ষণস্থায়ী এবং সীমিত কালের জন্য।" কাদিয়ানীদের ইংরেজী তফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ বলেন– "All souls will have attained paradise and the state of. Hell will be althogether terminated," তার মতে দোযখে কিছুদিন পাপের শাস্তি ভোগ করে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষই বেহেশতে স্থান পাবে এবং দোযখ বলে কিছু থাকবে না।

এমনিভাবে দোযেখের স্থায়িত্ব নিয়ে বহু কষ্ট-কল্পনা করেও কাদিয়ানীরা আসল সত্যকে অস্বীকার করতে পারেনি। এর প্রমাণ তাদেরই ভাষ্য হতে পাওয়া যায়। তাদের উক্ত তফসীরে সূরা মায়েদার ৩৮ আয়াতের অর্থ করা হয়েছে এভাবে–"তাহারা আগুন হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইতে পারিবে না এবং এক স্থায়ী আযাব রহিয়াছে।" একই সূরার ৭৩ আয়াতের (অংশ) অর্থ

www.pathagar.com

লিখেছে–"যে কেহ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে। আল্লাহ অবশ্যই তাহার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দেন এবং আগুনই তাহার আবাসস্থল।" আর সূরা 'আননাবা' এর ২৪ আয়াতে বলা হয়েছে–"উহারা সেথায় যুগ যুগ ধরিয়া অবস্থান করিবে।" তাদের যুগ শেষ হবে না। এক যুগের অব্যবহিত পরেই আরেক যুগ শুরু হবে। সুতরাং দোযখের আযাব চিরস্থায়ী, জাহান্নাম চিরস্থায়ী। এমনিভাবে কাদিয়ানীরা নিজেদের অজ্ঞাতেই সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

সূরা 'নাবা' এর ২৩ আয়াত (এটাই কাদিযানীদের তফসীরে ২৪ আয়াত। তারা 'বিসমিল্লাহ'কে একটি আয়াত ধরে সব সূরাতে আয়াতের সংখ্যা বাড়িয়েছে)। সম্পর্কে মুফাসসির মোহাম্মদ আবদুল হাকিম তাঁর তফসীরে বলেন ঃ "আয়াতের মর্ম এই যে, অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া অনির্দিষ্ট অনন্তকাল পর্যন্ত অথবা চিরকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। ইহাই সুন্নত অল-জামাতের পরিগৃহীত মত। কিন্তু কাদিয়ানী তফসীরকার মিঃ মোহাম্মদ আলি ও তাহার অন্ধ অনুসরণকারীরা বলেন যে, 'হোকব' বা 'আহকাব' এর পরিমাণ যতই দীর্ঘ হউক না কেন, উহার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ বা পরিসমাপ্তি অবশ্যই নির্ধারিত রহিয়াছে এবং উহা কখনই অনির্দিষ্ট অনন্তকাল অথবা চিরকাল হতে পারে না। সুতরাং ইহাদের ব্যাখ্যা অনুসারে অবিশ্বাসী কাফেররাও একদিন নরকের শাস্তি হইতে মুক্তি ও পরিত্রাণ লাভ করিবে।" ইহুদী-নাসারা ও মুশরিক-নাস্তিকদের পরম হিতৈষী সেজে কাদিয়ানীরা তাদের ধর্মের প্রচার-প্রসার কল্পে বেহেশত সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখতে প্রয়াসী। এ সম্পর্কে উক্ত তফসীরকার বলেন ঃ

"তবে পবিত্র কোরআন-হাদীসের সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী ধর্মদ্রোহীরা কখনও স্বর্গোদ্যান বা বেহেশতে গমন করিতে পারিবে না এবং তাহাদিগকে অনন্তকাল শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।" এ ব্যাপারে মূফতী মোহাম্মদ শফী (রহঃ) বলেন ঃ "সুদীর্ঘ সময়ের পর কাফের জাহান্নামীরা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। অথচ এটা কোরআনের অন্যান্য সুস্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থী–যেসব আয়াতে 'খালিদীনা ফিহা আবাদান' বলা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই উম্মতের ইজমা হয়েছে যে, জাহান্নাম কখনও ধ্বংস হবে না। এবং কাফেররা কখনও জাহান্নাম থেকে বের হবে না।"–(তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, অষ্টম খন্ড)।

জাহান্নামের চিরন্তনতা থাকবে না বা জাহান্নামীরা সেখানে চিরকাল থাকবে না–এর সমর্থনে প্রদত্ত যুক্তি দুটি কারণে ভুল বলে 'তাফহীমূল কোরআন' তফসীরেও উল্লেখ করা হয়েছে। এর একটি হলো–আরবী ভাষায় 'হকব'(এর বহু বচন 'আহকাব')

www.pathagar.com

দ্বারা এমন যুগ ও কাল অবশ্য বুঝতে হবে যা পর পর ও একটির পর একটি অব্যাহতভাবে আসতে থাকবে। এ যুগ ও কালের শেষ কখনো হবে না। দ্বিতীয় কারণ হলো– কোরআন মজীদের কোন আয়াত হতে কোন বিশেষ বিষয়ে এমন তাৎপর্য গ্রহণ করা নীতিগতভাবেই ভুল, যা সে বিষয়ে কোরআনেরই অপর আয়াতের বক্তব্যের বিপরীত হবে। কোরআনে ৩৪টি স্থানে জাহান্নামীদের প্রসঙ্গে 'খুলুদ' (চিরন্তন-চিরকাল) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর তিন স্থানে 'খুলুদ'-এর সাথে 'আবাদান' (চিরকাল) বসিয়ে স্পষ্টভাবে অধিক তাকিদ করা হয়েছে। –(সূরা নেছা ঃ ১৬৯, সূরা আহযাব ঃ ৬৫ এবং সূরা জ্বিন ঃ ২৩ আয়াতে 'অবাদান' রয়েছে)। তাছাড়া সূরা মায়েদার ৩৭ আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে–"তারা জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে, কিন্তু সেখান হতে তারা কখনই বের হতে পারবে না, তাদের জন্য স্থায়ী আযাব রয়েছে।" আর সূরা হুদের ১০৭–৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামীরা চিরকাল সেখানে থাকবে এবং জান্নাতবাসীরা চিরকাল সেখানে থাকবে –যতদিন আসমান-যমিন থাকবে, তবে আল্লাহ অন্য কিছু করলে ভিন্ন কথা। সুতরাং জাহান্নামে খোদাদ্রোহীরা চিরকাল থাকবে না–একথা বলা যায় না।

কাদিয়ানীদের বিকৃত ধর্মবিশ্বাস ও কথিত হাদীসের ভাষ্য কাফের-মুশরেকদেরকে চির জাহান্নামী হতে রেহাই দিতে পারছেনা। কারণ, কথিত হাদীস পবিত্র কোরআনের মূলনীতির বিরোধী বলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন যে, অংশীবাদিত্ব বা শেরেকী অপরাধ তিনি কখনই ক্ষমা করবেন না। এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো দেখুন–

ক) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁহার সহিত অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করিবেন না এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া দিবেন। (সূরা নেছা ঃ ১১৬, আরো দেখুন আয়াত ৪ঃ৪৮)

খ) নিশ্চয়ই যে আল্লাহর অংশী স্থির করে, তবে অবশ্য আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দেন এবং নরকানলই তাহার বাসস্থান। –(সূরা মায়েদা ঃ ৭২)

গ) নিশ্চয়ই যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে এবং আল্লাহর পথ হইতে প্রতিরোধ করে তৎপর অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে আল্লাহ কখনই তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। –(সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৪), (বঙ্গানুবাদ, মাওলানা মুঃ আবদুল হাকিমের তফসীর হতে গৃহীত)।

www.pathagar.com

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন বিধান অনুসারেই কাফের-মুশরেকরা কখনই জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে না বা কখনই বেহেশত লাভ করবে না। কারণ, তারা অবিশ্বাসী হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছে, তারা অহংকারী ও আল্লাহর নির্দেশনাবলীর অস্বীকারকারী। তাদের জন্যই বলা হয়েছে –"যে পর্যন্ত সূঁচের ছিদ্রে উট প্রবেশ না করে সে পর্যন্ত এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না–(সূরা আরা'ফ ঃ ৪০)। সূঁচের ক্ষুদ্রতম ছিদ্র দিয়ে যেমন বিশাল আকার উট কখনই প্রবেশ করতে পারবে না, তেমনিভাবে এসব মুশরেককরাও কখনই বেহেশতে যেতে পারবে না। আর দু'দিল বান্দা কপট বিশ্বাসী মুনাফেকরা তো নরকের সর্বনিম্ন স্তরে চিরকাল অবস্থান করবে–এটাও তো পবিত্র কোরআনেরই কথা, আল্লাহ তা'আলারই বিধান।

বিশ্বের ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, নাস্তিক সবই এখন পৌত্তলিক, আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনকারী মুশরেক। তারাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকারকারী। রাসূলে আরাবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শেষ নবুয়তের অস্বীকারকারীও একই পর্যায়ভুক্ত, তারাও আল্লাহ-রসূলকে অস্বীকারকারী। আর পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের আলোকেও দেখা যায় যে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা হিন্দু-বৌদ্ধদের মতই পৌত্তলিক মুশরেক হয়ে গিয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ ও তাঁর শেষ রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসকারীরা অতি সহজেই পৌত্তলিক ও অংশী স্থাপনকারীদের সাথে শামিল হয়ে যায়। সুতরাং যেখানে অংশীবাদী কাফের-মুশরেকদের আল্লাহ কোনদিনই ক্ষমা করবেন না, সেখানে তারা কিভাবে বেহেশত লাভ করতে পারে ? আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও সন্তুষ্টি ছাড়া তো কেউ আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে আসতে পারবে না। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, মানুষ যতই এবাদত-বন্দেগী করুক, আল্লাহর রহমত ছাড়া কেউ বেহেশত লাভ করতে পারবে না। তাই মুমিন সর্বদাই আল্লাহর রহমত কামনা করেন। কুফরী সবচে' বড় যুলুম। তাই কাফের মুশরেকরা হলো বড় যালেম। তারা স্থায়ী আযাবে পতিত হবে। (সূরা শুরা ঃ ৪৫)। অতএব, কাদিয়ানীদের বেহেশত প্রাপ্তির ধারণা ইসলাম ধর্ম সম্মত হতে পারে না। এটা কুফরী বিশ্বাস আর এজন্যই কাদিয়ানীদেরকে বিশ্বময় মুসলমানরা ইসলাম ধর্মের বহির্ভূত একটি জাল ধর্মের অনুসারী বলে মনে করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব মুসলিম তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবেই সর্বসম্মতভাবে অমুসলিম বলে ঘোষণা দিয়েছে। তাদের পরকালীন অবস্থানও ইহুদী-নাছারা ও হিন্দু-বৌদ্ধ কাফেরদের সাথেই হবে।

www.pathagar.com

ডঃ ইকবালের দৃষ্টিতে কাদিয়ানী ধর্মমত

পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক কবি ডঃ আল্লামা ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮) ছিলেন মুসলিম জাতির একজন প্রকৃত দরদী, পথপ্রদর্শক ও চিন্তাশীল নেতা। উপমহাদেশের মুসলিম জনসাধারণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও তামদ্দুনিক মুক্তির জন্য তিনি শুধু একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমির পরিকল্পনা পেশ করেই ক্ষান্ত হন নি, যে সব সম্ভাব্য বিপদ মুসলিম জাতিকে বিপন্ন করে তুলতে পারে তৎপ্রতিও তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ইঙ্গিত করেছেন।

উপমহাদেশের মুসলিম মিল্লাতের জন্য এই যুগের সব চেয়ে বড় অভিশাপ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট ভন্ডনবী মির্জা গোলাম আহমদ। ইংরেজরা মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে একটা সুগভীর ফাটল সৃষ্টি করার জন্যই তাদের পুরাতন বশংবদ এক খান্দানের সন্তান মির্জা গোলাম আহমদকে নবী হিসাবে দাঁড় করিয়ে দেয়। মির্জার এই দাবী প্রথম মুসলিম জনসাধারণের নিকট একটি বিকৃত মস্তিষ্ক লোকের প্রলাপ বলে বিবেচিত হওয়ায় কেউ এই দিকে বড় একটা ভ্রুক্ষেপ করে নি। কিন্তু ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় যখন ধীরে ধীরে এই ভ্রান্ত মতবাদই এক শ্রেণীর ভাগ্যান্বেষী মুসলমানদের মধ্যে বেশ প্রসার লাভ করে ফেলে, তখন মুসলিম চিন্তাবিদগণ এই ব্যাপারে বিচলিত না হয়ে থাকতে পারেন নি। উপমহাদেশের মুসলিম সাধারণের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের প্রথম উদ্যোক্তা স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-৯৮) হতে শুরু করে আল্লামা ইকবাল পর্যন্ত জাতির প্রত্যেকটি হিতাকাংখী নেতাই ইংরেজ-সৃষ্ট এই জাল নবীর স্বরূপ এবং মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে এর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে গিয়েছেন। এই নিবন্ধে আমরা মির্জা গোলাম আহমদের তথাকথিত নবুওয়াত এবং কাদিয়ানী ধর্মাবলম্বীদের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে আল্লামা ইকবালের কতকগুলো অভিমত উদ্ধৃত করছি। উদ্ধৃতিগুলো আল্লামার "হরফে ইকবাল" নামক পুস্তক হইতে গৃহীত হয়েছে।-(**মহিউদ্দীন খান, মাসিক মদীনা সম্পাদক**)।

কাদিয়ানী মতবাদ ইহুদীধর্মের প্রতিচ্ছবি মাত্র ঃ আমার মতে ইরানের বাহায়ী ধর্মাবলম্বীরা কাদিয়ানীদের চেয়ে বেশী নিষ্ঠাপরায়ণ। কেননা তারা প্রকাশ্যভাবেই ইসলামের আওতা হতে বের হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কাদিয়ানীরা প্রকাশ্যে ইসলামের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান আকড়িয়ে রেখেছে সত্য তবে ভিতরে ভিতরে এরা ইসলামের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং সর্বনাশা নীতির অনুসারী। কারণ আল্লাহ্

www.pathagar.com

সম্পর্কে এদের নবী বলে "মুসলমানের আল্লাহ অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ, অবিশ্বাসীদের জন্য তিনি ভুমিকম্প ও ভয়াবহ রোগের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।" এছাড়া তাদের নবী সম্পর্কে গণকের অভিমত, ঈসা মসীহর আত্মা ধারণ করে তার দুনিয়াতে আগমন প্রভৃতি বিশ্বাস ইহুদী ধর্মেরই নব রূপায়ণ বলে মনে হয়। বরং মনে হয় ইহুদী ধর্মের ধ্যান-ধারণাগুলোই একটু পরিবর্তন করে কাদিয়ানী ধর্মের নামে প্রচার করা হচ্ছে।"-(হরফে ইকবাল,১২৩ পৃষ্ঠা)।

এদের প্রত্যকটি পরিভাষাই গায়ের ইসলামী ঃ মুসলিম ইরান একাধারে যেরূপ ভক্ত মরমী ধ্যান-ধারণার প্রচার করেছে, তেমনি পাশাপাশিভাবে, প্রাচীন ইরানের জন্মান্তরবাদের ধারণাকে সম্মুখে রেখে ছায়া, অন্যের মধ্যে আত্মার প্রবেশ লাভ প্রভৃতি কতকগুলো অলীক ধ্যান-ধারণার জন্মদান করেছে। আমাদের দেশেও 'প্রতিশ্রুত মসীহ' নামে যে শব্দটির সৃষ্টি করা হয়েছে, এর কোনটিই ইসলামী আকীদার অনুকূল নয়। মুসলমানদের মনে যেন প্রথম পর্যায়েই গ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত না হয়, এই জন্য এ হেন পরিভাষার জন্মদান করা হয়েছিল। কাদিয়ানীদের দ্বারা গৃহীত এই ধরণের পরিভাষা আমরা ইসলামের প্রাথমিক কোন যুগেই দেখতে পাই না।-(হরফে ইকবাল,১২৩ পৃষ্ঠা)।

কাদিয়ানী ধর্ম ইসলামী ঐক্যের শত্রু ঃ মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর এই ধরণের যে কোন আন্দোলন সম্পর্কে মুসলিম জাতি অত্যন্ত সচেতনতার পরিচয় দিয়ে আসছে। সেমতে এমন একটি জামাত যা সাধারণভাবে নিজেদেরকে মুসলিম মিল্লাতের অংগ বলে দাবী করার পরও নতুন নবুওয়াতের ওপর তাদের সম্প্রদায়ের ভিত্তি বলে দাবী করে এবং যারা তাদের তথাকথিত ইলহাম বা নবুওয়াতের ওপর ঈমান আনেনি তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করে, মুসলিম জাতি এই ধরণের যে কোন জামাতকে তাদের জাতীয় ঐক্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য। কেননা, খতমে নবুওত এর বিশ্বাসের মাধ্যমেই মুসলিম জাতির ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। (এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার নবুওতের ওপর যারা ঈমান আনেনা এরূপ প্রত্যেক মুসলমানকেই কাফের বলে ঘোষণা দিয়েছে। এর দ্বারা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানই তার মতে কাফের)।

সাধারণ মুসলিম সমাজের বেশী আত্মসচেতনতা ঃ ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ কাদিয়ানী ধর্মমতের বিরুদ্ধে যেরূপ তীব্র ঘৃণা ও আত্ম-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, তা আজ আর কোন গোপন কথা নয়। আমাদের তথাকথিত

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকেরা খবরের কাগজের মাধ্যমে এই আত্ম-সচেতন মুসলিম জনতাকে যতই গালি গালাজ করুক না কেন, কিন্তু তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগেই খতমে নবুওতের বিশ্বাসের হেফাজত করে আসছে। যদিও তারা পরিপূর্ণরূপে জানে না যে, খতমে নবুওত বিরোধী এই আন্দোলন মুসলিম জাতির সম্মুখে ধ্বংসের কোন অতল গহবর সৃষ্টি করছে। আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের চেয়ে বরং অশিক্ষিত সাধারণ মুসলমানরাই খতমে নবুওতের ব্যাপারে অধিকতর আত্ম-সচেতন। পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের শিক্ষিত লোকেরা খত্মে নবুওতের তামদ্দুনিক তাৎপর্য গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টাই করেনি। পাশ্চাত্যের হাওয়া এদেরকে আত্ম-সচেতনতা এবং আত্ম-রক্ষার অনুভূতি হতেও দূরে সরায়ে দিয়েছে।-(হরফে ইকবাল,১২৪ পৃষ্ঠা)।

কাদিয়ানীরা হুজুর (সাঃ)-এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রকাশ করে ঃ এক সময় কাদিয়ানীদের পত্রিকা 'সানরাইজ' এ আল্লামা ইকবালের প্রথম জীবনের কোন একটি লেখার হাওয়ালা দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এক সময় তো আল্লামা ইকবাল কাদিয়ানীদের সমর্থক ছিলেন, এখন কেন তিনি এই দলের বিরুদ্ধে এরূপ খর্গহস্ত ? এই প্রশ্নের জবাবে আল্লামা বলেছেন-

"এই কথা স্বীকার করতে আমি দ্বিধাগ্রস্ত নই যে, আজ হতে সিকি শতাব্দী পূর্বে এই আন্দোলন সম্পর্কে আমি আশাবাদী ছিলাম। আমার তখন ধারণা ছিল যে, এর ফল ভাল হবে। ঐ সময় ইসলাম সম্পর্কে বহু ইংরেজী গ্রন্থ প্রণেতা এবং তৎকালীন মুসলিম জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি মৌলভী চেরাগও কাদিয়ানী ধর্মের প্রবর্তক মির্জা গোলাম আহমদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। কাদিয়ানীদের বিখ্যাত বই "বারাহীনে আহমদীয়া'র সংকলন ব্যাপারেও তিনি অনেক সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু কোন ধর্মীয় আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ এবং এর ভালমন্দ এক দু'দিনে প্রকাশ হতে পারে না। দীর্ঘকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই এই সব আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে আন্দোলনের মধ্যে বিবদমান দু'টি দলের আত্ম প্রকাশই এই কথা প্রমাণ করছে যে, ব্যক্তিগতভাবে যারা গোড়ার দিক হতে এই ধর্মের প্রবর্তকের সংগে জড়িত ছিলেন, তাঁরাও জানতেন না যে, এর গতিধারা কোন দিকে প্রবাহিত হবে।

"ব্যক্তিগতভাবে আমি তখনই এই আন্দোলনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ি যখন হতে মির্জা গোলাম আহমদ আখেরী রসূল মুহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ) নবুওত হতে 'উৎকৃষ্টতর' নবুওতের কথা ঘোষণা করে দুনিয়ার সকল মুসলমানকে কাফের বলে

www.pathagar.com

অভিহিত করেন। এর কিছুদিন পর যখন আমি নিজ কানে এই মতবাদের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হুজুর আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর কথা বলতে শুনি তখন আমার সেই বীতশ্রদ্ধা, ঘৃণা ও বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়েছে। গাছের পরিচয় তার ফলের দ্বারা, মূলের দ্বারা নয়। আমার দুই যুগ পূর্বের মত ও বর্তমান মতের মধ্যে যদি কেউ কোন অসঙ্গতি খুঁজে বের করেন, তবে বলতে পারি, একজন জীবন্ত এবং চিন্তাশীল মানুষ হিসাবে চিন্তাভাবনার পর মত পরিবর্তন করার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।" –(হরফে ইকবাল, ১৩১ পৃষ্ঠা)।

গোটা মুসলিম মিল্লাত সম্পর্কে গোলাম আহমদ ঃ কাদিয়ানীদের কলা-কৌশল এবং মুসলিম জাহান সম্পর্কে তাদের মনোভংগীর ব্যাপারে আমাদের ভুল ধারণায় ডুবে থাকা উচিত হবে না। এই ধর্মের প্রবর্তক মির্জা গোলাম আহমদ গোটা মুসলিম মিল্লাতকে পঁচা দুধের সঙ্গে তুলনা দিয়েছিলেন এবং তার জামাতকে খাঁটি দুধের সঙ্গে তুলনা করে পঁচা দুধ তথা গোটা মুসলিম জাতির সঙ্গে মিলামিশা করতে বারণ করেছিলেন। তদুপরি ইসলামের মূলনীতির প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপণ, তার জামাতের লোকদেরকে নতুন 'আহমদী' (মুসলিম নয়) নামে অভিহিতকরণ, মুসলমানদের সংগে নামাজ পড়তে নিষেধ করা, বিবাহ ও সামাজিক বন্ধনের ব্যাপারে মুসলমানদের সংগে সম্পর্কচ্ছেদ, সর্বোপরি প্রকাশ্যভাবে এই কথা ঘোষণা করা যে, তাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার সকল মুসলমান কাফের–এই সবই প্রমাণ করে যে, কাদিয়ানীরা মুসলিম মিল্লাত হতে সম্পূর্ণ পৃথক একটি স্বতন্ত্র জাতি। শিখ জাতি হিন্দুদের চেয়ে যতটুকু দূরে, কাদিয়ানীরা মুসলমানদের চেয়ে আরো অনেক বেশী দূরে। কেন না, শিখ ও হিন্দুদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে তেমন বাধা-নিষেধ নাই। কাদিয়ানী ও মুসলমানদের মধ্যে তা রয়েছে। এরপরও এই রহস্য অনুধাবন করার জন্য খুব বেশী চিন্তা ভাবনা বা বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় না যে, ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে মুসলমানদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক থাকার নীতি অবলম্বন করেও রাজনৈতিক দিক দিয়া এরা মুসলমানদের সংগে থাকার জন্য এতটুকু আগ্রহশীল কেন ? –(হরফে ইকবাল, ১৩৮ পৃষ্ঠা)।

ইংরেজদের নীতি ঃ ভারতীয় উপমহাদেশের কোন ধোঁকাবাজ নিজের হীন স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য ধর্মীয় ক্ষেত্রে একটি নতুন দল সৃষ্টি করতে পারলো আর এই 'উদার' ইংরেজ সরকার আসল জামাত (অর্থাৎ গোটা মুসলিম জাতির) একটুও পরওয়া করল না, কেননা নতুন দলের প্রবর্তক ও তার অনুসারীরা শুধু শর্তহীন আনুগত্য ও সর্ব প্রকার সহযোগিতার আশ্বাসই দেয় নাই, সরকারের প্রাপ্যও অত্যন্ত যত্নের সংগে আদায়

www.pathagar.com

করছে। ইংরেজ সরকারের এই নীতি গোটা মুসলিম জাতির পক্ষে মোটেই বোধগম্য নয়।–(হরফে ইকবাল, ১২৫ পৃষ্ঠা)।

ইংরেজ সরকারকে একটি পরামর্শ ঃ কাদিয়ানী ধর্মমত প্রচার হতে উদ্ভুত গুরুতর পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারকে একটু ভেবে দেখা উচিত। এই ব্যাপারে জাতীয় ঐক্য কায়েম রাখার খাতিরেই সাধারণ মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ও মনোভাব সম্পর্কে আন্দাজ করার চেষ্টা করা উচিত। কোন জাতির বৃহত্তর ঐক্যে যদি ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয় তবে সেই জাতির পক্ষে ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই প্রতিরোধ সংগ্রামের রূপ কি হবে ! রূপ শুধু এই হতে পারে যে, যাকে ধর্ম লয়ে খেলা করতে দেখা যায়, লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে তার স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়ে এহেন মারাত্মক নেশা হতে তাকে নিবৃত করার চেষ্টা করা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আসল জামাত যাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অপপ্রচার করা হচ্ছে, তাদেরকেই ধৈর্য ও সংযম অবলম্বনের উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর জামাত হতে বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহী দলকে তাদের মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা জাতির বৃহত্তর ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি ও তথাকথিত 'তাবলীগের' পূর্ণ সুযোগ দেয়া হয়েছে, যদিও সেই 'তাবলীগ' শুধুমাত্র মুসলিম জাতির প্রতি জঘন্য ভাষায় গালি গালাজে ভরা। ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক নয় কি ? –(হরফে ইকবাল, ১২৬ পৃষ্ঠা)।

সরকার কাদিয়ানীদের খেদমতের পুরস্কার দিতে পারেন কিন্তু -------ঃ যদি কোন দল জাতির মূল জামাত হতে (কাদিয়ানীদের ন্যায়) বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সরকারের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলে বিবেচিত হয়, তবে সরকার তাদের খেদমতের পুরস্কার অবশ্যই দিতে পারেন। অন্যদের এতে মনক্ষুণ্ন হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। তবে বৃহত্তর জমাতের পক্ষ হতে এমন কোন আশা করাও উচিত নয়, যে তারা তাদের জাতীয় ভিত্তির সর্বনাশ স্বচক্ষে দেখবে এবং নির্বিকার চিত্তে তা হজম করতে থাকবে।–(হরফে ইকবাল, ১২৬ পৃষ্ঠা)।

কাদিয়ানীদের প্রতি ঃ ইসলাম সুনিশ্চিতরূপেই একটি দ্বীনী জামাত যার একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত রয়েছে যথা–আল্লার একত্বের প্রতি ঈমান, নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান এবং হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা আখেরী নবী এই সম্পর্কে ঈমান। ঈমানের শেষোক্ত অংশটি এমন একটি বিষয়, প্রকৃত পক্ষে যা দ্বারা মুমিন এবং কাফেরের মধ্যে

www.pathagar.com

সীমারেখা নির্ধারিত হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি বা দল ইসলামী মিল্লাতের মধ্যে শামিল আছেন কিনা ঈমানের এই অংশ দ্বারাই তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। কেননা, ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বনকারীরাও তাওহীদবাদী। মুহাম্মাদুর রছুলুল্লাহকেও (দঃ) তারা আল্লাহর একজন প্রেরিত পুরুষ বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাই বলে আমরা ব্রাহ্মদেরকে মুসলমান বলতে পারি না। কেননা, তারাও কাদিয়ানীদের ন্যায় মুহাম্মাদুর রছুলুল্লাহকে (দঃ) আখেরী রসূল এবং একমাত্র অনুসরণীয় মহামানব বলে স্বীকার করে না, অনুসরণও করে না। আমার যতটুকু জানা আছে, আজ পর্যন্ত কোন মুসলিম দল, উপদলই খত্‌মে নবুওতের এই সীমারেখা অতিক্রম করতে সাহস পায়নি। ইরানের বাহায়ী সম্প্রদায় খতমে নবুওত অস্বীকার করেছে কিন্তু সংগে সংগে তারা এই কথাও ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা মুসলিম মিল্লাত হতে সম্পূর্ণ পৃথক নতুন এক জাতি।

আমার মতে কাদিয়ানীদের সম্মুখেও দু'টি রাস্তাই খোলা আছে। হয় তারা বাহায়ীদের ন্যায় নিজেদেরকে অমুসলিম একটি পৃথক ধর্মীয় সম্প্রদায় বলে ঘোষণা করুক, অন্যথায় খতমে নবুওতের সর্বপ্রকার তাবীল বা কূটব্যাখ্যা পরিত্যাগ করে পরিপূর্ণভাবে মুহাম্মাদুর রাছুলাল্লাহকে আখেরী রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি দিক এবং এর সংগে যে সব ব্যাখ্যার জাল বোনা হয়, সেই সব কিছু পরিত্যাগ করুক। এরা তাদের তথাকথিত নবীর শাখা নবুওত, ছায়া নবুওত ইত্যাদি যে সব উদ্ভট ব্যাখ্যা দান করার চেষ্টা করে থাকে, তা শুধু নিজেদেরকে মুসলিম জাতির মধ্যে শামিল করে রাজনৈতিক সুবিধাদি আদায় করার ফিকির ফন্দি মাত্র।-(হরফে ইকবাল, ১৩৭ পৃষ্ঠা)।

কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু ঘোষণা করা হোক ঃ আমি আমার পূর্ববর্তী এক বিবৃতিতেও এই কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছি যে, বর্তমান ভারতের শাসক ইংরেজদের কাছে ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতিই একমাত্র গ্রহণীয় নীতি হওয়া আবশ্যক। এ ছাড়া এখানে অন্য কোন নীতি গ্রহণ করা সম্ভবপরই নহে। অবশ্য কোন কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে সরকারের এই নীতি ক্ষতিকর হতে পারে। কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই নীতি গ্রহণ করা ছাড়া সরকারের গত্যন্তর নেই। অপর পক্ষে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো তাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিজদেরকেই করতে হইবে।

আমার মতে সরকারের পক্ষে কাদিয়ানীদেরকে একটা স্বতন্ত্র ধর্মীয় জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়াই সর্বোত্তম হবে। কাদিয়ানীরা তাদের ধর্মের যে নীতি ঘোষণা করেছে সরকারী এই পদক্ষেপ তার সম্পূর্ণ অনুকূল হবে। মুসলমানগণ অন্যান্য ধর্মের লোকদের

www.pathagar.com

সংগে যেরূপ শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে বসবাস করে, কাদিয়ানীদের সংগেও সেরূপ ব্যবহার করবে। –(হরফে ইকবাল, ১২৮ পৃষ্ঠা)।

নতুন সংবিধানে দেশের প্রত্যেকটি সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার মতে কাদিয়ানীরা তাদেরকে স্বতন্ত্র সংখ্যালঘু হিসাবে ঘোষণা করার ব্যাপারে কখনো দাবী উত্থাপন করবে না। কিন্তু মুসলিম মিল্লাতের এই দাবী উত্থাপনের পূর্ণ অধিকার রয়েছে যে, কাদিয়ানীদেরকে একটা অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসাবে ঘোষণা করা হোক। সরকার যদি এই দাবী মানতে রাজী না হয়, তবে মুসলমানগণ এই কথা বুঝতে বাধ্য হবে যে, সরকার এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়টিকে মুসলমানদের সংগে অন্যায়ভাবে জড়িয়ে রেখে এদেরকে এতটুকু শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ করে দিতে চান, যেন মুসলিম জাতির বুকে খুব শক্ত আঘাত দেয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। ১৯১৯ সনে শিখদেরকে যখন পৃথক একটা সম্প্রদায় হিসাবে ঘোষণা করা হয় তখন তাদের পক্ষ হতে কোন দাবী উত্থাপনের অপেক্ষা সরকার করেন নি। তবে আজ কাদিয়ানীদের তরফ হতে এই ধরনের দাবীর অপেক্ষা কেন করা হচ্ছে। –(হরফে ইকবাল, ১৩৮ পৃষ্ঠা)।

------আমি আপনার প্রতিবাদ করে যে প্রবন্ধ লিখেছি, তা ইসলাম এবং আমার স্বদেশ ভারতভূমির প্রতি শুভেচ্ছা ও ভালবাসার অনুভূতিতে নিমগ্ন হয়েই লিখেছি। আমার অন্তরে এই ব্যাপারে সন্দেহের লেশতাত্রও নেই যে, আহমদী ও কাদিয়ানী সম্প্রদায় ইসলাম এবং হিন্দুস্থান (বর্তমান পাক-বাংলা ও ভারত) দু'য়ের প্রতিই গাদ্দার বা বিশ্বাসঘাতক।–(নেহরুকে লিখিত ডঃ ইকবালের একটা পত্রের অংশ)।

www.pathagar.com

কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী মারাত্মক প্রচারণা

বিশ্বের দেশে দেশে অমুসলিম ঘোষিত কাদিয়ানীরা গ্লোবাল ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রবেশ করে মুসলমানদের মূল ঈমানী চেতনার বিরুদ্ধে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র শুরু করছে। ডিশের মাধ্যমে স্যাটেলাইটে দিনরাত ২৪ ঘন্টার বিরতিহীন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা পবিত্র কোরআন ও হাদীসের বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা প্রচার করছে। তথ্য মিডিয়ার এই যুগে প্রচার মাধ্যমকে পুঁজি করে প্রতিনিয়ত ইসলামের মূল বিশ্বাসের পরিপন্থী গুরুতর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। সারা বিশ্ব ছাড়াও বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ অন্যান্য শহর, এমনকি গ্রামকে কেন্দ্র করে তারা ডিশ সংযোগের মাধ্যমে অপ-প্রচারে লিপ্ত রয়েছে। তাদের তথাকথিত মসজিদে ডিশ সংযোগ দেয়া হয়েছে।

মূলত পাশ্চাত্য ও ইহুদী অর্থ সাহায্যে লালিত কাদিয়ানীরা সুকৌশলে মিডিয়া আগ্রাসনের মাধ্যমে দেশ বিদেশের সরল মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তির বীজ বুনছে। বৃটিশ অর্থ ও কারিগরী সাহায্যে তারা 'এম টি এ' বা 'মুসলিম টিভি আহমদিয়া' ইন্টারন্যাশন্যাল নামে স্বতন্ত্র স্যাটেলাইট চ্যানেল চালু করেছে। বিশ্বব্যপী মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাসকে ধ্বংস করার এতো শক্তিশালী নেটওয়ার্ক আর নেই। 'এম টি এ' চ্যানেলের বিভিন্ন সময়ের অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, মূলত প্রচার করা হয় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সকল নবী থেকে শ্রেষ্ঠ হলেও শেষ নবী নন। আল্লার প্রতিশ্রুত নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত 'মসীহ মাওউদ' বা প্রতিশ্রুত সংস্কারক মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীই হলো মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতিচ্ছায়া, যার মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন।

বিভিন্ন গানের সুরের মত করে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় এই চ্যানেলে যেটা ইসলামে নিষিদ্ধ। কোরআনের তফসীরের নামে ইচ্ছেমত অপ-ব্যাখ্যা করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালকদের দেখলে মনে হবে, এদের চেয়ে খাঁটি মুসলমান বুঝি আর নেই। সরাসরি সম্প্রচারিত এসব অনুষ্ঠানে তাদের গুরু তথাকথিত খলিফার খুতবা, শিশুদের অনুষ্ঠান, ডকুমেন্টারী, কোরআনের আয়াত ও হাদীসের কাদিয়ানী মতে ব্যাখ্যা ও অন্যান্যদের তুলনামূলক আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে 'খাতামাল খোলাফা' আখ্যা দিয়ে না'ত প্রভৃতি প্রচার করা হয় বিশ্বময়।

এমনিভাবে কাদিয়ানীরা এম, টি, এ, এবং প্রচারকের, পুস্তকের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন, হাদীসের মনগড়া ও বিকৃত ব্যাখ্যা করে 'বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার' এর নামে আহমদী ধর্ম প্রচার করছে। তারা পুস্তিকা লিখে এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন একমাত্র তারাই 'ইসলাম' প্রচার করছে। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের কোটি কোটি মুবাল্লিগের ধর্ম-প্রচারের নিকট কাদিয়ানীদের ধর্ম-প্রচার গোষ্পদ তুল্যও নহে। 'আহমদিয়াত' হলো কাদিয়ানীদের ইসলাম। এটা প্রচার করতেই তাদের ধর্মীয় নেতারা নির্দেশ দিয়েছে। সেটা গ্রহণ করলে কেউ মুসলামন হয় না, হয় 'আহমদী'। 'আহমদিয়াত' এর সঙ্গে ইসলাম ধর্মের দূরতম সম্পর্কও নেই। তাই মুসলিম বিশ্ব সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে শরীয়তী আইনে কাদিয়ানীদের অমুসলিম, মুরতাদ ও কাফের বলে ঘোষণা করেছে। হিন্দু-খৃষ্টানদের মত কোন কাদিয়ানী মুসলমানের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। (১২/১২/৯৭)

www.pathagar.com

এ লেখকের অন্যান্য গ্রন্থাবলী

- মুসলিম ও মুসলিম বিশ্ব (১৯৭০)
- কাদিয়ানী ধর্মমত ঃ একটি পর্যালোচনা (১৯৮৫)
- একটি পুণ্যময় জীবনঃ হযরত আল্লামা মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ আমিমুল এহসান মুজাদ্দেদী (রাহ) এর জীবনী (১৯৮৮)
- কাদিয়ানী ধর্মমতঃ স্বরূপ ও পর্যালোচনা (১৯৮৯)
- বাহাইঃ একটি ভ্রান্ত ধর্ম (১৯৯০)
- পরধর্ম গ্রন্থে সর্বশেষ নবী (সাঃ) (১৯৯১)
- পুথি সাহিত্যে মহানবী (সাঃ) (১৯৯২)
- কাদিয়ানীরা অমুসলিমঃ বিশ্ব-মুসলিমের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত (১৯৯৩)
- ইমাম মাহদী পরিচিতি (১৯৯৪)
- হজ্বের ত্রুটিসমূহ (১৯৯৫)
- শিশু সাহিত্যে সর্বশেষ রাসুল (সাঃ)- (১৯৯৬)
- সাহাবীদের (রাঃ) কাব্য চর্চা (১৯৯৭)